NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাজেটে প্রত্যাশা পূরণ করবে মোদির সবকা সাথ সবকা বিকাশ

কেমন হল 'নটী বিনোদিনী' — পড়ুন প্রেক্ষাগৃহে এখন কেবলই বিনোদিনী ৮

কলকাতা ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ ১৭ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৩০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.01.2025, Vol.18, Issue No. 230 8 Pages, Price 3.00

সন্দীপের মামলায় সিবিআইকে শো কজ করল ট্রায়াল কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে রাজ্যের অনুমোদন পেয়েছে সিবিআই। কিন্তু ট্রায়াল কোর্টকে সে কথা জানানো হয়নি। আগেই কলকাতা হাইকোর্টে অনুমোদনের কথা জানিয়েছে তদন্তকারী সংস্থা। এতে আলিপুর আদালত ক্ষুব্ধ। সিবিআইকে তারা শো কজ করেছে। তার আগে সিবিআইয়ের আইনজীবীকে ধমকও দিয়েছেন আলিপুরে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতের বিচারক। তাঁর বক্তব্য, এই অনুমোদনের জন্য চার্জগঠন প্রক্রিয়া আটকে আছে। তাই আগে এই অনুমোদনের কথা ট্রায়াল কোর্টে জানানো উচিত ছিল। আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির মামলায় গত ২৯ নভেম্বর আলিপুর আদালতে চার্জশিট জমা করেছিল সিবিআই। তাতে নাম ছিল হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপের। কিন্তু তিনি রাজ্য সরকারি কর্মচারী হওয়ায়, তাঁর বিরুদ্ধে চার্জগঠনের জন্য সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন। সেই অনুমোদন এত দিন আটকে ছিল। সম্প্রতি রাজ্যের অনুমোদন মিলেছে। বুধবার হাইকোর্টে সে কথা জানায় সিবিআই। আদালত সাত দিনের মধ্যে সন্দীপদের বিরুদ্ধে চার্জগঠনের নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত শুনানি ছিল আলিপুর আদালতে। সেখানেই সিবিআইকে ভর্ৎসনা করেন বিচারক। রাজ্যের অনুমোদন পাওয়ার পরেও কেন আলিপুর আদালতে প্রথমেই তা জানানো হল না? সিবিআইয়ের উদ্দেশে প্রশ্ন করেন বিচারক। সিবিআই জানিয়েছে, ২৭ তরিখ সন্ধ্যায় অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। তার পর তা খতিয়ে দেখছিল সংস্থা। সেই কারণে আলিপুর আদালতে জানানো হয়নি। বিচারকের মন্তব্য, 'ট্রায়াল কোর্টকে বাইপাস করে হাইকোর্টে জানালেন? আমি শো কজ করব। যা বলার, লিখিত জানাবেন।' অন্যতম অভিযুক্ত আফসার আলির আইনজীবী সোহিনী অধিকারী বলেন, 'চার্জশিট দেওয়া হয়ে গিয়েছে নভেম্বরে। রাজ্যের অনুমোদন পাওয়ার পরেও ট্রায়াল কোর্টে কেন জানাল না সিবিআই? এটা তো হওয়ার কথা নয়। তাদের শো কজ করা হয়েছে। লিখিত ভাবে এর জবাব দিতে হবে।' আফসারের অপর আইনজীবী শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'এই মামলায় প্রথম থেকেই সিবিআই সহযোগিতা করছে না। ২৭ তারিখে তারা রাজ্যের অনুমোদন পেয়েছেন। আজ ৩০ তারিখ। কেন এত দেরি করে কোর্ট কে জানানো হল? ওদের শো কজ করা হয়েছে। এমনিতেই এই মামলায় এত দেরি হচ্ছে।' আরজি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পরেই প্রকাশ্যে আসে হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ। সেই মামলায় প্রথমে সন্দীপকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তার পর এই মামলার সূত্র ধরে বিপ্লব সিং, আফসার আলি এবং সুমন হাজরাকেও গ্রেপ্তার করেছিলেন তদন্তকারীরা। এই মামলায় শেষ গ্রেপ্তার আশিস পাণ্ডে। প্রত্যেকেই জেলে। ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। ওই মামলায় অভিযুক্ত হলেও সন্দীপদের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয়নি সিবিআই। তাই তিনি এবং টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল জামিন পেয়ে যান। আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সন্দীপ জেল খাটছেন। তাঁদের বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত শুরু হবে।

কোরান পোড়ানোর দায়ে হত্যা

স্টকহোম, ৩০ জানুয়ারি: কোরান পোড়ানোর দায়ে এক ইরাকি খ্রিস্টান সলওয়ান মোমিকাকে হত্যা করা হয়েছে। স্টকহোমে একটি আবাসনে লাইভ স্ট্রিমিং করার সময় তাঁকে গুলি করা হত্যা করা হয়েছে বলে খবর। সুইডেনের বাসিন্দা মোমিকা কোরান পোড়ানোর জন্য খবরের শিরোনামে আসেন। স্টকহোমেই একটি মসজিদের বাইরে ইসলামের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরান পোড়ান। পুলিশ জানিয়েছে, ইতিমধ্যে ৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

কুম্ভমেলায় ফের বিপর্যয়

পদপিষ্ট হওয়ার পরের দিন পুড়ল একের পর এক তাঁবু

প্রয়াগরাজ, ৩০ জানুয়ারি: ফের বিপত্তি কুম্ভমেলায়। পদপিষ্ট হওয়ার পরের দিন আগুন লাগে মেলার সেক্টর ২২-এ। পুড়ে যায় বেশ কয়েকটি তাঁবু। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। প্রশাসনের আধিকারিকেরাও পৌঁছে যান সেখানে। তাঁবুতে সে সময় কোনও মানুষজন ছিলেন না বলে প্রাণহানি ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি। এর আগে গত ১৯ জানুয়ারি আগুন লেগেছিল কুম্ভমেলার সেক্টর ১৯-এ। প্রায় ১৮০টি তাঁবু পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে কুম্ভমেলার সেক্টর ২২-এর একটি তাঁবুতে আগুন লাগে। তা থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। জুনা আখড়ার প্রায় ১৫টি তাঁবু পুড়ে গিয়েছে বলে খবর। মেলা এলাকার চমনগঞ্জের কাছে রয়েছে ওই তাঁবুগুলি। দমকলকর্মীরা সংবাদ সংস্থা এএনআইকে জানিয়েছেন, রাস্তা না থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছতে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা।

বুধবারই কুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৩০ জনের। মৌনী অমাবস্যা উপলক্ষে কুম্ভমেলায় 'শাহি স্নান'-এর জন্য মঙ্গলবার রাত থেকেই ভিড় বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। রাত ২টো নাগাদ ব্যারিকেড ভেঙে যায় ভিড়ের চাপে। ধাক্কাধাক্কিতে অনেকে পড়ে যান। সেই সময়ে বাকিরা তাঁদের মাড়িয়ে এগিয়ে যান। এই ঘটনার পর 'শাহি স্নান' দীর্ঘ ক্ষণ বন্ধ রাখা হয়েছিল। তার পরের দিন আবার আগুন লাগার ঘটনা হল কুম্ভে।

এর আগে ১৯ জানুয়ারি কুম্ভে পুড়ে গিয়েছিল প্রায় ১৮০টি তাঁবু। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, গীতা প্রেসের রান্নাঘরে চা তৈরির সময় গ্যাস লিক করে আগুন লেগেছিল। তার জেরে রান্নাঘরে রাখা আরও দু'টি সিলিন্ডার ফেটে বিস্ফোরণ ঘটে। সেই আগুন ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে।

কুম্ভমেলায় বার বার এই বিপত্তির কারণে প্রশ্নের মুখে পড়েছে উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সুরক্ষার কারণে কুম্ভমেলায় ৫০টি অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র রয়েছে। ২০০০ দমকলকর্মী দিনরাত কাজ করছেন। দমকলের ৩৫০টি ইঞ্জিনও রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: .প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। আবেদনকারী আইনজীবী বিশাল তিওয়ারি শীর্ষ আদালতে জানিয়েছেন, কেন্দ্র এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার মৌনী অমাবস্যার শাহি স্নানে আগত পুণ্যার্থীদের জন্য 'নিরাপদ পরিবেশ' বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, যা ভারতীয় সংবিধানের ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ বর্ণিত 'সাম্য ও জীবনের মৌলিক অধিকার রক্ষা'র পরিপন্থী। আইনজীবীর অভিযোগ, সরকারি অবহেলার কারণেই মঙ্গলবার গভীর রাতে ত্রিবেণী সঙ্গমে ৩০ জনের মৃত্যু এবং অন্তত ৬০ জনের আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে সংবিধানের ৩২ অনুচ্ছেদ (সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার) অনুযায়ী পদক্ষেপ করার জন্য শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এড়াতে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলিকে কড়া নির্দেশ দেওয়ারও আর্জি আবেদনকারী রাকেশের। কয়েক মাস ধরে বারে বারেই উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং তাঁর সরকারের মন্ত্রী ও আধিকারিকেরা দাবি করেছিলেন, প্রয়াগরাজে প্রবল ভিড়ে পদপিষ্টের আশঙ্কা এড়াতে কোটি কোটি পুণ্যার্থীর জন্য নিশ্ছিদ্র সুরক্ষার আয়োজন করেছেন তাঁরা, যাকে অভিহিত করা হয়েছিল এক নতুন শব্দবন্ধে; 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট'। কিন্তু মঙ্গলবার গভীর রাতে মৌনী অমাবস্যার শাহি স্নানের শুরুতেই প্রকাশ্যে চলে আসে ভিড় সামলানোর ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যর্থতার ছবি। মৌনী অমাবস্যার শাহি স্নানে ভিড় নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে যোগী সরকারের পুলিশ, র‍্যাফের পাশাপাশি ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআইএসএফ-ও। এই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মন্ত্রকের।

পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু বাংলার ২ প্রৌঢ়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহাকুম্ভে বাংলার দুই প্রৌঢ়ার মৃত্যু। বুধবার, মৌনী অমাবস্যায় পুণ্যস্নানে গিয়ে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হয়েছেন তাঁরা। মৃতদের মধ্যে একজন কলকাতা এবং অপরজন পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনির বাসিন্দা। প্রথম জনের দেহ এখনও পরিবারের হাতে আসেনি। দ্বিতীয় জনের মৃতদেহ নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিয়েছে পরিবার। মহাকুম্ভে মৃত্যুমিছিলে বাংলার আর কেউ আছে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। খোঁজ চলছে। জানা গিয়েছে, কলকাতার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের অশ্বিনী নগরের বাসিন্দা বাসন্তী পোদ্দার। বয়স ৬৫ বছর। বোন, ছেলে, মেয়েকে নিয়ে পুণ্যস্নানে গিয়েছিলেন। মঙ্গলবার রাতে মৌনী অমাবস্যা পুণ্যতিথিতে ডুব দিতে গিয়েছিলেন বাসন্তীদেবী। আচমকাই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যান তিনি। তাঁর ছেলে চেষ্টা করেন মাকে তোলার। কিন্তু লাভ হয়নি। ততক্ষণে গুরুতর জখম হন। পরে মৃত্যু হয়। পরিবার এখনও দেহটি হাতে পায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ট্যাংরায় হেলে পড়া বাড়ি ভাঙতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পুর কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার ট্যাংরায় ক্রিস্টোফার রোডে হেলে পড়া বহুতল ভাঙতে গিয়ে বাসিন্দাদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। বৃহস্পতিবার বেলা বাড়তেই ওই হেলে পড়া বাড়িটি ভাঙার কাজ করতে যান তাঁরা। প্রথম থেকেই বাড়িটি ভাঙতে দেবেন না বলে হুঁশিয়ারি দেন বাসিন্দারা। মূলত বাড়ির মহিলারাই এই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁরা বলেন, 'আমাদের বাড়ি ভেঙে দিলে আমরা কোথায় যাব? আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাই প্রাণ থাকতে আমরা এই বাড়ি ছেড়ে যাব না।' পাশের বাড়ির বাসিন্দারাও এই বিক্ষোভে শামিল হন।

বাড়ি ভাঙতে যাতে কোনও প্রশাসনিক সমস্যা না হয়, তাই পুরসভার কর্মীদের সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল ট্যাংরা থানার পুলিশকে। কিন্তু বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, বাড়ি ভাঙার কাজ করতে এসে পুলিশ তাঁদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেছে। যদিও পুরসভা কর্তৃপক্ষ এবং কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সেই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। দুপুর পর্যন্ত হেলে পড়া বাড়ি ভাঙার কাজ বিক্ষোভের কারণে শুরুই করতে পারেননি পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত, মেয়র পারিষদ সন্দীপন সাহার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের ক্রিস্টোফার রোড এলাকায় বহুতল হেলে পড়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে পুরসভা। কারণ, বাঘাযতীনে যে বাড়িটি ভেঙে পড়েছিল, তা-ও মেয়র পারিষদ মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওয়ার্ডে। সেই কারণে গত সপ্তাহে

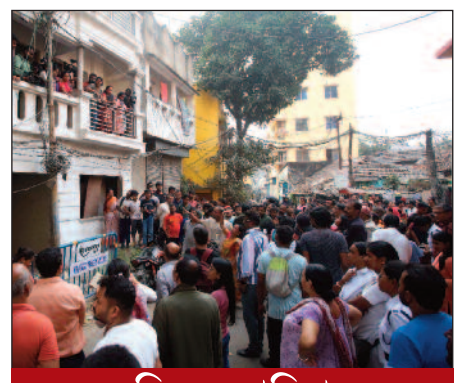

অভিযুক্ত পুলিশও

বহুতলটি ভেঙে পড়ার ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়। ট্যাংরা থানার তরফে এলাকায় মাইকিংও শুরু হয়। ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডে নির্মীয়মাণ পাঁচতলা বহুতল এক দিকে হেলে পড়ে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। পাশেই প্রায় সমান উচ্চতার আর একটি বহুতল রয়েছে। তার গা ঘেঁষে কাত হয়ে পড়ে বহুতলটি। নির্মীয়মাণ অবস্থায় থাকায় ওই বহুতলে বাসিন্দা কেউ ছিলেন না। কিন্তু বৃহস্পতিবার বাড়িটি ভাঙতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়ে খানিকটা বিব্রত হন পুরসভার কর্মীরা।

শনিবার নির্মলার পূর্ণাঙ্গ বাজেটে দাম বাড়তে পারে একাধিক পণ্যের

ফাইল চিত্র

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: শনিবার তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। অন্যান্য বছরের মতো এবারও বাজেট ঘিরে আশা আশঙ্কার অঙ্ক কষছে আমজনতা। নতুন করকাঠামো ঘোষণা হবে? কৃষিক্ষেত্রে বড় কোনও ঘোষণা করবেন নির্মলা? প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য বাজেট বাড়বে? এইসব নানা প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে জনমানসে। তবে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি আগ্রহ আমজনতার সেটা হল বাজেটের পর কোন পণ্যের দর বাড়বে, সস্তা হবে কোন পণ্য।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, গত আর্থিক বাজেটে পেট্রল-ডিজেলে ভর্তুকি কমানো হয়েছিল। আমদানি শুল্ক বাড়ানো হয়েছিল। ফলে পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। এবার বাজেটে কেন্দ্র শুল্ক হ্রাস করতে পারে বলে আশা পেট্রোলিয়াম ব্যবসায়ীদের। সেটা হলে এবার পেট্রোপণ্যের দাম কমতে পারে। অবশ্য কেন্দ্র বিকল্প জ্বালানিতে জোর দিচ্ছে। সেক্ষেত্রে ইথানলের উপর শুল্ক আরও কমানো হতে পারে।

এবার সস্তা হতে পারে মোবাইলের যন্ত্রাংশ। দেশেই মোবাইল যন্ত্রাংশ উৎপাদনে জোর দিচ্ছে সরকার। বাংলাদেশের বর্তমান সংকটের পরিস্থিতিতে সে দেশে বস্ত্র শিল্প ভালোমতো ধাক্কা খেয়েছে।

সেই সুযোগে এ দেশে বস্ত্র শিল্পে জোর দেওয়া হতে পারে। ফলে বস্ত্র শিল্পে শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন নির্মলা সীতারমণ। সস্তা হতে পারে জামাকাপড়। জীবন এবং স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামে জিএসটি কমানো হতে পারে। ফলে বিমার প্রিমিয়াম কমতে পারে। হোম লোনেও বড়সড় সুদের হারে ছাড় ঘোষণা করা হতে পারে।

বেশ কিছু পণ্য দামিও হতে পারে। সেই তালিকায় রয়েছে অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। প্লাস্টিকজাত পণ্যের দাম বাড়তে পারে। দাম বাড়তে পারে নেশার সামগ্রীর। এছাড়াও দামি গাড়ি, মোবাইল ফোন আরও দামি হতে পারে।

সর্বদল বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি: সংসদের বাজেট অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠকে যোগ দিল কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলি। সূত্রের খবর, সর্বদল বৈঠকে ওয়াকফ বিল নিয়ে গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে কীভাবে বিরোধীদের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, সেটা সম্মিলিতভাবে তুলে ধরেন বিরোধীরা। বাজেট অধিবেশনের আগে বৃহস্পতিবার সংসদে অ্যানেক্স বিল্ডিংয়ে সর্বদল বৈঠক ডাকে কেন্দ্র। বৈঠকে সরকারের তরফে রাজনাথ সিং, কিরেন রিজিজু, অর্জুন রাম মেঘওয়াল, জেপি নাড্ডারা। বিরোধী শিবিরের মধ্যে কংগ্রেসের তরফে জয়রাম রমেশ, গৌরব গগৈ, কে সুরেশ। তৃণমূলের তরফে দুই কক্ষের নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ও'ব্রায়েন অংশ নেন। অন্য বিরোধী দলগুলিও বৈঠকে যোগ দিয়েছে। সূত্রের খবর, ওই সর্বদল বৈঠকে বিরোধীরা অভিযোগ করেন, ওয়াকফ বিলের জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে বিরোধীদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে প্রথম থেকেই আপত্তি জানিয়ে আসছে তৃণমূল। যৌথ কমিটির বৈঠকেও বিলটির বিরোধিতার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সরব ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তৃণমূলের কল্যাণকে বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিলের ৪৪টি ধারা নিয়েই যে তাদের আপত্তি রয়েছে সে কথা বৈঠকের প্রথমদিন থেকেই নথিবদ্ধ করার কাজ করার পরে ডিসেন্ট নোটেও বিলের খামতির কথা পরতে পরতে তুলে ধরেছেন কল্যাণ। এবার সর্বদল বৈঠকেও ওই ইস্যুতে সরব তৃণমূল। তবে সর্বদল বৈঠকে বিরোধীদের মধ্যে ঐক্যের সুর শোনা গেলেও আদৌ সেই ঐক্য সংসদের অধিবেশনে দেখা যাবে কিনা সংশয় রয়েছে। অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধি দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গের ঘরে ডাকা বৈঠকে তৃণমূলের কোনও প্রতিনিধি হাজির থাকবে না বলেই ঠিক করেছে তারা। তবে ইন্ডিয়া জোটে থাকা সমাজবাদী পার্টি, আপ, শিবসেনা (উদ্ধব)-র মতো আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে তৃণমূল সমন্বয় রেখেই চলবে তৃণমূল।

আমেরিকায় কপ্টার ও বিমানের সংঘর্ষে মৃত বিমানের ৬৭ জনই

উদ্ধার ২৮ জনের দেহ

ওয়াশিংটন, ৩০ জানুয়ারি: আমেরিকায় সেনার কপ্টার-বিমান দুর্ঘটনায় আর এক জনও বেঁচে নেই। কপ্টার এবং বিমানে থাকা ৬৭ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। এমনটাই জানিয়েছেন আমেরিকার দমকল বাহিনীর এক আধিকারিক। ওই বাহিনীই পটোম্যাক নদী, যেখানে বিমান এবং কপ্টারটি পড়ে গিয়েছিল, সেখানে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, নদী থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ২৮ জনের দেহ।ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকালে আমেরিকার রিগান ওয়াশিংটন ন্যাশনাল এয়ারপোর্টের কাছে সেনাবাহিনীর একটি ব্ল্যাক হক চপারের সঙ্গে মাঝ আকাশে সংঘর্ষ হয় আমেরিকান এয়ারলাইনসের ওই যাত্রিবাহী বিমানের। সংঘর্ষের জেরে যাত্রীদের নিয়েই পটোম্যাক নদীতে ভেঙে পড়ে বিমানটি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিমানটিতে যাত্রী ও বিমানকর্মী মিলিয়ে মোট ৬৪ জন ছিলেন। তাঁদের উদ্ধারের জন্য পৌঁছেছে উদ্ধারকারী দল। আমেরিকার ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, বুধবার গভীর রাতে কানসাসের উইচিটা থেকে উড়েছিল আমেরিকান এয়ারলাইনসের ৫৩৪২ নম্বর উড়ানটি। ওই বিমানের সর্বোচ্চ যাত্রীধারণ ক্ষমতা ৬৫। আমেরিকার কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, দুর্ঘটনার সময় বিমানটিতে যাত্রী ও বিমানকর্মী মিলিয়ে মোট ৬৪ জন ছিলেন। তাঁদের উদ্ধারের জন্য পটোম্যাক নদীতে অনুসন্ধান শুরু করেছে একাধিক উদ্ধারকারী দল। জরুরি পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটন বিমানবন্দরে আপাতত সব উড়ান এবং অবতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

পাশাপাশি, তৎপরতার জন্য উদ্ধারকারী দলগুলির প্রশংসাও করেছেন তিনি। ট্রাম্প জানিয়েছেন, পরিস্থিতি নজরে রাখছে তাঁর প্রশাসন। বাকি যাত্রীদের দেহ উদ্ধারের কাজ চলছে।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Surojit Chatterjee ঘোষণা করিতেছি যে, আমার পিতা Sudhakar Chatterjee ও Lt. S. Chatterjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৮/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৩২২ নং এফিডেভিট বলে Manoj Kumar Roy S/o. Ajit Kumar Roy ও Monoj Kr. Roy S/o. A. K. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Mustab Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Md Alamin Mondal, Mohamma Alamin Mondal, Alamin Mondal ও A. Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Mofidul Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Musa Mondal ও I. Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৭২ নং এফিডেভিট বলে Sonali Moitra W/o. Partha Pratim Moitra ও Sonali Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২০২৫ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Manik Mondal S/o. Ashok Mondal R/o. 1, Niranjannagar Chandannagar, Hooghly-712136, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্র Riddhiman Mondal ও Ridhiman Mondal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩১ শে জানুয়ারি। ১৭ই মাঘ, শুক্র বার। দ্বিতীয়া তিথি, ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র মহাদশা। বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ। কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর ছারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : কর্মে শান্তির বাতাবরণ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন। আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধ্য। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হাবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বৃদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ডিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। কর্মে কালো পথ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন।

নাজির আহমেদ লস্কর মহাশয় ইংরাজীর ০২ / ০১ / ২০২৩ তারিখে সেখ ওলিউল ইসলাম মহাশয়কে ১৪৫৯৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার ডি.এস.আর.২ রেজিষ্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে আসরাফ আলি লস্কর মহাশয়কে ৭১৫৯ নং দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন ইংরাজীর ১৪ / ০৭ / ২০২৩ তারিখে হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রি অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-২৭৮৮ ও ২৭৮৯।

শ্রী বাসুদেব দাস দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ১০ / ১১ /২০১৪ তারিখে প্রতাপ চন্দ্র কুণ্ঠারী মহাশয়কে ৮৫৩ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে সুশীলা দেবী মহাশয়াকে ০৫০২০৪৭৫৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন ইংরাজীর ২৪ / ০৮ / ২০১৫ তারিখে হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রি অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-৪৮৬৮।

অশোক দাস দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ২০ / ০৯ / ২০১৩ তারিখে বিকাশ আইন ও শঙ্কর নাহা মহাশয়গনকে ৯৬২ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে প্রেম চন্দ্র কুণ্ঠারী মহাশয়কে ১৮৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন ইংরাজীর ১৪ / ০১ / ২০১৬ তারিখে হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রি অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- জগদীশপুর, জে.এল.-০২, হাল দাগ নং-৪৮৭১।

দেবপ্রসাদ দত্ত ইংরাজীর ১৯ / ০১ / ২০২৩ তারিখে কোলকাতা কালেক্টরেট ও পরিমল দত্ত দীং মহাশয়গন ১৬/ ০৯/ ২০২২ তারিখে জয়ন্ত কুমার দে মহাশয়কে ১০৭০৮ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার ডি.এস.আর.২ রেজিষ্ট্রি অফিসে এবং আভা মান্না দীং মহাশয়াগন ২৫/ ০৬/ ২০১৫ তারিখে কেশব নন্দ দত্ত ও দিপ্তীমান দত্ত মহাশয়কে ০০৩০৪ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন হাওড়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে ২৪/ ০৩ /২০২৩ তারিখে ও ভিন্ন ভিন্ন দলিল বলে বহু ব্যক্তিকে রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন। এখন তারা নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- বালি, জে.এল.-১৪, হাল দাগ নং-২৪৩৭১।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী প্রিয়া চক্রবর্ত্তী স্বামী শ্রী সুমন চক্রবর্ত্তী সাকিম খলিসানী মনসাতলা, খলিসানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৮ মহাশয়া বিগত ইং 09/06/2023 তারিখে সম্পাদিত ও 19/06/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5622/2023 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমাকে (**শ্রী প্রদীপ জেনা** পিতা ৺নকুল জেনা সাকিম সুগন্ধ্যা, পোলবা, হুগলী-৭১২১০২) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 30/10/2024 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12436/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্ত্তী** স্বামী শ্রী গোপাল চক্রবর্ত্তী সাকিম ২১২ পেয়ারাবাগান রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়াকে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা পাটুল, ৭২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৩১ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৬১ নং দাগে আমবাগান জমি ষোল আনায় ৬৯ শতক মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৩৪ শতক, ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৬২ নং দাগে আমবাগান জমি ষোল আনায় ২৯ শতক মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১৫ শতক, ৩)সাবেক তথা হাল এল.আর. ২৬৩ নং দাগে ডোবা জমি ষোল আনায় ১৯ শতক মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১০ শতক, একুনে ১টি খতিয়ানে, ৩টি দাগে মোট ৫৯ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী নমিতা চক্রবর্ত্তী** স্বামী শ্রী গোপাল চক্রবর্ত্তী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **শ্রী প্রদীপ জেনা**
আমমোক্তার

NOTICE

This is to inform that, my client **Umash Gope** S/o Late Sukha Nadan Gope, residing at Goyalapara, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, executed General Power of Attorney in respect of 2.70 Dec. property, vide Deed No 2762/23 at Kharagpur A.D.S.R on 30/03/23 in favour of **Majid Ali Khan**, S/o Late Md. Ohid Ali Khan, R/o-Panchberia, P.O. Inda, P.S- KGP(T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 2.50 Dec. property, R.S. Plot No. 75 & 76, L.R. Plot No. 543 & 546, Khatian No. 10728 L.R., J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur. Then said attorney are sold out approx L.R. Plot No. 543 - 1.50 Dec & L.R. Plot No. 546- 01 Dec. (Total area 2.50 Dec.) of the said property to **Niloo Parveen** W/o **Mahammad Asif**, resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-9211/2024 of Kharagpur A.D.S.R. on 30/08/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

শ্রী গোপাল মন্ডল দীং মহাশয়গন ইংরাজীর ২৩ / ০৫ / ২০২৩ তারিখে প্রহ্লাদ সাউ মহাশয়কে ০২৬৪৭ নং পাওয়ার দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন, হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রি অফিসে, বর্তমানে এই দলিল বলে শুভম পাঠক মহাশয়কে ০৫০২১৩৬৭১ নং দলিল রেজিষ্ট্রি করিয়াছেন ইংরাজীর ২০ / ১২ / ২০২৪ তারিখে হাওড়ার এ.ডি.এস.আর. রেজিষ্ট্রি অফিসে, এখন নাম খারিজ করার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তির এই দলিলের ব্যাপারে কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বালী-জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। * মৌজা- চামরাইল, জে.এল.-১০৫, হাল দাগ নং-৩৮২১ ও ৩৮২২।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

মহম্মদ সেলিম পিতা মরহুম ইদ মহম্মদ সাকিম শিবপুর বাই লেন, ইসলামপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী মহাশয় বিগত ইং 28/03/2006 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-39/2006 নং আমমোক্তার দলিল বলে **হাসান ইমাম** পিতা মৃত তালিবুদ্দিন সাকিম বোড়োপাড়া আনসার কলোনী, চক বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 19/11/2008 তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-05288/2008 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **মহম্মদ মুস্তাক** পিতা মরহুম মহম্মদ জলিল সাকিম শিবপুর বাই লেন, ইসলামপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী মহাশয়কে বিক্রয় করেন।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ডিঙ্গলহাট, ৪৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫৫, ৭৯ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৫৫ নং দাগে শালি জমি ৩ কাঠা ১২ ছটাক ০৪ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৬ একর বা ০৬ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল **মহম্মদ মুস্তাক** পিতা মরহুম মহম্মদ জলিল, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ, জুনিয়ার ডিভিশন দ্বিতীয় আদালত, চুঁচুড়া
রেফা: প্রিয়েমশন কেস নং - ১৬/২০২২

দরখাস্তকারী/প্রিয়েমটর :-সেখ সারফুদ্দিন দীং
বনাম
দরখাস্তকারী/ প্রিয়েমটী: সাহাদাত মল্লিক, দীং সাকিলা বেগম ওরফে মন্ডল সাকিলাবেন, স্বামী- সিরাজ মন্ডল, সাকিম- প্লট নং-৮ জামনাকুন্ড, ফিরদাউস সোসাইটি, থানা ও পোস্ট ও জেলা ভাবনগর, রাজ্য-গুজরাট, পিন- ৩৬৪০০১, হাল সাকিম - গ্রাম -রানাগড় পোঃ ও থানা- পান্ডুয়া, জেলা- হুগলী, পিন – ৭১২১৪৯ **-৫নং অপর পক্ষ**

আপনি ৫নং অপর পক্ষ আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ সারফুদ্দিন**, পিতা-মরহুম সেখ সামসুল হক, সেখ হাসান, সেখ নুর মহম্মদ, উভয়ের পিতা মরহুম সেখ জালাল উদ্দিন, সেখ আলি মহম্মদ (মৃত) উক্ত স্থলে সাবস্টিটিউট হইয়া তাহার ওয়ারিশগন পক্ষভুক্ত হইয়াছেন, নূরজাহান বিবি(স্ত্রী) নাবালক সেখ গিয়াসুদ্দিন ও নাবালক সেখ জসিমুদ্দিন (পুত্রগণ) ফতেমা মন্ডল, স্বামী- ইমাম আলি মন্ডল, পিতা- মরহুম সেখ জালালউদ্দিন উভয়ের সাকিম - গ্রাম -চৌতারা, থানা- পোলবা, পোঃ- বরুনানপাড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮, অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার সম্পাদিত জেলা হুগলীর চুঁচুড়াস্থিত ২নং ডি.এস.আর অফিসে রেজেষ্ট্রীকৃত ইংরাজী ২০২১ সালে ০৬০২০৭৪৬০নং কোবালা দলিল বিষয়ে জেলা হুগলী, থানা পোলবা, জে.এল. নং ৫৯ চৌতারা মৌজাস্থিত অবিভক্ত ও অচিহ্নিত ৭/৪৮ অংশ বিস্তৃত যার এল.আর খতিয়ান নং ২০৯, যাহার হাল এল.আর ৩২০ নং দাগে কলাবাগান সম্পত্তি যা ১৲ ষোলো আনার মধ্যে ০.৪৫ ডেসিমেল একর হাল এল. আর ৩২৩ নং দাগে 'বাগান' যা ১৲ ষোলো আনার মধ্যে ০.০৭ ডেসিমেল একর, এল.আর. ৩৫০ দাগে কলাবাগান যা ১৲ ষোলো আনার মধ্যে ০.৪৯ ডেসিমেল একর। এই বিষয় লইয়া উক্ত প্রিয়েমশন মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনার/আপনাদের কোনো রূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি/ আপনারা নিজে বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক দরখাস্তকারীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায় (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য
সিভিল জজ জুনিয়ার ডিভিশন
দ্বিতীয় আদালত, চুঁচুড়া

NOTICE

This is to inform that, my client **BIBEKANANDA SEN,** S/o Late Narendra Nath Sen, residing at Inda, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, executed General Power of Attorney in respect of 70 Dec. property, vide Deed No I-1171/14 at Kharagpur A.D.S.R on 28/02/2014 in favour of **Majid Ali Khan**, S/o - Late Md. Ohid Ali Khan, resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 70 Dec. property, R.S. Plot No. 69, L.R. Plot No. 511, Khatian No. 329(R.S. & L.R.), J.L. No.232, Mouza- Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 31 Dec. area of the said property to **Rozina Begum** W/o Majid Ali Khan, R/o: Panchberia, P.O: Inda, P.S: KGP(T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-5905/2020 of Kharagpur A.D.S.R. on 13/11/2020.

That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তারনামা

শ্রী শম্ভু নাথ দাস পিতা বসন্ত কুমার দাস ওরফে নারায়ন চন্দ্র দাস সাকিম দেবানন্দপুর (মাঝি পাড়া), দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয় বিগত ইং 08/02/2021 তারিখে ডি.এস.আর-II হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-892/2021 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী মনোজিৎ মাঝি** পিতা -সুমন মাঝি সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ ও **২)শ্রী তপন বিশ্বাস** পিতা কেশব বিশ্বাস সাকিম রবীন্দ্রনগর, পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়গনকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, ১ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪১৬ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক ৩৬৬ তথা হাল এল.আর. ৫২৯ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ৪৯ শতক এবং ২)সাবেক ৩৬৭ তথা হাল এল.আর. ৫৩০ নং দাগে কলাবাগান জমি ষোল আনায় ৩৯ শতক আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি খরিদার পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিতে পারিবেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**,
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the court of the District Deligate (Civil Judge Junior Division), AT Nabadwip, Nadia
Succession Case No- 03/2024

Petitioner- **রমা সান্যাল**, স্বামী- মৃত সত্য নারায়ণ সান্যাল, সাং- ৮০, রামসীতা পাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৫, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ

Citees- **সমিধ সান্যাল**, পিতা- মৃত সত্য নারায়ণ সান্যাল, সাং- ৮০, রামসীতা পাড়া, ওয়ার্ড নং- ১৫, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১৩০২, পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, **রমা সান্যাল**, তাহার স্বামী অধুনামৃত সত্যনারায়ণ সান্যাল, পিতা- মৃত শক্তিপদ সান্যাল এর গচ্ছিত খালিসানি সাব পোস্ট অফিস হুগলী শাখায় একটি **টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট যাহার নম্বর ২৪৪০০৪০৪ (পুরানো) এবং ৬৪৯১৮১৪৪০৯ (নতুন), তারিখ ২৯/১১/২০১৯ এ মোট ২,৫০,০০০ টাকা + অ্যাকুরড ইন্টারেস্ট** রহিয়াছে এবং উক্ত খালিসানি সাব পোস্ট অফিস হুগলী শাখায় আর একটি **সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর ৬৪৯১৭৭২৫০১, তারিখ ০৭/১১/২০২০ এ মোট ৪৩০১ টাকা + অ্যাকুরড ইন্টারেস্ট** রহিয়াছে, তাহার এই ত্যক্ত টাকা **রমা সান্যাল** পাইবার জন্য অত্র আদালতে সাকসেশন কেস ফাইল করিয়াছে যাহার **সাকসেশন কেস** নং- **০৩/২০২৪**। এই বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং অথবা কোন উকিল মারফৎ উপস্থিত হইয়া আপত্তি জানাইবে অন্যথায় আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
নন্দ লাল শর্মা (সেরেস্তাদার)
নবদ্বীপ আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া

সাধারণ নোটিশ
দালিল হারিয়েছে

সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল আশা দেবী কেজরিওয়াল স্বামী শ্রী অশোক কেজরিওয়াল মূল দলিল তথা রেজিস্ট্রিকৃত লিজ দলিল তারিখ ২০/১০/২০০৬ রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ ১, কলকাতা সমীপে এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ১ থেকে ৪৪, দলিল নং ১৫১৯৯ -২০০৬ সালের, সম্পত্তি ফ্ল্যাট ৫মতলে, ব্লক -সি, ফ্ল্যাট নং ৪০২, পাঁচতলা ভবনে পরিমাণ ২১৪.৬৬ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৩০৯.৭৪ বর্গফুট কমবেশি এবং ঢাকা গ্যারাজ নং ৭, একতলায় পরিমাণ ১২.৫ বর্গ মিটার তথা সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৫ বর্গফুট অবস্থিত ৪, দেবেন্দ্র লাল খান রোড, এডিএসআর -আলিপুর অধিক্ষেত্রে, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : আলিপুর, ওয়ার্ড নং ৭১,কলকাতা : ৭০০০২৫, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

আমার মক্কেল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক জেনারেল ডায়েরি হেয়ার স্ট্রিট থানায় জিডিই নং ২৪১০ তারিখ ২৮/০১/২০২৫ দায়ের করেছেন। আমার মক্কেল সংশ্লিষ্ট দলিল ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বন্ধক দিতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি বা সংশ্লিষ্ট দলিল পেয়ে থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭(সাত) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় পরবর্তীতে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।

(রজত নাথ পাইন)
অ্যাডভোকেট
প্রযত্নে আর এন পাইন অ্যান্ড কোং, অ্যাডভোকেটস, ১০ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা : ৭০০০০১

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১) কাশীনাথ ধোলে, পিতা শৈলেন্দ্রনাথ ধোলে, সাকিম খুড়িগাছী, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, বিগত ইং ০৯.০২.২০২২ তারিখে চন্দননগর এ.ডি.এস.আর., হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I 0641/2022 নং. আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল মহঃ ফিরোজ, পিতা মহঃ আলাউদ্দিন, সাকিম ৯৫, জি.টি. রোড, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং ০১.০৪.২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর, হুগলী অফিসে ১৩৯২/ ২০২২ নং. দলিল মূলে সালমা খাতুন, স্বামী সাহেবুদ্দিন, সাকিম ৬ স্পেন রোড, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল-জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা খুড়িগাছী, জে.এল.-২২০, হাল এল.আর. ৮৭১ খতিয়ানে, বিক্রয়কৃত ১৩৯২/ ২০২২ নং দলিল মূলে এল.আর. ৬৭২ নং দাগে ৩৮ শতক শুনা জমি এর মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয়কৃত হইতাছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত খরিদা জমি সালমা খাতুন, স্বামী সাহেবুদ্দিন নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. সিঙ্গুর অফিসে আবেদন করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাস মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

নিবেদক
জগন্নাথ কোলে
অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

নাকাশীপাড়ার বেথুয়াডহরী জগদানন্দপুর নিবাসী তিনকড়ি দত্ত পিতা- অবিনাশ দত্ত, মহাশয়ের ওয়ারিশগণ ১) ভূতনাথ দত্ত, ২) মোহনানন্দ দত্ত, ৩) গোপাল দত্ত, ৪) ভক্ত বালা দত্ত, ৫) বিশ্বজিৎ দত্ত, ৬) প্রদীপ কুমার দত্ত, ৭) বিষ্ণু দত্ত, ৮) অন্নপূর্ণা লাহা, ৯) কাকুলী দে, ১০) রুক্মিনী দে, ১১) কৃষ্ণা দাস এর নিকট হইতে বেথুয়াডহরী রেজিষ্ট্রি অফিসে গত ইং- ২৩.০৭.২০১৮ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত বুক - IV–0078 নং আমমোক্তারনামার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া অসীম কুমার নন্দন, পিতা- শান্তিকুমার নন্দন সাং- পশ্চিম জগদানন্দপুর, পোঃ- বেথুয়াডহরী, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া আমার মক্কেল শ্রীদেবী মাঝি স্বামী ভোলা মাঝি সাং ও পোঃ- সোনাডাঙ্গা, থানা- নাকাশীপাড়া, জেলা-নদীয়াকে বেথুয়াডহরী রেজিষ্ট্রি অফিসে গত ইং- ০৪.১২.২০১৮ তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭৫৪৩/১৮ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নাকাশীপাড়া ব্লকের অন্তর্গত ২৩ নং সোনাডাঙ্গা মৌজায় ১৪৭ নং কৃষি খতিয়ানে ৪৩৫ নং দাগে শ্রেণী- আমন ২৬ শতকের মধ্যে ১৮ শতক জমি বিক্রয় করেন। আমার মক্কেল শ্রীদেবী মাঝি উক্ত জমিটি নিজ নামে স্থানীয় নাকাশীপাড়া B. L. & L.R.O. খুব শীঘ্রই রেকর্ড করিবেন। এ বিষয়ে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে স্থানীয় B. L. & L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

দীপঙ্কর দত্ত
এ্যাডভোকেট
মোঃ- ৯০৯৩০৩০৩০১

NOTICE

This is to inform that, my client **ANJUMAN NNESHA BIBI,** W/o Late Hazi Sakawat Ali Khan, residing at Panchberia, P.O.- Inda, P.S.- KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, executed General Power of Attorney in respect of 01.42 Dec. property, vide Deed No IV-179/13 at Kharagpur A.D. S.R on 13/11/2013 in favour of **Mazid Ali Khan**, S/o Late Md. Ohid Ali Khan, R/o- Panchberia, P.O-Inda, P.S-KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, in respect of 01.42 Dec. property, R.S. Plot No. 250, Khatian No. 218/01(R.S.), J.L. No.212, Mouza- Rupnarayanpur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out approx 01.42 Dec. area of the said property to **Jakir Hossian** S/o Late **Atiyar Hossian**, resident of Panchberia, P.O. Inda, P.S. KGP (T), Dist- Paschim Medinipur, WB-721305, through the Deed No. I-5944/2015 of Kharagpur A.D.S.R. on 20/11/2015. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

NOTICE

This is to inform that my client 1). **Pushpalata Rath** W/o Late Kalikinkar Rath, 2). Krishna **Gopal Rath** S/o Late Kalikinkar Rath, 3). **Menaka Mukherjee** W/o Shyamal Mukherjee executed General Power of Attorney in respect of 22 Dec. Property, vide Deed No I-3696 at Medinipur D.S.R-1 on 27/06/2023 in favour of Sk. Ajad Ali S/o Sk. Makbul in respect of 22 Dec. R.S. & LR Plot No. : 333, Khatian No. 24 (L.R.) J.L. No.214, Mouza- Mohanpur, P.S. KGP (L), Dist- Paschim Medinipur.

Then said attorney are sold out LR. Plot No.- 333 approx 22 Dec. of the said property to **Surya Narayan Ghosh** S/o Late **Bibhhuti Bhusan Ghosh**, resident of Vill: Safiabad, P.O.- Matkatpur, P.S: KGP (L), Dist- Paschim Medinipur, WB-721301, through the Deed No. I-3291/24 of Medinipur D.S.R.-1 on 18/04/2024. That, if any person have any objection, then he/she may communicate with me within 30 days after publication otherwise his/her claim shall not be entitled as per law.

BRAJADULAL ADHIKARI
Advocate, Enro : F/683/1144/2014
KGP SDO Court, Paschim Medinipur

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স আরিয়ান ধ্রুত প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে প্রতিনিধি শ্রী কনক মজুমদার, পিতা মধুসূদন মজুমদার বর্তমানে পরচা মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার দলিল নম্বর ৫৮৭০/২০২৪, মৌজা চাতরা, জে. এল. নং ১০, যাহার আর. এস. দাগ ১৪৩৪, এল. আর. দাগ ৬৩৭, জমির পরিমান .০০৩ সহস্রাংশ দলিলের বিক্রেতাগনের পক্ষে আমমোক্তার যাহা ১৬২১/২০২৪ শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সুধীর রায় পিতা ঈশ্বর মন্টু রায় সাং চাতরা, শ্রীরামপুর হুগলী দরখাস্তকারীকে রেজিস্ট্রী করিয়াছে, যাহা বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে, মেমো নং ১০০০/১(৬)- ১৫/২০২৪ অনুযায়ী।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Courts
Enrl. No.- F-1643/1636/1999

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স আরিয়ান ধ্রুত প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে প্রতিনিধি শ্রী কনক মজুমদার, পিতা- মধুসূদন মজুমদার বর্তমানে পরচা মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার দলিল নম্বর ৫৮৬৯/২০২৪ ও ৫৮৭২/২০২৪, মৌজা চাতরা, জে. এল. নং ১০, যাহার আর. এস. দাগ ১৪৭৯, এল. আর. দাগ. ৬৫০, জমির পরিমান .০৫৬ সহস্রাংশ দলিলের বিক্রেতাগনের পক্ষে আমমোক্তার যাহা ১৬২১/২০২৪ শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সুধীর রায় পিতা ঈশ্বর মন্টু রায় সাং চাতরা, শ্রীরামপুর হুগলী দরখাস্তকারীকে রেজিস্ট্রী করিয়াছে, যাহা বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে, মেমো নং ১০০০/১(৬)- ১৫/২০২৪ অনুযায়ী।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Courts
Enrl. No.- F-1643/1636/1999

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স আরিয়ান ধ্রুত প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে প্রতিনিধি শ্রী কনক মজুমদার, পিতা মধুসূদন মজুমদার বর্তমানে পরচা মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার দলিল নম্বর ৫৭৬৯/২০২৪ ও ৫৭৭০/২০২৪, মৌজা চাতরা, জে. এল. নং ১০, যাহার আর. এস. দাগ ৬৮০, এল. আর. দাগ ৭৩০, জমির পরিমান .০৬৩ সহস্রাংশ দলিলের বিক্রেতাগনের পক্ষে আমমোক্তার যাহা ১৬২১/২০২৪ শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সুধীর রায় পিতা ঈশ্বর মন্টু রায় সাং চাতরা, শ্রীরামপুর হুগলী দরখাস্তকারীকে রেজিস্ট্রী করিয়াছে, যাহা বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে, মেমো নং ১০০০/১(৬)-১৫/২০২৪ অনুযায়ী।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Courts
Enrl. No.- F-1643/1636/1999

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স আরিয়ান ধ্রুত প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে প্রতিনিধি শ্রী কনক মজুমদার, পিতা মধুসূদন মজুমদার বর্তমানে পরচা মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার দলিল নম্বর ৫৮৭৩/২০২৪, মৌজা চাতরা, জে. এল. নং ১০, যাহার আর. এস. দাগ ১৪৭৮, এল. আর. দাগ ৬৫০/২১৩৯, জমির পরিমান .০৩০ সহস্রাংশ দলিলের বিক্রেতাগনের পক্ষে আমমোক্তার যাহা ১৬২১/২০২৪ শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সুধীর রায় পিতা ঈশ্বর মন্টু রায় সাং চাতরা, শ্রীরামপুর হুগলী দরখাস্তকারীকে রেজিস্ট্রী করিয়াছে, যাহা বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে, মেমো নং ১০০০/১(৬) - ১৫/২০২৪ অনুযায়ী।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Courts
Enrl. No.- F-1643/1636/1999

NOTICE

In The Court of District Delegate, Kharagpur, Paschim Medinipur.
Succession Certificate Case No-21/2023
Harjeet Kaur & another ...Petitioners

NOTICE is hereby given to the General Public that The Petitioners have filed the above noted case for obtaining succession Certificate in respect of the debts amounting to **Rs. 2,80,000/- + bonus** vide **policy No-498756992 of L.I.C.I, Kharagpur**, of late **Hardayal Singh** of Bhagwanpur PS- Kharagpur (Town). If anybody has any objection in this regard, he/she may file the same within 30 days from the date of Publication, failing which the case will proceed according to law.

By order
Madan Mishra (Sheristadar)
District Delegate, Kharagpur Sub-Division Court, Paschim Medinipur
27/01/2025

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

পাবলিক নোটিশ

এই মর্মে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেল প্রথম ডিলমার্ক প্রাইভেট লিমিটেড, ২, ভূবন মোহন রায় রোড, কলকাতা ৭০০০০৮, তিনি বিবিটিএ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড থেকে আনুমানিক ২৭ শতক জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালক শ্রী পার্থ দস্তিদার ঘোষ প্রতিনিধিত্ব করেন, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ১৮/৪৪, বালিগঞ্জ প্লেস, ইস্ট, পোস্ট অফিস বালিগঞ্জ, থানা-গড়িয়াহাট, কলকাতা ৭০০০১৯। জমিটি ২০২৪ সালের দলিল নং ১৫২৯৯ অনুযায়ী ক্রয় করা হয়েছে, যা ২৪/১২/২০২৪ তারিখে এ.আর.এ-II, কলকাতা-তে নিবন্ধিত হয়েছে।

উক্ত বিবিটিএ কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করেছে:

১. ১০ শতক জমি অঞ্জনা দে বর্মণ থেকে ২০২৩ সালের দলিল নং ০৯২৪৬ দ্বারা ক্রয় করেছেন, যা ০৬/০৭/২০২৩ তারিখে এ.আর.এ-II, কলকাতা-তে নিবন্ধিত হয়েছে, যা নুর নবী মোল্লা-এর মাধ্যমে, ২০১০ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৪৯৬, বই নং IV, CD ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা ৪৭৭৫ থেকে ৪৭৮১, এ.ডি.এস.আর-জনাই এ নিবন্ধিত অনুযায়ী, যা অঞ্জনা দে বর্মণ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত জমির আর.এস দাগ নং ৩৫৭, সংশ্লিষ্ট এল.আর দাগ নং ৩৫৭, এলআর খতিয়ান নং ৩১২৮।

২. ৪ শতক জমি বিমল চন্দ্র শাহ থেকে ২০২৩ সালের দলিল নং ০৯২২৫ দ্বারা ক্রয় করেছেন, যা ০৬/০৭/২০২৩ তারিখে এ.আর.এ-II, কলকাতা-তে নিবন্ধিত হয়েছে, যা নুর নবী মোল্লা-এর মাধ্যমে, ২০১১ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৭১৯, বই নং IV, CD ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা ৮৬৪৫ থেকে ৮৬৫১, এ.আর.এ-III, কলকাতা এ নিবন্ধিত অনুযায়ী, যা বিমল চন্দ্র শাহ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত জমির আর.এস দাগ নং ৩৫৭, সংশ্লিষ্ট এল.আর দাগ নং ৩৫৭, এল.আর খতিয়ান নং ৩১০৮।

৩. ১৩ শতক জমি বিমল চন্দ্র শাহ থেকে ২০২৩ সালের দলিল নং ১১৬৬৭ দ্বারা ক্রয় করেছে, যা ০৬/০৭/২০২৩ তারিখে এ.আর.এ-II, কলকাতা-তে নিবন্ধিত হয়েছে, যা নুর নবী মোল্লা-এর মাধ্যমে, ২০১১ সালের আমমোক্তার নামা পত্র নং ০০৭১৯, বই নং IV, CD ভলিউম নং ১, পৃষ্ঠা ৮৬৪৫ থেকে ৮৬৫১, এ.আর.এ-III, কলকাতা এ নিবন্ধিত অনুযায়ী, যা বিমল চন্দ্র শাহ দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে। উক্ত জমির আর.এস দাগ নং ৩৫৭, সংশ্লিষ্ট এল.আর দাগ নং ৩৫৭, এল.আর খতিয়ান নং ৩১০৮।

এটি আমার প্রকৃত এবং ন্যায়সঙ্গত দাবি, এবং আমি ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা-র কাছে বিনীত অনুরোধ করছি যে, মেমো নং ১০০০-১এস/২২/২০২৪ অনুযায়ী তাদের মিউটেশন আবেদন অনুমোদন করার জন্য সদয় দৃষ্টি দিন। কারো কোনো দাবি বা আপত্তি থাকলে 30 দিনের মধ্যে B.L&L.R.O. শ্রীরামপুরে রিপোর্ট করতে হবে।

গণেশ মান্না (অ্যাডভোকেট)
10, K.S. Roy Road, 1st Floor, Room No.5
Kolkata-700001, Mobile : 9830373048

NOTICE

IN THE COURT OF THE DISTRICT DELEGATE, KHARAGPUR
PROBATE CASE NO. 11 OF 2024
Sri Debarshee Nanda...Petitioner

This is for the information of all concerned that **Sri Debarshee Nanda**, S/o Late Deb Kumar Nanda, of Hijli Co-operative Society, P.O.- Hijli, P.S.- Kharagpur (T), Dist. – Paschim Medinipur has filed **Probate Case No. 11/2024** before the Court of the District Delegate, Kharagpur for **grant of probate of the Will** of deceased **Deb Kumar Nanda**, S/o Late Haresh Nath Nanda, Of Hijli Co-operative Society, P.O. Hijli, P.S. - Kharagpur (T), Dist.- Paschim Medinipur. The next date of hearing of the case has been fixed on.05.03.2025. If anybody has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

SCHEDULE

The house property in Mouza - Sonamukhi, J.L. No. 188, R.S. Khatian No. 759, Dag No. 219, Samity Dag No. 163, P.S. - Kharagpur (T), District - Paschim Midnapore, measuring 10 Dec. Physically 8.91 Dec. with Double storied house within Kharagpur Municipality. Deed No. 3634 Dt.- 02.06.2005

By order
Madan Mishra (Sheristadar)
District Delegate, Kharagpur Sub-Division Court, Paschim Medinipur
16/01/2025

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৩১ জানুয়ারি, ২০২৫ ১৭ মাঘ ১৪৩১ শুক্রবার

গুণমান পরীক্ষায় ফেল করল ফার্মা ইমপেক্স স্যালাইন

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুণমান পরীক্ষায় ফেল করল ফার্মা ইমপেক্স। যার জেরে এই স্যালাইনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল স্বাস্থ্য দপ্তর। এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন স্বাস্থ্য আধিকারিকরা। কারণ, যে কোনও রোগীর ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন স্যালাইনের। পরপর দুটি কোম্পানির স্যালাইন নিষিদ্ধ হওয়ায় পরিষেবা নিয়ে চিন্তায় স্বাস্থ্য দপ্তর। প্রসঙ্গত, স্যালাইন কাণ্ডের পরই 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল'-এর পরিবর্তে ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিল রাজ্য। সেই মতোই বারুইপুরের কারখানায় শুরু হয়েছিল উৎপাদন।

অন্যদিকে, মেদিনীপুর মেডিক্যালে প্রসূতি মৃত্যুতে অভিযোগ উঠেছিল যে, স্যালাইনের সমস্যার কারণেই এই ঘটনা। সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশও দেয় রাজ্য। সেই সময়ই 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল'-এর স্যালাইন নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। বিকল্প হিসেবে বারুইপুরের বেসরকারি সংস্থা ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইন রাজ্যের সমস্ত হাসপাতালে ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে সেই মতোই চলছিল স্যালাইন ব্যবহার। এরই মাঝে কেন্দ্র ও রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের আধিকারিকরা হানা দেন স্যালাইন উৎপাদন কারখানায়। গুণমান পরীক্ষা করার পর তাঁরা জানান, ফার্মা ইমপেক্সের স্যালাইনেও সমস্যা রয়েছে। ফলে এই সংস্থাকেও কালো তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এরপরই তড়িঘড়ি স্বাস্থ্য দপ্তরের জরুরি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। হাসপাতালগুলোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যাল' ও ফার্মা ইমপেক্স ছাড়া কোন সংস্থার কটি স্যালাইন রয়েছে। যে কোনও রোগী হাসপাতালে ভর্তি করলে প্রাথমিক চাহিদাই থাকে স্যালাইন। সেখানে একের পর এক সংস্থার স্যালাইন নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ায় সংকটের আশঙ্কায় এখন স্বাস্থ্য দপ্তর।

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রারকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পরামর্শ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পরামর্শ কলকাতা হাই কোর্টের। শুক্রবার বিকেল ৫টার মধ্যে ডেডলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে তাঁকে। যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তাহলে তাঁকে ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করতে হবে বলেই জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম।

২০১৯ সালে ১ নভেম্বর, রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীর মেয়াদ শেষ হয়েছে। অবসরের সময়সীমা পেরনোর পরেও নিজের পদে বহাল তিনি। অবসরের সময়সীমা পেরনোর পর স্বপদে বহাল থাকার জন্য সরকারের আগাম অনুমোদন প্রয়োজন হয়। তা-ও দেওয়া হয়নি। তা সত্ত্বেও অবসরের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর কীভাবে স্বপদে বহাল রয়েছেন মানসবাবু, সে প্রশ্ন করেন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মানসবাবুর রেজিস্ট্রার পদে আসীন থাকার কোনও অধিকার নেই।

সে কারণে তাঁকে শুক্রবার বিকেল ৫টার মধ্যে স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছেন প্রধান বিচারপতি। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলে নিয়োগের পরীক্ষা রয়েছে। তার আগে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির এই নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরম কটাক্ষ বিজেপি নেতা অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে চরম কটাক্ষ করতে দেখা গেল বিজেপি নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংকে। তিনি তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে বৃহস্পতিবার প্রথম শ্রেণির এক দৈনিক খবরের কাগজে প্রথম পাতায় বড় বড় বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করে জানান, রাজ্যের শাসকদলের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে 'স্বাস্থ্য কিংবা শিক্ষা, বাংলা মানেই ভরসা।' আর এই প্রসঙ্গেই বিজেপি নেতা জানান, 'এই দাবির পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের একসময়ের সেকেন্ড ইন কমান্ড, শিক্ষা ও শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী, বর্তমানে দুর্নীতি ও চাকরি বিক্রির অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার জেলবন্দি খোদ পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর কোনও আস্থা রাখছেন না। তিনি রাজ্যের প্রথম সারির মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি সরকারি হাসপাতাল এসএসকেএমের চিকিৎসায় ভরসা রাখতে না পেরে অন্য এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে তৃণমূলের কামারহাটির বিধায়ক ও একসময় তৃণমূলের ১১ মাস জেলবন্দি মন্ত্রী মদন মিত্র সিবিআই তলবে সাড়া না দিয়ে কথায় কথায় প্যানিক অ্যাটাকের নামে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের ভাইপো বর্তমান তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে সরকারের একমাত্র মাল্টি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি না হয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। তিনি নিজের চোখের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আস্থা না রেখে বার বার বিদেশ ছুটছেন। কখনও আমেরিকা আবার কখনও সিঙ্গাপুর ছুটেছেন।'

এরই পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেছেন, সম্প্রতি গুলেন বেরি সিন্ড্রোমে ব্যারাকপুর লোকসভার অন্তর্গত জগদ্দলের এক কিশোরের বি সি রায় শিশু হাসপাতালে মৃত্যুর কথাও। আর এখানেই বিজেপির প্রাক্তন সাংসদরে বক্তব্য, 'রাজ্যে সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের নামে বড় বড় বিল্ডিং তৈরি হলেও সেখানে না আছে ডাক্তার না আছে ভালো চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের স্যালাইনকান্ড, আরজি কর হাসপাতালে নির্মম হত্যার মত ঘটে চলা অসংখ্য ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কদর্য হাল জনগণের সামনে বার করে দিয়েছে।' আর এই সব প্রসঙ্গেই তিনি জানিয়েছেন এই হল তৃণমূলের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল।

পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রকে তৃণমূল পুরো দুর্নীতির আখড়া করে তুলেছে বলেও মনে করেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে বাচ্চাদের মুখের খাবার মিড-ডে মিল সর্ব ক্ষেত্রে তৃণমূল দুর্নীতির কালো থাবা বসিয়েছে।

রাজ্যের সব থানাকে কড়া নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েকদিনে একাধিক অপরাধের ঘটনা শিরোনামে এসেছে। মাঝপথে প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর ঘটনাও ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের সব থানাকে কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সব থানায় যাতে সিসিটিভি ঠিকভাবে কাজ করে, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম।

প্রসঙ্গত, বারুইপুর জেলে হেফাজতে থাকাকালীন চার বন্দির মৃত্যু হয়। ২০২৩ সালে সেই ঘটনায় সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই মামলায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মামলাকারী। তবে, সিআইডি রিপোর্ট দেখার পর সিবিআই তদন্তের আর্জি খারিজ করে দেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি।

গান্ধীঘাটে জাতির জনককে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধির ৭৮তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে প্রার্থনা সভায় অংশ নেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রার্থনা সভায় অংশ নেওয়ার পর তিনি গান্ধিজীর স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। রাজ্যপাল ছাড়াও এদিন গান্ধীঘাটে হাজির ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, মহকুমা শাসক সৌরভ বারিক, নগরপাল অলোক রাজোরিয়া প্রমুখ। এদিন রাজ্যপাল চরকায় সুতো কাটেন। তিনি শান্তিরও বার্তা দিলেন। গান্ধিজীর স্মৃতি বিজড়িত পানিহাটি আশ্রমেও তাঁর প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। পানিহাটি আশ্রমকে গান্ধিজীর 'দ্বিতীয় বাড়ি' বলা হয়। ইতিহাস বলছে, ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে এই আশ্রমে ৫০ দিন কাটান গান্ধি। তখন আশ্রমে প্রতিদিন সকাল, সন্ধে প্রার্থনা সভা হত। ১৯৪৭ সালের ৯ আগস্ট শেষবারের মতো পানিহাটি আশ্রমে গান্ধি এসেছিলেন।

মাগুড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজিঃ নং - ১২ তারিখ- ০৬/০১/২০০৫
গ্রাম- মাগুড়া, পোঃ- রুকুনপুর, থানা- হরিহরপাড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাগুড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ণ সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য/সদস্যাকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ১১.০৩.২০২৫ তারিখ (মঙ্গলবার) দুপুর ১২ ঘটিকায় সমিতির অফিস ঘরে অত্র সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য/সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘন্ট (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগণকে উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালক মন্ডলীর সদস্য সংখ্যা-৯ (নয়) জন
(অসংরক্ষিত ,৬জন, সংরক্ষিত মহিলা ২ জন, তপশিলী জাতি/ উপজাতি ১ জন, ও স্বনির্ভরগোষ্ঠী-০১)

নির্বাচনী নির্ঘন্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৭/০১/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
২.	খসড়া নির্বাচক তালিকায় আপত্তি গ্রহণ	২৭/০১/২০২৫ ও ০৭/০২/২০২৫	১২ঃ০০- ০৩ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
৩.	গ্রহীত আপত্তিকর প্রমানাদি সাপেক্ষে নিষ্পত্তি করণ	১০/০২/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১২/০২/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
৫.	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিতরণ	১৮/০২/২০২৫ ও ১৯/০২/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O./ HDE)
৬.	প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়ন পত্র দাখিল	১৮/০২/২০২৫ ও ১৯/০২/২০২৫	১২ঃ০০- ০৩ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও তার অব্যহিত পরে বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	২০/০২/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
৮.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	২৭/০২/২০২৫	০৩ঃ০০ পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
৯.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৭/০২/২০২৫	প্রত্যাহারের পরে	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
১০.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	২৭/০২/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
১১.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	১১/০৩/২০২৫	১২ঃ০০- ০৩ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)
১২.	ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গননা ও ফল প্রকাশ	১১/০৩/২০২৫	গননার পরে	সমিতির অফিস গৃহ	(A.R.O.)

বিঃদ্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র সমিতির পাশ বহি অথবা বিকল্প স্বচিত্র পরিচয় পত্র ভোট দান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
মাগুড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজিস্ট্রেশন নম্বর-৩০৫, তারিখ-২৯-০৫-১৯৪০
গ্রাম-সাহেবনগর, পোস্ট- সাহেবনগর, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১৫৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা তেহট্ট- ২ নং ব্লকের (নদীয়া) অন্তর্গত **সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী **ইং ০২/০৩/২০২৫ তারিখে দুপুর ১১ ঘটিকায়** সমিতির অফিস গৃহে বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচিত হবে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
স্পেশাল অফিসার (সমবায় পরিদর্শক, তেহট্ট-২নং ব্লক),
সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

এতদ্বারা **সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**-এর সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে আগামী ইং ২৩/০২/২০২৫ তারিখে (রবিবার) নিম্নোক্ত নির্বাচনী নির্ঘন্ট অনুযায়ী সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর পরিচালক মন্ডলী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে মোট বারো জন (১২) পরিচালক নির্বাচিত হবে। তার মধ্যে এক(১)জন মহিলা ও একজন(১) তপশিলি জাতি/উপজাতি ও একজন(০১) অন্যান্য অনুন্নত শ্রেনীর জন্য সংরক্ষিত। এই উদ্যেশ্যে নিম্নলিখিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী **সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড** এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম থাকা সমস্ত সদস্য/সদস্যাদের (ভোটার) এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমিতির পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

ক্র.নং	বিষয়/বিবরণ	তারিখ	সময়	স্থান
১	মনোনয়নপত্র গ্রহণ	০৪.০২.২০২৫ ও ০৫.০২.২০২৫	বেলা ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	০৬.০২.২০২৫	বেলা ১২ থেকে	সমিতির অফিস
৩	বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	০৬.০২.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পরে	সমিতির অফিস
৪	মনোনয়নপত্র /প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	০৭.০২.২০২৫	বেলা ৩ টে পর্যন্ত	সমিতির অফিস
৫	চূড়ান্ত (বৈধ) প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৭.০২.২০২৫	বেলা ৩ টের পর	সমিতির অফিস
৬	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বণ্টন	১০.০২.২০২৫	দুপুর ১২টা	সমিতির অফিস
৭	প্রয়োজন অনুসারে ভোট গ্রহণ	০২.০৩.২০২৫	বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টো পর্যন্ত	সাহেবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৮	ভোট গণনা	০২.০৩.২০২৫	ভোট শেষ হওয়ার পর	সাহেবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়
৯	ফল ঘোষণা	০২.০৩.২০২৫	ভোট গণনা শেষ হওয়ার পর	সাহেবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়

বি:দ্র: সমস্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন ২০০৬ (ধারা ৩২) ও নিয়মাবলী-২০১১ অনুযায়ী ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুসারে পরিচালিত হবে। আরো বিশদে জানতে সমিতির কার্যালয়ে যে কোনো কাজের দিন বেলা ১১ টা থেকে বেলা ২ টোর মধ্যে যোগাযোগ করুন।উল্লেখ্য তপশিলি জাতি/উপজাতি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর প্রার্থীদের জন্য মহাকুমা শাসক প্রদত্ত শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। মনোনয়নপত্র সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায় (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার)
সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস চুঁচুড়া,
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট ও জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০৩
ফোন-(০৩৩)২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেইল: zochinsurah@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট- IV-A" [অনুবিধি রুল ৮(৬) দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ -এর রুল ৮(৬)/ রুল ৯(১) -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়-এর জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ ধার্যকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতীকী / বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে **"যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে"**, এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, আগামী **২১.০২.২০২৫ তারিখে, সকাল ১০:০০ টা থেকে বিকাল ৫:০০ টা পর্যন্ত** বকেয়া টাকা পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা-এর প্রাপ্য।

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত পাওনাদারের বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শ্রী সুদর্শন বোস (ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী সুশীল চন্দ্র বসু, ৩৮/৯১খাগড়াজোল রোড, পোস্ট ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, ৭১২১০১, পঃবঃ এবং **শ্রীমতী কল্পনা বোস (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী সুদর্শন বোস, ৩৮/৯১খাগড়াজোল রোড, পোস্ট ও থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, ৭১২১০১, পঃবঃ শাখা: **চুঁচুড়া-১**	আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার নং এ/ডি/২ কার্পেট এরিয়ার পরিমাপ ৬৫৩ বর্গফুট ও সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫২ বর্গফুট আলোকপুরী (ফেজ-১) নামক ভবনের দ্বিতীয় ফ্লোরে, মৌজা- চুঁচুড়া, জেএল নং ২০, এলআর খতিয়ান নং ১৪২০৪,১৪২০৫, ১৪১০৫, ১৪১০৬, এলআর দাগ নং ৭১৪১,৭১২৫,৭১২৬ হুগলি চুঁচুড়া পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত, যার হোল্ডিং নং ২৪১/২১২, ৩৯৪/২৩৯ এবং ৩৯৫/২৩৯, কামারপাড়া, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা - চুঁচুড়া, জেলা- হুগলি দলিল নং ৩৮২৮ সাল-২০২১ তারিখ- ২৩.০৪.২০২১, বই নং ১, খণ্ড নং ০৬০১, পৃষ্ঠা ১৩২৭৯৮ থেকে ১৩২৮৩৪ পর্যন্ত সুদর্শন বসু এবং কল্পনা বসু এর নামে আছে।	**২৩,১২,৬৮৪.০০ টাকা** (তেইশ লক্ষ বারো হাজার ছয়শত আটচল্লিশ টাকা মাত্র) (উপরের অ্যাকাউন্টে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুদ অন্তর্ভুক্ত) **৩১.০১.২০২৫** অনুযায়ী, তদুপরি **০১.০২.২০২৫** থেকে অতিরিক্ত সুদ, চার্জ এবং খরচ।	**ক) ২৪,০০,০০০/- টাকা** (চব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **খ) ২,৪০,০০০/- টাকা** (দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ২০,০০০/- টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB6743010158 ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা চ) বাস্তবিক

কিউআর কোড

ব্যাঙ্ক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	নথি (বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির প্রতিচ্ছবি)	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ৮২৯১২ ২০২২০ নম্বরে ফোন করুন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে ebkray@psballiance.com -এ ইমেল করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ সঙ্গে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাশ, অনুমোদিত অফিসার (মোঃ ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ২. বিশ্বজিৎ কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মোঃ ৯০৯৩৩৮৫৯৯১)

দ্রষ্টব্য- এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) - এরও প্রতি

তারিখ: **৩১.০১.২০২৫**, স্থান: **ব্যান্ডেল** — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে"**, এবং **"যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ১৭.০২.২০২৫ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিম্নে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) শ্রী দীপায়ন বিশ্বাস (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** পিতা শ্রী শেখর বিশ্বাস, ১২/২, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭০০১৩৭। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থতল, গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট, ২৯/৮৭/১, ২, ৩, ৪ স্টেনা রোড, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৭। **খ) বড়িশা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, উজ্জ্বল টাইলস মেঝে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক কমবেশি ৬৯৬ বর্গফুট চতুর্থতলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারতলা ভবনে গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট নামে, এক বেড রুম, এক ডাইনিং, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১, ২, ৩, ৪ স্টেনা রোড, থানা মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত মৌজা : শ্যামপুর, জেএল নং ৪৬, আরএস দাগ নং ৮১০ এবং ৮১১, এলআর দাগ নং ১০১৪ এবং ১০১৫,আরএস খতিয়ান নং ০২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫০, ১২৭৭, ৭৫৯, ১০১১, ৫২৯, ১১৮১, হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১, ২, ৩, ৪ স্টেনা রোড, থানা মহেশতলা, এডিএসআর অফিস বেহালা,মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রয়াত সুকুমার বোস এবং অন্যান্যর পুকুর ; দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া সরকার পাড়া রোড; পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া শ্যামপুকুর স্টেনা রোড; পশ্চিমে : শ্রীমতি পূবরী সরকারের ভবন।	**৯,৩২,২৫৬.০০ টাকা (নয় লাখ বত্রিশ হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা) ২৪.০৬.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৮,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (আট লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) **খ) ৮৫,০০০.০০ টাকা** (পঁচাশি হাজার টাকা) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তার পূর্বে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50502982369** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) স্বত্ব দখলীকৃত**
২	**ক) শ্রী নির্ঝর গাঙ্গুলি (ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী),** **শ্রীমতি চায়না গাঙ্গুলি (সহ ঋণগ্রহীতা/প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলি বন্ধকদাতার আইনি উত্তরাধিকারী)** **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট, এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, পো : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০১০৪। **খ) বড়িশা শাখা।**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট পরিমাণ ৭৮৯ বর্গফুট, ফ্ল্যাট নং ১এ, একতলা (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), দ্য নেস্ট অ্যাপার্টমেন্ট এ-৭/২১, ডায়মন্ড পার্ক, জেএল নং ২২, মৌজা : কালুয়া, আরএস নং ৩৩৬, আরএস দাগ নং ৫৯, আরএস খতিয়ান নং ৪৪৬, পো : জোকা, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০১০৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **প্রয়াত শেখর গাঙ্গুলির নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : সৌগত রায়ের ভবন ; দক্ষিণে : খালি জমি ; পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : খালি জমি।	**১৭,১৪,৭৩৫.০০ টাকা (সতের লাখ চোদ্দ হাজার সাতশ পঁয়ত্রিশ টাকা) ৩০.০৪.২০১৯** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৮,৪১,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠারো লাখ একচল্লিশ হাজার টাকা) **খ) ১,৮৪,১০০.০০ টাকা** (এক লাখ চুরাশি হাজার একশ টাকা) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তার পূর্বে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50160754474** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**
৩	**ক) শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** ফ্ল্যাট নং সি৩, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, থানা : হরিদেবপুর, কলকাতা : ৭০০০৬৩, পশ্চিমবঙ্গ। **খ) বড়িশা শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং সি-৩, (দক্ষিণ পূর্ব দিকে), ৪র্থতলে, পরিমাণ ৮৪০ বর্গফুট কমবেশি ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ, দুই বেড রুম, এক কিচেন ততা ডাইনিং, দুই বাথরুম, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির স্বার্থ ও যথাযথ অংশ জমি সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১-১৬০৭০৪৩৭৪, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৭-২০১৬,পৃষ্ঠা ১৩৯০২২ থেকে ১৩৯০৬০, দলিল নং ১৬০৭০৪৩৭৪-২০১৬ সালের এডিএসআরও -বেহালা, জমির বিস্তারিত : জমির পরিমাণ ০৬ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : পূর্ব বড়িশা, জেএল নং ২৩, আরএস নং ৪৩, তৌজি নং ১-৬, ৮-১০, ১২-১৬, খতিয়ান নং ২০৮৪, দাগ নং ৩১১২/৩১৯৪, পরগনা : খ াসপুর, প্রেমিসেস নং ২৯২২, বিদ্যাসাগর সরণি, ওয়ার্ড নং ১২৪, পো : ঠাকুরপুকুর, থানা : হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **শ্রী রাজু মজুমদার এবং শ্রীমতি তৃপ্তি মজুমদার এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে :১৮ ফুট কে এম সি সড়ক ; দক্ষিণে : জমি দাগ নং ৩১/৩১৯৪; পূর্বে : তাপস কুমার ঘোষের জমি ; পশ্চিমে : বকুল চক্রবর্তীর জমি।	**১২,৭২,২৯০.১০ টাকা (বারো লাখ বাহাত্তর হাজার দুশো নব্বই টাকা এবং দশ পয়সা) ১৭.০১.২০২০** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৮,০৫,০০০.০০ টাকা (*)** (আঠারো লাখ পাঁচ হাজার টাকা) **খ) ১,৮০,৫০০.০০ টাকা** (এক লাখ আশি হাজার পাঁচশ টাকা) পোর্টালে ই-নিলামের তারিখ এবং সময় তার পূর্বে জমা করতে হবে **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ) IDIB50296601251** **ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই** **চ) প্রতীকী দখলীকৃত**

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৭.০২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)**এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ- ৩১.০১.২০২৫/স্থান- কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সম্পাদকীয়

শুধুমাত্র বাইরে থেকে তার ঝাঁ-চকচকে রূপ দেখে মুগ্ধ হলেই হবে না

রাজ্য জুড়ে বহুতল নির্মাণ শিল্পে প্রতিনিয়ত অরাজকতা হয়ে চলেছে। সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে মধ্যবিত্ত আগাছার মতো গজিয়ে ওঠা ফ্ল্যাটগুলো কিনছেন, রেজিস্ট্রেশন করে পুরসভার থেকে মিউটেশনও করছেন, বিদ্যুৎ লাইন নিচ্ছেন, পুরসভার থেকে জলের লাইনও পাচ্ছেন; সবই বৈধ ভাবে। তার পর যখন বহুতলটি হেলে পড়ছে বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভেঙেও পড়ছে, তখন প্রশাসন উল্টে ফ্ল্যাট মালিকদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করছে তাঁরা কেন বেআইনি বাড়ি কিনেছেন? এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে? আমরা সকলেই জানি, পশ্চিমবঙ্গ পুরসভা আইনে একটি বহুতল কী ভাবে তৈরি করতে হবে। সামনে কত ফুট চওড়া রাস্তা আছে তার উপর ভিত্তি করে একটি বহুতল কত তলা পর্যন্ত তৈরি করা যাবে সেই নির্দেশিকা দেওয়া আছে। পুরসভার বহুতল তৈরির ক্ষেত্রে ৫১ দফা গাইড লাইন রাজ্যের সমস্ত পুরসভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তা সত্ত্বেও কী করে এই ধরনের কাজ হতে পারে তা বোধগম্য হয় না, এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত। শোনা যাচ্ছে খাস কলকাতা শহরেই নাকি অসংখ্য বহুতল এক দিকে হেলে আছে, আমরা আরও মর্মান্তিক দৃশ্য দেখার জন্য কি অপেক্ষা করে আছি? আগামী দিনে ফ্ল্যাট কেনার আগে মানুষকে বহুতলটির বিষয়ে বিভিন্ন সূত্র মারফত ভাল ভাবে খোঁজখবর নিয়ে তার পর নিজের জীবনের পুঞ্জীভূত সঞ্চয় দিয়ে ফ্ল্যাটটি কিনতে হবে বলে মনে হচ্ছে। শুধুমাত্র বাইরে থেকে তার ঝাঁ-চকচকে রূপ দেখে মুগ্ধ হলেই হবে না। বিভিন্ন ওয়র্ডে ছোট ছোট জমির উপর এবং অপরিসর রাস্তার পাশে আনকোরা সব প্রোমোটার দ্বারা তৈরি বহুতল সম্বন্ধে মানুষকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে কাজে নামতে হবে। পুরসভাগুলির বিভিন্ন ওয়র্ডে, এমনকি কলোনি অঞ্চলেও স্বল্প পরিসর রাস্তার পাশে, যেখানে বহুতলে আগুন লাগলে বা কোনও বিপর্যয় হলে দমকল ঢোকার মতো রাস্তাই নেই, সেই সব অঞ্চলেও ব্যাঙের ছাতার মতো চার তলা, পাঁচ তলা, এমনকি সাত তলা পর্যন্ত বহুতল তৈরি হতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! প্রতিবাদের স্বর তোলা আশু প্রয়োজন।

শব্দবাণ-১৭৭

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. বোকা লোক ৪. সমিতি, পরিষদ ৫. জঙ্গি ৭. দণ্ড দেওয়া ৯. তীক্ষ্মাগ্র ১১.নট, চিত্রকর।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ময়ূর ২. বোঝাই করা ৩. পাট ৬. অন্যায় ৮. মর্ত্যধাম, পৃথিবী ১০. ঘোড়া।

সমাধান: শব্দবাণ-১৭৬

পাশাপাশি: ১.আরক্তচক্ষু ৩. অকাজ ৫. কর্দম ৭. পরিখা ৮. দহন ১০. তরলীকৃত ।

উপর-নীচ: ১. আটকা ২. চমকপ্রদ ৩. অরূপ ৪. জলখাবার ৬. মহান ৯. হরিত।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রীতি জিন্টা

১৯৭১ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দেবশ্রী চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৭৫ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রীতি জিন্টার জন্মদিন।
১৯৮৭ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋতুরাজ গায়কোয়ারের জন্মদিন।

‘ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়’

সঞ্জয়কে ফাঁসিতে লটকাতে শাসকের কেন এত ব্যস্ততা!

এস এ নবি

‘সরকারি হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক খুনের পরে, আত্মহত্যা বলে প্রচার ও মা-বাবাকে সেরকমই জানানো, কলেজ অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসাবাদ না করেই অন্যত্র প্রাইজ পোস্টিং দিয়ে আড়াল করা, প্রশাসনের তরফে রাতারাতি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধের সমস্ত ধরণের তথ্যপ্রমাণ লোপাট, মা-বাবাকে দেহ দেখতে না দেওয়া, তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও রাতে ময়না-তদন্ত করা, তাঁদেরকে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে তাঁদের অমতেই গ্রিন করিডোর করে মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়ে আগে জমে থাকা দেহ টপকে সঙ্গে সঙ্গে দাহ করা হয়, পরিবারকে ধর্মীয় রীতি মেনে দেহ সৎকারের অধিকার বঞ্চিত করে। অন্য দিকে পুলিশকে গুলি করে জেল পালানো আসামি এনকাউন্টারে নিহত হলে তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিশ্বসন্ত্রাস লাদেনকে প্রশাসন খুনের পরে পরিবারকে না জানিয়েই দেহ সৎকার করে। আরজি কর কাণ্ডে-ও লাদেন-এর মতোই ঘটনা ঘটছে বলে প্রমাণ হচ্ছে একমাত্র ‘তথ্যপ্রমাণ’ জীবিত সঞ্জয়কে রাজ্য শাসকের দ্রুত ফাঁসিতে ঝুলানোর লাফালাফি দেখে’।

আরজি কর কাণ্ডে শিয়ালদহ কোর্টের রায়ে মূল অভিযুক্ত হিসেবে সঞ্জয় রায়ের যাবজ্জীবন সাজা হয়েছে। আদালত নির্যাতিতার মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্তে অনেক গাফিলতির উল্লেখ করেছে। আদালতের মতো সাধারণ মানুষেরও ধারণা, সঞ্জয় একা এ কাজ করতে পারেন না। অভিযোগ, ধর্ষণ-খুনের পরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে অপরাধের সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট করা করেছে রাজ্য প্রশাসনই। ফলে উচ্চ আদালতে আবার বিচার হলে একমাত্র সঞ্জয়-ই কিছু বলতে পারবে। তাই নির্যাতিতার মা-বাবা ও বিচার সম্পূর্ণ হওয়ার আগে পর্যন্ত সঞ্জয়কে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছেন। তাঁরা এখনই ফাঁসি না চাওয়ায় শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা নির্লজ্জ আক্রমণ শুরু করেছেন নির্যাতিতার মা-বাবার বিরুদ্ধে। নিহত চিকিৎসকের মা-বাবা টাকা চান কী না, নির্বাচনে দাঁড়াতে চান কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়ক মদন মিত্র। একই ধরণের নির্লজ্জ আক্রমণ করে গলা মিলিয়েছেন, কুনাল ঘোষ, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম প্রমুখ।

একই দিনে দুই রাজ্যে দুটি পৃথক খুনের মামলায় ভিন্ন রায় দিল দুই আদালত। তা নিয়েই রাজ্যে চাপান-উতোর এবং রায়ের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়া চলছে প্রধানত রাজ্য শাসকদলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে। প্রেমিক শ্যারন রাজকে খুনের অপরাধে দোষী তরুণী গ্রিসমাকে ফাঁসির সাজা দিল কেরলের দায়রা আদালত। আর কলকাতায় আরজি কর মেডিক্যালে কর্মরত চিকিৎসক অভয়ার খুনের অপরাধে আমরণ কারাবাসের রায় দিল এরাজ্যের আদালত। এক সংবাদ চ্যানেলে অভয়ার মা বলেছেন, ‘একটা কথা আমি বুঝে গেছি, সন্তান শুধু মেধাবী হলেই হয় না। তাকে শুধু লেখাপড়া শেখালেই হয় না। বাবা-মাকেও প্রভাবশালী হতে হয় ...’। আরজি কর-কাণ্ডে প্রশাসনের দুর্নীতি আড়াল করতে কীভাবে সাধারণ নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি করা হয়েছে তা একই দিনে রাজ্যের অন্য একটি ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে। উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর আদালত থেকে বাসে করে রায়গঞ্জ সংশোধনাগারে ফেরার সময়, ৩১ নং জাতীয় সড়কে বাস থামিয়ে, গুলি চালিয়ে দুই পুলিশ কর্মীকে গুরুতর জখম করে পালায় খুন ও ডাকাতির মামলায় বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক আলম। পুলিশ জানায়, কোর্ট লক-আপে বন্দির হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে দেয় অনুপ্রবেশ মামলায় জেলখাটা বাংলাদেশের নাগরিক আব্দুল হোসেন। ২ জনের সন্ধান পেতে ২লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষনা করে পুলিশ। সম্প্রতি পুলিশের এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে পুলিশকে গুলি করে পলাতক ওই বিচারাধীন বন্দি সাজ্জাক। সাজ্জাকের ময়না তদন্ত-পর্বে হাজির ছিলেন সাজ্জাকের প্রথম পক্ষের স্ত্রী আফরোজা খাতুন, ভাই খরতুজ আলম সহ অন্যান্য অনেক আত্মীয় স্বজন। নিহত সাজ্জাকের দেহ নিতে প্রথমে অস্বীকার করলেন তার আত্মীয়রা। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার মহম্মদ সানা আখতার বলেন, পরিবার প্রথমে দেহ নিতে না চাইলেও, পরে বুঝিয়ে দেহ দেওয়া হয়। অপরদিকে, আরজি কর মেডিক্যালে কর্মরত অবস্থায় মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের পরে তাঁর মা-বাবার অমতে এবং তাঁদের অনুপস্থিতিতেই ওই হাসপাতালেই ময়না তদন্ত করা হয়। পরে তাঁদেরকে হাসপাতালে বসিয়ে রেখে এবং না জানিয়েই পুলিশ ও প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে দেহ দাহ করে দেওয়া হল তড়িৎ গতিতে। খুন হয়ে যাওয়া কন্যার দেহ তাঁদের দেখতেও দেওয়া হল না। ধর্মীয়-রীতি মেনে দেহ সৎকারের সাংবিধানিক অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হল, যে অধিকার (ময়না-তদন্তে আত্মীয়দের উপস্থিত থাকা এবং ধর্মীয় রীতি মেনে দেহ সৎকার করা) একজন এনকাউন্টারে নিহত খুনি-আসামির পরিবারকে পর্যন্ত দেওয়া হল, একপ্রকার ‘জোর করে’ই। প্রসঙ্গত, বিশ্বসন্ত্রাস লাদেনকে ‘রাতের অন্ধকার’-এ খুন করে পরিবারকে অন্ধকারে রেখে তাঁর দেহ ‘সৎকার’ করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে । আরজি কর মেডিক্যালে চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনের সঙ্গে লাদেন-খুনের পরবর্তী ঘটনার কী অদ্ভুত সমাপতন! আরজি কর মেডিক্যালে ধর্ষণ-খুনের মামলায় অপরাধীর ফাঁসি না হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হওয়ায়, পাছে কালের নিয়মে আরও কিছু তথ্যপ্রমাণ বেরিয়ে পড়ে এই আতঙ্কেই কী দিকে দিকে প্রশাসনিক ‘মায়াকান্না’ শুরু হয়ে গেছে! তাই কী ফাঁসির দাবিতে, বিনা অধিকারেই উচ্চ আদালতে রাতারাতি হাজির হয়েছে রাজ্য সরকার, এমন দাবিও উঠেছে বিভিন্ন মহলে। অভয়ার মা-ও বলেছেন, খুনের পরে সব তথ্য প্রমাণ লোপাটের পরে এখন অবশিষ্ট থাকা একমাত্র ‘প্রমাণ’ও (জীবিত সঞ্জয়) তড়িঘড়ি ফাঁসি দিয়ে লোপাট করতে চাইছে রাজ্য সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীই। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগও দাবি করেছেন। বিপরীতে, কামদুনি-কাণ্ডে নিম্নআদালত অপরাধীর ফাঁসির নির্দেশ দিলে, ‘ফাঁসি বিরোধী’ এই সরকার ‘নানা-কায়দায়’ তার বিরোধিতা করে উচ্চ আদালতে ‘গিয়ে’ ফাঁসি রদ করে, এমন অভিযোগও আছে।

পুলিশের এনকাউন্টারে নিহতের দেহ ময়নাতদন্তের সময়ে তার পরিবার হাজির থাকার এবং দেহ সৎকারের অধিকার পেলেও, লাদেন-খুনের মতোই কর্মরত চিকিৎসকের মা-বাবা তা পেলেন না প্রশাসনিক তৎপরতায়। প্রসঙ্গত, আইআইটি খড়গপুরে সম্প্রতি এক পড়ুয়া আত্মহত্যা করেন বলে ‘তদন্তে’ বলা হয়েছিল। পরে পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে দেহ কবর থেকে তুলে পুনরায় বিশেষজ্ঞদের দিয়ে দেহ ময়না-তদন্ত করলে প্রমাণ হয়, ছাত্রটিকে খুন করা হয়েছে। পরিবারের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে, তাঁদের অন্ধকারে রেখেই আরজি কর কাণ্ডে খুন হওয়া চিকিৎসককে প্রশাসনের তরফে দ্রুত দাহ করে দেওয়ায় প্রমাণ হচ্ছে, প্রশাসনের ‘মাথা’রাই খুনের সঙ্গে জড়িত। অভয়ার ধর্ষণ-খুনের মূল কারিগরদের সনাক্তকরণের তথ্য তাহলে কী এখনো জীবিত অপরাধী সঞ্জয়ের মধ্যেও অবশিষ্ট আছে? শাসকদল, সরকার, স্বাস্থ্য দপ্তর সহ সকলের তৎপরতায় সঞ্জয়কে দ্রুত ফাঁসিতে ঝুলানোর অপচেষ্টায় প্রমাণ হচ্ছে, ‘ডাল মেঁ কুছ কালা হ্যায়’।

মতামত : লেখকের নিজস্ব
লেখক: প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক ও নিবন্ধকার

বাজেটে ভারতবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করবে মোদি সবকা সাথ সবকা বিকাশের মাধ্যমে

প্রদীপ মারিক

সীতারামন ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী যিনি টানা আটটি বাজেট উপস্থাপন করবেন। বিগত ১১ বছরে যেখানে কাজ শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে আরো এগিয়ে যাবে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। দেশ বাসীর প্রত্যাশা আগামী বাজেটে হবে সর্বস্তরের মানুষের প্রতি লক্ষ্য রেখে। কারণ মোদির সঙ্গে ভারতবাসীর স্লোগান ই যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। শুধু মুখের কথা নয় মোদি বিগত ১১ বছর দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি যা বলেন তাই তিনি ভারতবাসীর জন্য করে দেখান। বিগত বাজেটে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল প্রথমত, গবেষণার অর্থভাণ্ডার তৈরি করা। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির জন্য একটা ডিজিটাল প্লাটফর্ম গড়ে তোলা হবে ‘টেক-স্যাভি’র মাধ্যমে। যা যুব প্রজন্মের জন্য এক স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করবে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন এক লাখ কোটি টাকার যে অর্থ ভাণ্ডার তৈরি করা হবে, তাতে ৫০ বছরের জন্য সুদ দিতে হবে না। দীর্ঘকালীন মেয়াদের জন্য ঋণ নেওয়া যাবে। কোনও সুদ ছাড়াই নতুন করে আর্থিক সহায়তা করা হবে। যা বেসরকারি ক্ষেত্রকে গবেষণার দিকে ঝুঁকতে সাহায্য করবে। দেশের যুবকদের নতুন প্রযুক্তি সমন্ধে সম্যক জ্ঞান জন্মাবে। উচ্চমানের পরিষেবা দেওয়া হবে অল্প খরচে, উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বকে নতুন পথ দেখাবে ভারত। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী বলেছিলেন, জয় জওয়ান, জয় কিষাণ। অটল বিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান। অন্তর্বর্তী বাজেটে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারতিবাসীর সমোচ্চারিত কণ্ঠস্বর ‘জয় জওয়ান, জয় কিষাণ, জয় বিজ্ঞান এবং জয় অনুসন্ধান’। মোদি সরকারের ২০২৫ বাজেটে ভারতবাসীর সমোচ্চারিত কণ্ঠস্বর কি হয় সেটাই দেখার। শহর শহরতলী গ্রামের প্রত্যেক মানুষের বিকাশের লক্ষ্য তাদের উৎপাদন বিভিন্ন পণ্যের সঙ্গে ডিজাইনিং বিজ্ঞান যুক্ত করে স্টার্ট-আপের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার জন্য আরো বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত বাজেটে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান তৈরি হবে, অর্থনীতির ভাষায় যাকে সুইট স্পট বলা হয়ে থাকে। পূর্ণাঙ্গ বাজেটে ‘বিকশিত ভারতের’ লক্ষ্যে যুব সম্প্রদায়ের উপর জোর দেওয়া উচিত। প্রশিক্ষিত হচ্ছে যুব সম্প্রদায়কে। জাতীয় শিক্ষানীতির জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে সংস্কার এসেছে। স্কিল ইন্ডিয়ায় যুব সম্প্রদায়কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ভারতের বিকাশের জন্য চাই নারীশক্তির বিকাশ। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেবে নতুন বাজেট পরিকল্পনা। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে, এর মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য হল মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সহজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কোনো কিছু বন্ধক না রেখে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। এবার দেখার ১০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২০ লাখ করা হয় কি? সরকার এই ঋণের সুদও কম নেয়। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে, ব্যাঙ্কগুলির ([illegible]) মাধ্যমে ([illegible]) মহিলাদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার প্রচার করা হয়। এতে ১০ লাখ টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। মহিলা কেয়ার যোজনার ([illegible]) অধীনে মহিলাদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে নারকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নারীদের জন্য দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়ে মাসিক ভাতা দেওয়ার পরই প্রকল্পের জন্য ৭৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়। নারীদের তৈরি পণ্য ক্রয়ও বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিলারা ১.৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা বা যাদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম তাদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহিলাদের জন্য রয়েছে ‘মহিলা মন্মানপত্র’ ২ বছরের জন্য ২ লাখ টাকা রাখলে ৭.৫ শতাংশ সুদ পান মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি ‘লাখপতি দিদি’ লক্ষ মাত্রা তো রেখেই ছিল, এবার ৩ কোটি বোনকে লাখপতি দিদি বানানোর দিকে কতটা এগোয় কেন্দ্রীয় সরকার সেটাই দেখার। দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ও করতে পারে তার জন্যই ‘নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প’। দেশের ১৫ হাজার স্ব-সহায়ক দলকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ড্রোন দেওয়া হবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের। কৃষি কাজের সুবিধার জন্য তারা এই ড্রোন ভাড়ায় দিতে পারবেন কৃষকদের। এই পূর্ণাঙ্গ বাজেট ই বলে দেবে আগামী ৫ বছর নারীশক্তিই হবে দেশের ভিত্তি। মোদী সরকার, তিন তালাক রদ করেছে, সংসদ ও রাজ্যের বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। বাড়িতে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার প্রদান করা হয়েছে। মহিলা উদ্যোগপতিদের জন্য ৩০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে। ১০ বছরে উচ্চশিক্ষায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে ২৮ শতাংশ, এই শিক্ষার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে কর্মক্ষেত্রে। দেশের উন্নতির জন্য সেল্ফ হেল্প গ্রুপ প্রধান ভূমিকা গ্রহন করবে। কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের বিকাশের ধারা রাজ্য সরকার মারফত রাজ্য বাসীর মধ্যে সম ভাবে বণ্টিত হয় তার নজরদারি করবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপ। ভারতের বিকাশ মানে কৃষকদের বিকাশ। পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে দেশবাসী। ১১.৪ কোটি কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। পিএম ফসল বিমা পেয়েছেন ৪ কোটি কৃষক। ১৩৬৯ মান্ডি তৈরি হয়েছে। ৩ লক্ষ কোটির আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে, ৪ কোটি কৃষকদের বিমার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। আরও একাধিক প্রকল্প কৃষকদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে। ভারতের বিকাশ মানেই গরিবদের বিকাশ। সমগ্র গরিব মানুষদের ক্ষমতায়ন করবে এই বাজেট। অন্নদাতাদের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, গরিব মানুষদের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। অর্থমন্ত্রী বলেন, ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিচ্ছে মোদি সরকার, সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। গত ১১ বছরে, রেকর্ড সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি পরিবারে জল, বিদ্যুৎ, রান্নার গ্যাস, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সারা পৃথিবীর জন্য একটি খাদ্যভাণ্ডার ভারতে তৈরি হয়েছে। গরিব কল্যাণ হলেই দেশের কল্যাণ হবে, এই মন্ত্রে বিশ্বাসী কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাই নয় ৪০ হাজার রেলবগিকে বন্দে ভারত স্ট্যান্ডার্ডে পরিবর্তিত করা হবে। যাত্রী সুরক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে রেলওয়ের জন্য ৩টি ইকোনমিক করিডর তৈরি হবে। সিমেন্ট, মিনারেল ও শক্তি করিডর তৈরি হবে। বন্দর করিডর তৈরি হবে, হাই ট্রাফিক করিডরও তৈরি হবে, এতে রেলযাত্রা আরও সহজ ও কম সময় সাপেক্ষ হবে। এতে জিডিপিরও বৃদ্ধি হবে। কোন ভারতবাসী যাতে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করা হবে এই বাজেটে। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে, এর আগে সোশ্যাল জাস্টিস ছিল শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক স্লোগান, বর্তমানে সেটা বাস্তবায়িত হয়েছে, এটাই আসল নিরপেক্ষতা। শুধু দুর্নীতিই দূর করা নয় স্বজনপোষণ দূর করা হয়েছে। বন্ধ হয়েছে ‘ভাই-ভাতিজাবাদ।’ মোদি যা বলেন সেই কাজই করে দেখান। পে কমিশনের ১০ বছর পূর্তি হবে ২০২৫ অর্থাৎ চলতি বছরের ডিসেম্বরে। অষ্টম পে কমিশনের ক্ষেত্রে দেখা গেল, ১০ বছরের আগেই পে কমিশন গঠনের ঘোষণা করে দিল কেন্দ্র। গত বছরের অক্টোবরে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। শেষবারের এই বৃদ্ধির ফলে বর্তমানে ৫৩ শতাংশ হারে মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা। এর আগে তাঁরা ৫০ শতাংশ হারে পেতেন। নতুন মহার্ঘ ভাতার হার কার্যকর হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরাদের বেতন অনেক টাই বেড়েছে। ষষ্ঠ বেতন কমিশন থেকে সপ্তম বেতন কমিশনে রূপান্তরিত হওয়ার পর সরকারি কর্মচারীদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে বেতন কমিশন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যূনতম বেতন ছিল প্রতি মাসে ১৮ হাজার টাকা, সর্বোচ্চ বেতন প্রতি মাসে ২.৫ লাখ টাকা (সচিবের জন্য) , ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর মূল বেতনের ২.৫৭ গুণ এ ছাড়াও এইচআরএ এবং অন্যান্য ভাতা সহ গ্র্যাচুইটি সর্বোচ্চ সিলিং ২০ লক্ষ টাকা , ডিএ পেনশনের উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমিক বৃদ্ধি সহ ন্যূনতম পেনশন প্রতি মাসে ৯ হাজার টাকা। সপ্তম বেতন কমিশনের অধীনে ২.৫৭ এর একটি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর প্রয়োগ করা হয়েছিল, যার কারণে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের মূল বেতন ২.৫৭ দ্বারা গুণিত হয়েছিল। এটি তাঁদের মূল বেতনের ২.৫৭ বৃদ্ধির সমতুল্য। বিপরীতে ষষ্ঠ বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ছিল ১.৮৬। যা সরকারি কর্মচারীদের মূল বেতন ১.৮৬ বৃদ্ধি করে। এখন অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হলে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরে আরও একটি পরিবর্তন হতে পারে। বিশেষজ্ঞ রা মনে করেন ফিটমেন্ট ফ্যাক্টরও বাড়ানো হলে ২.৫৭ থেকে ২.৮৬ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হতে পারে, যা কর্মীদের মূল বেতন বাড়িয়ে দেবে। যদি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর ২.৮৬-এ বাড়ানো হয়, তাহলে বর্তমান ন্যূনতম বেসিক বেতন ১৮ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৫১ হাজার ৪৮০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। একই সময়ে, পেনশনভোগীদের সর্বনিম্ন বেসিক পেনশন প্রতি মাসে ৯ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ২৫ হাজার ৭৪০ টাকা হতে পারে। ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের বেতন ও পেনশন নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নরেন্দ্র মোদির জন্য নির্ধারিত সময়ের আগেই অষ্টম পে কমিশনের অনুমোদন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের উৎসাহিত করেছে। শুরু হয়েছে একটি নতুন প্রকল্প ‘প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় প্রকল্প’ ভারতকে শক্তি বা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই প্রকল্প চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র মোদি বললেন, ‘সূর্যবংশী ভগবান শ্রীরামের আলোক থেকেই বিশ্বের সকল ভক্ত সর্বদা আলো ও তেজ লাভ করেন।’ অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পরই তিনি সংকল্প নেন প্রত্যেক ভারতবাসীর বাড়ির ছাদে একটি সোলার প্যানেল থাকা উচিত। নিজস্ব সোলার রুফটপ সিস্টেম। কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি বাড়িতে সোলার প্যানেল বসানোর লক্ষ্য নিয়ে চালু করেছে প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় যোজনা। এতে বছরে বিদ্যুৎ বিল প্রায় পনেরো হাজার টাকা বাঁচবে। পিএম সূর্যঘর প্রকল্প’, এর উপর আরও জোর দিতে অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেট বরাদ্দ কমপক্ষে ১০,০০০ কোটি টাকা বাড়তে পারে। ১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২৫,২৬ অর্থবছরের জন্য সংসদে বাজেট পেশ করবেন। ২০২৪,২৫ অর্থবছরের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে নতুন ও অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে ১৯,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তার আগের অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ছিল ৭,৮৪৮ কোটি টাকা। যা এবার ৩০,০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে একটা বড় অংশ পিএম সূর্যঘর প্রকল্পে বরাদ্দ করা হতে পারে। কারণ, নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করতেই হবে।’ পিএম সূর্যঘর, গ্রিন এনার্জি করিডর, পিএম,কুসুম, রিনিউয়েবেল এনার্জি পার্ক এবং ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজনে মিশনের মতো ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলিতে অর্থ বরাদ্দ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে পিএম সূর্যঘর প্রকল্পে ৫০ লক্ষ রুফটপ সোলার বসানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৭ লক্ষ রুফটপ সোলার বসানো হয়েছে। অর্থাৎ, আগামী অর্থবছরে প্রকল্পের কাজে গতি আনতে বাড়তি অর্থ বরাদ্দ করতেই হবে। গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৭৫,০২১ কোটি টাকার পিএম সূর্যঘর প্রকল্প অনুমোদন করে। এই প্রকল্পে ২০২৬,২৭ অর্থবছরের মধ্যে ১ কোটি বাড়িতে রুফটপ সোলার বসানোর লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নতুন ও অপ্রচলিত শক্তি মন্ত্রক বলেছে, ‘২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তা অর্জন করার পর ভারত অপ্রচলিত শক্তি ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।’ এখন ভারতের মোট অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা ২১৭.৬২ গিগাওয়াট। ২০২৪ সালে রেকর্ড ২৪.৫ গিগাওয়াট সৌরবিদ্যুৎ ও ৩.৪ গিগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। মন্ত্রকের দাবি, উৎপাদন ক্ষমতা এতটা বাড়ার কারণ সরকারি ইনসেনটটিভ, নীতি সংস্কার এবং দেশে সোলার প্যানেল ও উইন্ড টার্বাইন উৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। এনডিএ সরকার ই ভারতবাসীর কাছে আশার আলো। বিগত লোকসভা ভোটের পূর্বে এই সূর্য ঘরপ্রকল্প দক্ষিণ ২৪ পরগনার সরিষা ডাকঘরের অন্তর্গত কামারপোল পোস্ট অফিসের ডাক কর্মীরা গ্রামের মানুষদের কে বোঝাতে গেলে এই বঙ্গের স্থানীয় শাসক দলের চার ফুটের নেতাদের দ্বারা প্রহৃত হন, শুধু তাই নয় তারা বলে প্রধানমন্ত্রীর এই প্রকল্প প্রচার করতে দেবে না। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল এই খবর পেয়েই লোকসভা পর্যন্ত সেই খবর পৌঁছে দেন, এবং ডাক কর্মীদের পাশে থাকার বার্তা দেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সেল্ফ হেল্প গ্রুপ সদস্য এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের উন্নয়ণ কমিটির সদস্য মহুয়া উপাধ্যায়কে চাই ডাকবিভাগের কোন উপদেষ্টা পদে। কারণ আগামী দিনে ডাকবিভাগের মাধ্যমেই কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প মানুষের কাছে তুলে ধরবে। সেই কাজে রেখা পাত্র, মহুয়া উপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পল, নমিতা ঘোষের মত আকুতভয় মাতৃশক্তিকে প্রয়োজন যারা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্প গুলো প্রত্যেক বঙ্গ বাসীর কাছে পৌঁছে দিয়ে মোদি সরকারের সবকা সাথ, সবকা বিকাশ মন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ভারতবাসীর স্বপ্নের বিকশিত ভারত গড়ে তুলবেন।

তল্লাশি অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, মগরাহাট: আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারিকে পাকড়াও করে তল্লাশি। বাড়ি থেকেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায় ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অধীন মগরাহাট থানার পুলিশ। স্থানীয় কালাপাহাড়চক গ্রামের বাসিন্দা আবদুল্লা লস্করের (৫৫) বাড়িতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় পাঁচটি ওয়ান শটার সেভেন এমএম আগ্নেয়াস্ত্র ও একটি পাইপ গান সহ ৪১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার। ইতিমধ্যেই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, জানিয়েছে, গোপনে অস্ত্রের চোরা কার চালাত আবদুল্লা। সেই উদ্দেশ্যেই বাড়িতে অস্ত্র মজুত করে রেখেছিল সে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মগরাহাট থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানির খবর আসতে থাকে। বিশেষ করে ট্রেন পথ ও মগরাহাটের পার্শ্ববর্তী জয়নগর এলাকা থেকে এই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি আমদানি করা হত বলেও খবর পায় পুলিশ। অস্ত্রের এই চোরাকারবারিকে ধরতে মরিয়া হয়ে ওঠে পুলিশ। এরপর গোপন সূত্রে মগরাহাট থানার পুলিশ জানতে পারে কালাপাহাড়চক গ্রামের বাসিন্দা আবদুল্লা লস্কর এই অস্ত্রের কারবারের সঙ্গে যুক্ত। তদন্তে নেমে গত ২৫ জানুয়ারি আবদুল্লাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। এরপর বুধবার রাতে ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সাকিব আহমেদ এবং মগরাহাট থানার ওসি পীযূষকান্তি মণ্ডলের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ধৃতের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জোনাল) মিতুন কুমার দে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'বিভিন্ন থানা এলাকাতেই আমাদের অভিযান চলছিল। দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করার পর তার বাড়ি থেকে অনেক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। এই অস্ত্রগুলি কোথা থেকে নিয়ে আসা হত, তা খতিয়ে দেখছি আমরা। জেলা জুড়েই আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারির ঠেকাতে জায়গায় জায়গায় পুলিশি অভিযান জারি থাকবে।

মহাকুম্ভে গিয়ে নিখোঁজ মালদার বৃদ্ধা, হন্যে হয়ে খুঁজছে পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার থানা উত্তর কৃষ্ণপল্লির বাসিন্দা অনিতা ঘোষ (৬০)। গত সোমবারের দিন কুড়ি জন আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে গাড়িতে করে মহাকুম্ভের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এরপর বুধবার স্নান করতে নামেন প্রয়াগরাজের সঙ্গম ঘাটে। তারপর থেকে তার কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবারে খবর এসে পৌঁছতে কান্নায় ভেঙে পড়ে সদস্যরা। সঙ্গে যে সমস্ত আত্মীয়-স্বজনরা গিয়েছিলেন সেখানে তাদেরকে ফোন করা হলে তারা জানান অনিতা ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গঙ্গাঘাটে তার চাদর খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই তার ছবি নিয়ে প্রশাসন ও হাসপাতালে খোঁজ শুরু হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের বুড়াবুড়িতলা এলাকার বৃদ্ধা, অনিতা ঘোষ গত সোমবার এলাকারই বয়স্ক ১৫ জনদের সঙ্গে মহাকুম্ভের মেলায় গিয়েছিলেন। ২৯ জানুয়ারি মৌনী অমাবস্যার দিন গভীর রাতেই পদপিষ্টের ঘটনার সময় কুম্ভমেলার সঙ্গমে গিয়েছিলেন ওই বৃদ্ধা । নিখোঁজ বৃদ্ধার ছেলে সমীর ঘোষ জানিয়েছেন, পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার আগে হুড়োহুড়ির সময় দল থেকে ছিকটে যায় তার মা। এমনকী মোবাইলে কোনওরকম ভাবে যোগাযোগ করা যায়নি। তারপর থেকে নিখোঁজ রয়েছে আমার মা। ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট করা হয়েছে। বৃদ্ধা অনিতাদেবী যাতে বাড়িতে ফিরে আসে। সেই আশায় করছেন পরিবার থেকে পাড়া প্রতিবেশীরা।

মহাত্মা গান্ধির প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মহাত্মা গান্ধির ৭৭তম প্রয়াণ দিবস, এই বিশেষ দিনে বিষ্ণুপুর হেরিটেজ ভবন প্রাঙ্গণে বিষ্ণুপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধির মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিশেষ প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। প্রথমে মহাত্মা গান্ধির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা। স্কুলের ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত রাষ্ট্রীয় সংগীত, মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতিতে অতিথীদের মাল্যদান, এরপর ভজন সংগীত, মহকুমাশাসকের উদ্বোধনী বক্তব্য, এবং হিন্দু-মুসলিম জৈন ও খ্রিস্টান ধর্মাবলিদের বেদ পাঠ, বাইবেল পাঠ, কোরান পাঠ, জৈন ধর্ম গ্রন্থ পাঠ হয়। উপস্থিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক, বাঁকুড়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ, বিষ্ণুপুর মহকুমার আরোক্ষা আধিকারিক, বিষ্ণুপুরের এসডিআইসিও, বিষ্ণুপুর থানার আইসি সহ বিষ্ণুপুরের বিশিষ্টজনেরা।

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাভুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৬ অক্টোবর ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) **(১) বিপাশা বনিক (২) রতন বনিক** ৩১৭, সুভাষ নগর বাই লেন দম দম ক্যান্টনমেন্ট, দক্ষিণ দমদম এম, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬৫ যে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল নিম্নে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ৫২,১২,৭৩১ টাকা (বাহান্ন লাখ বারো হাজার সাতশ একত্রিশ টাকা)** ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/ বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৮ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমেটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ৫২,১২,৭৩১ টাকা (বাহান্ন লাখ বারো হাজার সাতশ একত্রিশ টাকা)** ০৫.১০.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত একতলা নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১৫৩৮ বর্গফুট অংশ আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩৪, আরএস খতিয়ান নং ৩২৫, এলআর এবং খতিয়ান নং ৩২২, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১১৫৩ (পরচা), জেএল নং ১০৭, আরএস নং ১৭০, তৌজি নং ১২, মৌজা : পীরগাছা, থানা : দত্তপুকুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বর্তমানে কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৫।
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : দীনেশ বিশ্বাসের জমি
পশ্চিমে : রূপা মিত্র
উত্তরে : সন্তোষ কুমারের সম্পত্তি
দক্ষিণে : ১৪ ফুট চওড়া সড়ক।

তারিখ : ২৮.০১.২০২৫
স্থান : দত্তপুকুর, পশ্চিমবঙ্গ
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড
(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাভুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

পরিশিষ্ট IV
[দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)]
প্রতীকী দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

[২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) এর সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (এএফএল),** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯ নভেম্বর ২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ) **(১) গুলাম সরওয়ার (২) নিখাট পারউইন** ৪৩/৩৭/৫ ড. সামিন খান রোড বালি, লিলুয়া ঘুসুরি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১১০৭ **(৩) সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজেস** ৪৪এ, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০১৭ যে স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রেখেছিল নিম্নে বিস্তারিত মতে উল্লিখিত কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **আইএনআর ১,৭৩,০৪,৪৪৩ টাকা (এক কোটি তিয়াত্তর লাখ চার হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা)** ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণ বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **২৯ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমেটেড-এর নিকট বকেয়া **আইএনআর ১,৭৩,০৪,৪৪৩ টাকা (এক কোটি তিয়াত্তর লাখ চার হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা)** ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, মূল্য, ব্যয় ইত্যাদি সহ অ্যাক্সিস ফিনান্স লি নিকট সম্পূর্ণ পরিশোধ বা উশুল হওয়া পর্যন্ত। ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সম্পত্তির বিস্তারিত
প্লট নং ১৬, হোল্ডিং নং ৩৮-৩৯/৪, জয়া বিবি রোড, ঘুষুড়ি, মৌজা ঘুষুড়ি, জেএল নং ১৮, দাগ নং ১০৬,১০৭, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৮, ১৫০, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫ এবং ১৫৭, খতিয়ান নং ৪৭, ৫৩ এবং ৫৪, থানা : মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ১, বরো নং ১, হাওড়া পৌর নিগম অধীন, জেলা : হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ ৭১১১০৭।
ভবন/প্লটের চৌহদ্দি :
পূর্বে : সাধারণ চলার পথ।
পশ্চিমে : প্লট নং ১৭।
উত্তরে : সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ১৮।
দক্ষিণে : ১৯.৫ ফুট সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ১, ২, ৩, ৪।

তারিখ : ২৯.০১.২০২৫
স্থান : হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
অ্যাক্সিস ফিনান্স লি

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ শ্রাচী টাওয়ার, ৪র্থ তল, ৬৮৬, আনন্দপুর, ইএম বাইপাস, কলকাতা-৭০০ ১০৭।	**শ্রী অলোক কুমার ব্যানার্জি (মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর কাম জামিনদার)** এফই-৮৮, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-৩, কলকাতা-৭০০০৯১।

শ্রী আশিস কুমার মৈত্র, (মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর কাম জামিনদার) এডি-৩৪১, সল্টলেক, সেক্টর-১, কলকাতা-৭০০ ০৬৪।	**মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ,** গ্রাম: খুরামপুর, তহসিল - ফারুক নগর, জেলা: গুরগাঁও, হরিয়ানা, পিন-১২২৫০৬।	**শ্রী কমলেন্দু নাথ সান্যাল, (মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ -এর ডিরেক্টর কাম জামিনদার)** এ/৫, মিগ বিল্ডিং, ওয়ার্ড নং ৪৭, ব্যাঁটরা, হাওড়া-৭১১ ১০৪।

লেটার নং- SARB/SB/SS/2024-25/1169 তারিখ: ০৯.০১.২০২৫
প্রিয় মহাশয়া / মহাশয়,
বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজ প্রাঃ লিঃ
এ/সি নং: (১) ৩০০৪৩৫১৫৬৩২ (টার্ম লোন), (২) ৩০৩৮৮৫৩৫০৫৫ (টার্ম লোন), (৩) ১০৫০২৮৭০৫৩ (সিসি), (৪) ৩১৯৩৮৭৫৩৯৩১ (অ্যাডহক)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ০৯/০৬/২০১৫ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ২৩/১১/২০২১ তারিখের প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
অফিস স্পেস নং ৩ডি, ৪র্থতলে, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭৪৪ বর্গফুট কমবেশি শ্রাচি টাওয়ার হিসেবে পরিচিত ভবনে, ২ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস নং বি-৭ এবং বি-৮, বেসমেন্টে উক্ত ভবনে, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অতামাদি লিজ অধিকার মেয়াদের জমির পরিমাণ ৪৩.২৪ কাঠা প্লট নং ১-২৫/বি/১, ইস্ট কলকাতা এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট অধীন, প্রেমিসেস নং ৬৮৬, আনন্দপুর, ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাই পাশ, থানা : কসবা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত মেসার্স আনাগ এন্টারপ্রাইজেস প্রাঃ লিঃ উল্লেখ্য দলিল প্রত্যর্পণ এবং হস্তান্তর নং আই-১২৯১০/২০০৬, রেজিস্ট্রিকৃত এআরএ-১, কলকাতা।
আমরা আবারও ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) সম্পর্কে অবহিত করছি।

তারিখ: ৩১.০১.২০২৫, স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN NO.U65990MH1991PLC060670
ওয়েবসাইট : **www.tatacapital.com**
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

পরিশিষ্ট - IV [রুল - ৮(১)]
দখল নোটিশ

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (''টিসিএল'') একটি নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস ১২শতল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপত রাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), মুম্বই বেঞ্চ কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং টাটা ক্লিনটেক ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিসিএল) হস্তান্তরকারী এবং টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) অধিগ্রহণকারী হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং রুলসের ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং ধারা ৬৬ অধীনে (উক্ত প্রকল্প) সংযুক্তি প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। সংশ্লিষ্ট শর্ত অনুযায়ী টিসিএফএসএল এবং টিসিসিএল (হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলির) এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি চালু সংস্থা হিসেবে টিসিএল (অধিগ্রহণকারী কোম্পানি) সঙ্গে সংযুক্ত হল তাদের সমুদয় সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা,স্বার্থ, দায়িত্ব, দায়, বাধ্যবাধকতা, চুক্তি, চুক্তিনামা, জামিন ইত্যাদি সহ এবং আরও নির্ধারিতভাবে প্রকল্পে বর্ণিত মতে কার্যকর হল ১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে। উক্ত নির্দেশ এবং প্রকল্প অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সম্পাদিত সুবিধা নথি অনুযায়ী টিসিএফএসএল দ্বারা (বর্তমানে সংযুক্ত টিসিএল এর সহিত) এবং সমুদয় বকেয়া টিসিএলতে বর্তাবে।
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লি. (''টিসিএল'') এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এবং টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি (বর্তমানে টিসিএল-এর সহিত সংযুক্ত) ২২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে (''উক্ত নোটিশ'') ১) ঋণগ্রহীতা/হাইপোথিকেটর/বন্ধকদাতা, প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েট প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ২) শ্রী অজয় কোঠারি (জামিনদাতা) এবং ৩) শ্রী নন্দ লাল কোঠারি (জামিনদাতা) -কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১৩,৮৩,১৬,১৯২.৩১ টাকা (তের কোটি তিরাশি লাখ ষোল হাজার একশত বিরানব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র)** ১৮ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল সংস্থান অধীনে ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে টিসিএল (টিসিএফএসএল -এর অধিগ্রহণকারী) এর অনুমোদিত অফিসার জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে, কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের নিকট বকেয়া পরিমাণ **১৩,৮৩,১৬,১৯২.৩১ টাকা (তের কোটি তিরাশি লাখ ষোল হাজার একশত বিরানব্বই টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র)** ১৮ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক এবং ব্যয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস (প্রা) লি.
(বন্ধকদাতা/ঋণগ্রহীতা) এর বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
দফা -১

সার্ভে/ ডোর পাট্টা/খাতা নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং / ফ্ল্যাট নং :	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং নির্মিত জমির প্লট পরিমাণ ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০ এ, সিআইটি স্কিম নং ৬ই, আরও জ্ঞাত পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা ৭০০০৭২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
সম্পত্তির পরিমাণ/পরিধি :	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট।
অবস্থান/চিহ্নিত/এলাকার নাম, মহল্লা :	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, চতুর্থ তলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০এ, সিআইটি স্কিম নং ৬ই, আরও জ্ঞাত পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা : ৭০০০৭২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
শহর/জেলা	কলকাতা
চৌহদ্দি :	
উত্তরে :	প্রিন্সেপ স্ট্রিট
দক্ষিণে :	অংশত সাধারণ সিঁড়ি এবং চাতাল, অংশত সাধারণ লিফট শ্যাফট ভবনের;
পূর্বে :	সংলগ্ন প্রেমিসেস নং ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট;
পশ্চিমে :	ভবনের প্রধান প্রবেশের পথ।

তারিখ : ২৯ জানুয়ারি ২০২৫
স্থান : কলকাতা
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
CIN NO.U65990MH1991PLC060670
ওয়েবসাইট : **www.tatacapital.com**
রেজি অফিস : ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গনপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
ব্রাঞ্চ অফিস : ৩০২ অবনী সিগনেচার, ৪র্থ তল, ৯১/এ/১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬

পরিশিষ্ট - IV [রুল - ৮(১)]
দখল নোটিশ

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (''টিসিএল'') একটি নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের সংস্থান অধীনে গঠিত, রেজিস্টার্ড অফিস ১২শতল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপত রাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০০১৩। ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (এনসিএলটি), মুম্বই বেঞ্চ কর্তৃক ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং টাটা ক্লিনটেক ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিসিএল) হস্তান্তরকারী এবং টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) অধিগ্রহণকারী হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের প্রযোজ্য সংস্থান এবং রুলসের ধারা ২৩০ থেকে ২৩২ এবং ধারা ৬৬ অধীনে (উক্ত প্রকল্প) সংযুক্তি প্রকল্প মঞ্জুর করেছেন। সংশ্লিষ্ট শর্ত অনুযায়ী টিসিএফএসএল এবং টিসিসিএল (হস্তান্তরকারী কোম্পানিগুলির) এবং তাদের অধীনস্থ সংস্থাগুলি চালু সংস্থা হিসেবে টিসিএল (অধিগ্রহণকারী কোম্পানি) সঙ্গে সংযুক্ত হল তাদের সমুদয় সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা,স্বার্থ, দায়িত্ব, দায়, বাধ্যবাধকতা, চুক্তি, চুক্তিনামা, জামিন ইত্যাদি সহ এবং আরও নির্ধারিতভাবে প্রকল্পে বর্ণিত মতে কার্যকর হল ১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে। উক্ত নির্দেশ এবং প্রকল্প অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল সম্পাদিত সুবিধা নথি অনুযায়ী টিসিএফএসএল দ্বারা (বর্তমানে সংযুক্ত টিসিএল এর সহিত) এবং সমুদয় বকেয়া টিসিএলতে বর্তাবে।
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী টাটা ক্যাপিটাল লি. (''টিসিএল'') এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এবং টাটা ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি (বর্তমানে টিসিএল-এর সহিত সংযুক্ত) ২২ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে (''উক্ত নোটিশ'') ঋণগ্রহীতা ১) প্রাইম মুভারস অটো এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড (ঋণগ্রহীতা) ২) শ্রী অজয় কোঠারি (জামিনদাতা) ৩) শ্রী নন্দ লাল কোঠারি (জামিনদাতা) এবং ৪) প্রাইম মুভারস অটো অ্যাসোসিয়েটস (প্রা.) লি. (বন্ধকদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতা) কে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৮৬,০০,৫২৯.২৫ (ছিয়াশি লাখ পাঁচশ উনত্রিশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা** ১৮ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছিলেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল সংস্থান অধীনে ২৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে টিসিএল (টিসিএফএসএল-এর অধিগ্রহণকারী) এর অনুমোদিত অফিসার জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে, কোনওভাবেই উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের নিকট বকেয়া পরিমাণ **৮৬,০০,৫২৯.২৫ (ছিয়াশি লাখ পাঁচশ উনত্রিশ টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা** ১৮ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক এবং ব্যয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

প্রাইম মুভার্স অটো অ্যাসোসিয়েটস (প্রা) লি.
(বন্ধকদাতা/কর্পোরেট জামিনদাতা) এর বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ
দফা -১

সার্ভে/ ডোর পাট্টা/খাতা নং	প্রযোজ্য নয়
প্লট নং / ফ্ল্যাট নং :	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং নির্মিত জমির প্লট পরিমাণ ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০ এ, সিআইটি স্কিম নং ৬ই, আরও জ্ঞাত পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা ৭০০০৭২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
সম্পত্তির পরিমাণ/পরিধি :	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, ৪র্থতলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট।
অবস্থান/চিহ্নিত/এলাকার নাম, মহল্লা :	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস ইউনিট নং ৩০১, চতুর্থ তলে, উত্তর দিকে, পরিমাণ আনুমানিক ১০৩৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪০এ, সিআইটি স্কিম নং ৬ই, আরও জ্ঞাত পি-৪০, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, থানা : বৌবাজার, ওয়ার্ড নং ৪৭, কলকাতা : ৭০০০৭২, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, জেলা : কলকাতা।
শহর/জেলা	কলকাতা
চৌহদ্দি :	
উত্তরে :	প্রিন্সেপ স্ট্রিট
দক্ষিণে :	অংশত সাধারণ সিঁড়ি এবং চাতাল, অংশত সাধারণ লিফট শ্যাফট ভবনের;
পূর্বে :	সংলগ্ন প্রেমিসেস নং ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট;
পশ্চিমে :	ভবনের প্রধান প্রবেশের পথ।

তারিখ : ২৯ জানুয়ারি ২০২৫
স্থান : কলকাতা
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ , দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮-৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

শ্রী শম্ভু শাউ ফ্ল্যাট নং আই/৪, ৩য় তল, ইছামতী অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা ৭০০০৮৪	**শ্রীমতী পুষ্পা শাউ** ফ্ল্যাট নং আই/৪, ৩য় তল, ইছামতী অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা ৭০০০৮৪

লেটার নং- SARB/SB/SS/2024-25/1167 তারিখ: ০৯.০১.২০২৫
প্রিয় মহাশয়া / মহাশয়,
বিষয়: স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকীকৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি
ইউনিট: শ্রী শম্ভু শাউ এবং শ্রীমতী পুষ্পা শাউ
এ/সি নং: ৩৮৭৪৭২৬৬৬৭৫ (হোম লোন), ৩৮৭৪৭৭৪০৩৩২ (সুরক্ষা), ৩৮৭৪৪৫৮৫৫২৭ (টপ আপ), ৩৮৮৭৯৭৬৮৮৩৪ (টপ আপ)
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ০৭/০৫/২০২৪ তারিখের নোটিশের প্রতি যা আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এবং ৩০/০৭/২০২৪ তারিখের প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তির প্রতি উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর বিধান এবং তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর প্রাসঙ্গিক রুল অনুসারে ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত ই-অকশনে নীচে উল্লিখিত রিজার্ভ মূল্যে উক্ত সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদি আপনি এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত বিধির পরিশিষ্ট ৪-এ অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/৪, ৩য় তলে, (পূর্ব দিকে) ইছামতী নামে ভবনে, সম্ভাব্য পরিমাণ আনুমানিক ৬৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ,২ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, এক টয়লেট, এক ব্যালকনি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট অন্যান্য সুবিধা, পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, দাগ নং ৭৫৩, খতিয়ান নং ৫৯৬, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৭ অধীন, হোল্ডিং নং ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, থানা : নরেন্দ্রপুর, (পুরানো থানা : সোনারপুর), জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ । সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : গড়িয়া স্টেশন রোড ;দক্ষিণে : দাগ নং ৭৫১; পূর্বে : দাগ নং ৭৫৩; পশ্চিমে : দাগ নং ৭৪৯। স্বত্বাধিকারীগণ : ১. শম্ভু শাউ পিতা মনোহর লাল শাউ, ২. পুষ্পা শাউ স্বামী শম্ভু শাউ দলিল নং ৩৯৯৬-২০০৬ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৫, পৃষ্ঠা ২০০৭-২০৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।
সংরক্ষিত মূল্য : ২২.৩১ লাখ টাকা।
আমরা আবারও ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৮) সম্পর্কে অবহিত করছি।

তারিখ: ৩১.০১.২০২৫, স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন : +৯১ ৩৩ ২৩০১ ৪৪০০। ফ্যাক্স +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেল : share.dept@bata.com। ওয়েবসাইট : www.bata.in

পাবলিক নোটিশ

বিজ্ঞপ্তি মারফত এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ (সংশোধিত মতো) (''দ্য অ্যাক্ট'')-এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি থাকে, তৎসহ পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত মতো), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (''এমসিএ'') দ্বারা জারি করা, জেনারেল সার্কুলারসমূহ, যেগুলির নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২২/২০২০, নং ৩৩/২০২০, নং ৩৯/২০২০, নং ১০/২০২১, নং ২০/২০২১, নং ৩/২০২২, নং ১১/২০২২, নং ৯/২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ যথাক্রমে এপ্রিল ৮, ২০২০, এপ্রিল ১৩, ২০২০, জুন ১৫, ২০২০, সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২০, ডিসেম্বর ৩১, ২০২০, জুন ২৩, ২০২১, ডিসেম্বর ৮, ২০২১, মে ৫, ২০২২, ডিসেম্বর ২৮, ২০২২, সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৩ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ (সংযুক্তভাবে ''এমসিএ সার্কুলারস''), আইসিএসআই দ্বারা জারি করা রিভাইজড্ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড অন জেনারেল মিটিংস (''এসএস-২'') অনুসারে, পোস্টাল ব্যালট (ই-ভোটিং) আকারে সম্পাদনযোগ্য নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবসায়িক কার্যাবলীতে অনুমোদন প্রার্থনার জন্য, সেই সকল সদস্যের কাছে ই-মেল মারফত, যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার্ড আছে, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ (ই-ভোটিং) (''নোটিশ'') (কোম্পানির ওয়েবসাইট www.bata.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এও পাওয়া যাবে) পাঠানোর কাজ বৃহস্পতিবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে সম্পূর্ণ করেছেন।

আইটেম নং	রেজলিউশনের ধরন	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	অর্ডিনারি	কোম্পানির পরিচালক হিসেবে শ্রী অমিত আগরওয়াল (ডিন : ১০৮২৫৯৭০) নিয়োগ, যিনি রোটেশনে অবসর নিতে দায়বদ্ধ।
২	অর্ডিনারি	কোম্পানির হোল টাইম ডিরেক্টর হিসেবে শ্রী অমিত আগরওয়াল (ডিন : ১০৮২৫৯৭০) কে নিয়োগ এবং তার পারিশ্রমিক নির্ধারন।

এছাড়াও অবগত করানো হচ্ছে যে :

১. আইনের ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য সংস্থান, যদি থাকে, তৎসহ পঠিত অন্তর্গত রুলস, এমসিএ সার্কুলার অনুসারে এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক্যোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিতমতো)-এর রেগুলশন ৪৪ অনুসারে, কোম্পানি সানন্দে তাঁর সকল সদস্যদের জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধার ব্যবস্থা করেছেন। সদস্যদের ইলেক্ট্রনিক্যালি ভোট দিতে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিয়োগ করেছে। এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, নোটিস, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং পোস্টেজ প্রিপেড রিপ্লাই এনভেলপ-এর ফিজিক্যাল কপি সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সেইমতো, সদস্যদের মতামত সম্পর্কিত যোগাযোগ কেবলমাত্র রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে হবে।
২. **উক্ত রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধা শুক্রবার, ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ (আইএসটি সকাল ৯টা) থেকে শুরু হবে এবং শনিবার, ১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে (আইএসটি বিকাল ৫টায়)** বন্ধ হবে। যোগ্য বিবেচনার জন্য, শনিবার, ১ মার্চ ২০২৫ তারিখ আইএসটি বিকাল ৫টার আগে প্রাপ্ত রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে সদস্যদের ভোট দিতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে, অন্যথায় এটি কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে যে সংশ্লিষ্ট সদস্যের থেকে কোনও ভোট পাওয়া যায়নি। এই সময়ের পরে ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউল নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হবে।
৩. কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরগণ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন উপায়ে পোস্টাল ব্যালট (রিমোট ই-ভোটিং) প্রক্রিয়া যাচাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে শ্রী গগন ভার্মা, পার্টনার [বি.কম (এইচ), এলএলবি অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি], ব্যর্থ হলে, শ্রী ওবায়দুর রহমান, অ্যাসোসিয়েট পার্টনার [বি.কম (এইচ), এলএলবি অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি], মেসার্স কোচার অ্যান্ড কোং, অ্যাডভোকেটস এন্ড লিগ্যাল কনসালটেন্টস - কে নিয়োগ করেছেন, যাঁর অফিস ১২ তম তল, টাওয়ার এ, ডিএলএফ টাওয়ারস, জাসোলা ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জাসোলা, নিউ দিল্লি- ১১০০২৫ তে রয়েছে।
৪. কোম্পানির যে সকল সদস্যের নাম সদস্যগণের রেজিস্ট্রার/সুবিধাভোগী মালিক হিসেবে নথিভুক্ত ডিপোজিটরিজ শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অর্থাৎ সিডিএসএল এবং এনএসডিএল থেকে গৃহীত [সংশ্লিষ্ট সদস্যগণ যারা নোটিশ পাননি কোম্পানির /রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার হস্তান্তরকারী প্রতিনিধির {মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এল বি এস মার্গ, বিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বই -৪০০০৮৩}/দ্য ডিপোজিটরিজ সহ] নিকট তাদের ই-মেল ঠিকানা নথিভুক্ত না হওয়ার কারণে নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির জন্য ভোট প্রদানের অধিকারী হিসেবে গণ্য। ভোটাধিকার কেবল আদায়দত্ত শেয়ারগুলি যা সদস্যগণের নামে শুক্রবার ২৪ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে (''কাট অফ ডেট'') অনুযায়ী নথিভুক্ত তারাই যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। **যে সকল ব্যক্তি নোটিশ পেয়েছেন কিন্তু কাট অফ ডেট অনুযায়ী সদস্য হননি সংশ্লিষ্ট নোটিশ কেবল তথ্য হিসেবে গণ্য করবেন।**
৫. বোর্ডের চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে কোম্পানির অনুমোদিত এরূপ ডিরেক্টর/কেএমপি দ্বারা সোমবার, ৩ মার্চ ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টায় বা তার আগে (আইএসটি) পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং ঘোষিত ফলাফল তৎসহ স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট কলকাতায় কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এবং গুরুগ্রামে কোম্পানির কর্পোরেট অফিস মাইলস্টোন এক্সপেরিয়ন সেন্টার, ৩য় তল, সেক্টর ১৫, পার্ট II গুরুগ্রাম-১২২০০১, হরিয়ানাতে প্রদর্শিত হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.bata.in) এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটে (www.evoting.nsdl.com) আপলোড করা হবে এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে এরূপ স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে (ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, বিএসই লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড) একসঙ্গে ফরোয়ার্ড করা হবে, যাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে দেখাতে পারেন।
৬. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণ করেছেন এরূপ সদস্যরা এবং যাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করা নেই, share.dept.@bata.com-এ কোম্পানির কাছে অথবা rnt.helpdesk@linkintime.co.in-এ আরটিএ-র কাছে নিম্নলিখিত নথিপত্র পাঠিয়ে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করার পর ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে পারেন -
   ক. নাম, ফোলিও নম্বর, ধারণ করা শেয়ারের সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ ডাকঠিকানা উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত রিকোয়েস্ট লেটারের স্ক্যান করা কপি;
   খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি; এবং
   গ. তাঁদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্রেক্ষিতে রেজিস্টার্ড হিসেবে সদস্যের ডাক ঠিকানার সমর্থনে যে কোনও নথিপত্রের (যেমন, আধার কার্ড/সাম্প্রতিক ইলেক্ট্রিক বিল/সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট/ ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাশবুকের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি ।
   ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণ করছেন এরূপ সদস্যরা তাঁদের সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে সরাসরি তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস আপডেট করবেন।
৭. যে সকল সদস্য কোম্পানি, তার আরটিএ বা ডিপোজিটরিগণের কাছে তাঁদের ই-মেল অ্যাড্রেস রেজিস্টার করেননি এবং পোস্টাল ব্যালট নোটিস পেতে ইচ্ছুক এবং/বা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের ভোট দিতে চান, share.dept@bata.com-এ কোম্পানির কাছে অথবা rnt.helpdesk@linkintime.co.in-এ আরটিএ-র কাছে অথবা evoting@nsdl.com-এ এনএসডিএল-এর কাছে লিখিতভাবে জানাতে পারেন এবং নিম্নলিখিত নথিপত্র পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন ঃ
   ক. নাম, ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি/ফোলিও নম্বর উল্লেখ করে স্বাক্ষরিত রিকোয়েস্ট লেটারের স্ক্যান করা কপি;
   খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি; এবং
   গ. তাঁদের শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্রেক্ষিতে রেজিস্টার্ড হিসেবে সদস্যের ডাকঠিকানার সমর্থনে যে কোনও নথিপত্রের (যেমন, আধার কার্ড/সাম্প্রতিক ইলেক্ট্রিক বিল/সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/ পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাশবুকের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি।
   কোম্পানি সদস্যদের অতিরিক্ত সাময়িকভাবে ইমেল অ্যাড্রেস নথিভুক্ত করার সুযোগ দিয়েছে লিংক দ্বারা https://liiplweb.linkintime.co.in/EmailReg/Email_Register.html মাধ্যমে নোটিশ সহ শেয়ারহোল্ডারদের যোগাযোগের সাময়িক সময়ের জন্য।
   ইমেল ঠিকানা স্থায়ী নিবন্ধীকরণের জন্য বিস্তারিতভাবে সদস্যগণকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ইমেল অ্যাড্রেস নথিভুক্ত করা, ডিপোজিটরিজের নিকট বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অধিকারের বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের মাধ্যমে।
৮. কোনও অনুসন্ধানের/অভিযোগের ক্ষেত্রে (রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কোনও কারিগরী সহায়তা সমেত), সদস্যরা এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটের (www.evoting.nsdl.com) ডাউনলোড শাখার অন্তর্গত প্রাপ্তব্য শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ (ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড্ কোয়েশ্চেনস ফর শেয়ারহোল্ডারস) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা যোগাযোগ করুন :
   ক. শ্রী প্রীতম দত্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ন্যাশনাল সিকিউরিটিস ডিপোজিটরি লিমিটেড, টি৩০১, ৪র্থ তল, নমন চেম্বারস, জি ব্লক, প্লট নং - সি-৩২, বান্দ্রা কুর্লা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বই ৪০০০৫১, টেলিফোন নম্বর ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ই-মেল আইডি evoting@nsdl.com
   খ. শ্রী কৃষ্ণ যাদব, অ্যাসিস্ট্যান্ড ম্যানেজার, বাটা সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট, টেলিফোন নম্বর ০৩৩-২২৮৯ ৫৭৯৬ /০১২৪-৩৯৯০১০০ অথবা ই-মেল আইডি share.dept@bata.com
৯. পুনরায় বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুন www.bata.in অথবা স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটগুলিতে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে কার্যকরী, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের নাম পরিবর্তন লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড থেকে এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড হয়েছে। সংশ্লিষ্ট আরটিএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখুন।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
স্বা/-
নীতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ৩০ জানুয়ারি ২০২৫

কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় আদিবাসী মহিলাদের কাজ ছাড়ানোর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কারখানায় কাজ করার সময় আদিবাসী মহিলাদের কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠলে পানাগড় শিল্পতালুকের একটি বেসরকারি প্লাইউড তৈরির কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পানাগড় শিল্পতালুকে। এদিকে কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় কয়েকজন আদিবাসী মহিলাকে কাজ থেকেও বার করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। পানাগড় শিল্পতালুক সংলগ্ন আদিবাসী গ্রামের মহিলারা কাঁকসা থানায় গিয়ে গোটা বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে যথাযত পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। আদিবাসী মহিলাদের অভিযোগ, কয়েকমাস ধরে তাঁরা ওই কারখানায় কাজ করছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ তাঁদের নানা ভাবে কুপ্রস্তাব দিচ্ছে। এমনকি থানায় গেলে তাঁদের আর কাজে নেওয়া হবে না বলেও জানানো হয়। কিন্তু গোটা বিষয়টি গ্রামের মানুষকে জানানোর পরেই তাঁরা সাহস পেয়ে থানায় আসেন।

ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে বিভিন্ন মহলে। সিপিএম নেতা শেখ রহিম জানিয়েছেন, শুধু কাঁকসা নয় সারা রাজ্যজুড়ে এই ধরনের কাজ হচ্ছে। তাঁরা আরজি করের ঘটনা শুনেছেন। এখন বাস্তবে চোখের সামনে নারীদের ওপর নির্যাতন দেখছেন। ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে জেলা পরিষদের সদস্য বৈশাখী বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন,অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। মহিলারা থানায় অভিযোগ করুক। প্রশাসন আইনত ব্যবস্থা নেবে এবং ওই আদিবাসী মহিলাদের পাশে তাঁরা থাকছেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোলিয়ারির পাম্প হাউসে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: ফের চুরির ঘটনা ঘটল কোলিয়ারি এলাকায়। এর প্রশ্নের মুখে কোলিয়ারির নিরাপত্তা। বুধবার রাত বারোটা নাগাদ অন্ডাল থানার ছোড়া ৭/৯ পিট কোলেয়ারির পাম্প হাউসে একটি লোহার ভারী যন্ত্রাংশ চুরির খবর সামনে আসে। যার মূল্য আনুমানিক লক্ষাধিক টাকা বলে মনে করা হচ্ছে। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে আসে অন্ডাল থানার বন বহাল ফাঁড়ির পুলিশ। গত কয়েক মাস ধরেই ইসিএলের বিভিন্ন এলাকায় কখনও কোলিয়ারির গোডাউনের লোহার যন্ত্রাংশ চুরি বা কখনও গাড়ির ব্যাটারি চুরির ঘটনা সামনে এসেছে। পিছনের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্ত্বেও বারবারই ইসিএলের গোডাউনে চুরি এবং পাম্প হাউসে চুরির ঘটনায় স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন উঠেছে ইসিএলের নিরাপত্তা নিয়ে। যদিও এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির ইসিএলের কোনও আধিকারিকের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

CIN : U27109WB1996PLC081038

কোম্পানির নিবন্ধিত অফিস : ই/৩/৪, জিলান্দার হাউস, ৮ এন এস রোড, কলকাতা - ৭০০০০১, পব সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫

যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ই-মেইল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/gemus.ibc@gmail.com

বিক্রয় নোটিশ ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) (রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং সিডিউল - ১ তৎসহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** (কোম্পানি) **চালু সংস্থা** হিসেবে মহামান্যএনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের নির্দেশ অনুযায়ী নিযুক্ত) লিকুইডেটর কর্তৃক ই-নিলামে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে।
কোম্পানি চালু কোম্পানি হিসেবে প্রস্তাবিত বিক্রি করা হবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন এর তপশিল ১ এবং রেগুলশেন ৩৩ এর সাব রেগুলেশন (১) অনুযায়ী এবং রেগুলেশন ৩২এ ,বেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী "**যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে, এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। ওয়েবসাইট https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home ব্যাঙ্কনেট পোর্টাল দ্বারা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা লি পরিষেবা প্রদায়ক এর ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	সম্পদের বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক)	**কর্পোরেট ডেটরের বিক্রি করা হবে চালু সংস্থা হিসেবে** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) অনুযায়ী উক্ত উল্লিখিত ই-নিলাম প্রসেস নথি অনুযায়ী।			
ক)	**জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড চালু সংস্থা হিসেবে বিক্রি হবে** "যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে, এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত " (বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পদ জমি (দখলীকৃত) এবং মেশিনারি। যা লিকুইডেটরের হেফাজতে নেই)। বিস্তারিত দেখা যাবে https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/asset-listing সম্পদের আইডি ৫৬৮ এবং ৫৬৯।	৬২,৫০,৫০০ টাকা (বাষট্টি লাখ পঞ্চাশ হাজার পাঁচশ টাকা)	৬২৫,০৫০ টাকা (ছয় লাখ পঁচিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

দ্রষ্টব্য নিলাম প্রক্রিয়ার :

১. ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৮.০২.২০২৫ দুপুর ১২.৩০টা থেকে দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত
২. আগ্রহ প্রকাশ করার শেষ তারিখ : ১৪.০২.২০২৫
৩. নিলামের অধীনে সম্পদের যথাযথ অবধান এবং পরিদর্শন ১৮.০২.২৫ থেকে ২৪.০২.২৫ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
৪. ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫.০২.২০২৫ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. যোগ্যতার মানদণ্ড এবং অন্যান্য নথি : ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে শর্তাবলী অনুযায়ী। আগ্রহী দরদাতাদের, দর জমা দেওয়ার আগে, নিজেদের সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পদের শিরোনাম, বর্তমান অবস্থা, এলাকার পরিমাপ, যদি থাকে সে সম্পর্কে তাদের স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের আগ্রহের অভিব্যক্তি জমা দেওয়ার এবং সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিপত্র পড়ার পরে এবং সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
৬. কোম্পানির সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ এবং বিশদ তথ্য, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী 'ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে' পাওয়া যায়। বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে যা https//ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home এ উপলব্ধ।
৭. কোনো ছুটির দিন/অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে লিকুইডেটর দ্বারা নিলামের তারিখ পরিবর্তন করা যেতে পারে এবং সেই অনুযায়ী দরদাতাদের কাছে এই সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
জেমাস ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের লিকুইডেটর বিষয় সম্পর্কিত
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফ বৈধ ৩০.০৬.২০২৫ পর্যন্ত

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৩১.০১.২০২৫ ই-মেইল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/gemus.ibc@gmail.com

বিক্রয় নোটিশ

ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)

(উল্লেখ্য মহামান্য এনসিএলটি নির্দেশ তারিখ ১৮/০৯/২০২৪ অনুযায়ী কোম্পানি দেউলিয়া প্রক্রিয়াধীন)
রেজি . অফিস : গ্রাম এবং পো : খামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ,৭৪১১২১,
(CIN: U15410WB2012PTC177072)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেডের(দেউলিয়াগ্রস্ত অধীন) (কর্পোরেট ডেটর) এর সম্পদ চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন এর ৩২ এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে বা ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং তপশিল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) রেগুলেশন ৩২এ, রেগুলেশন ৩২ এর ক্লজ (সি) অনুযায়ী যৌথভাবে অ্যাসেট সেট বিক্রি করা হবে নিলাম প্ল্যাটফর্ম **https://www.eauctions.co.in** মাধ্যমে।
মেসার্স লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রদত্ত অনলাইন ই-নিলাম পরিষেবা **https://www.eauctions.co.in** মাধ্যমে ডাক সম্পাদিত হবে।

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথি এবং বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখ	৩১.০১.২০২৫
২.	সম্ভাব্য ডাকদাতার (সাধারণ নোটিশ ইস্যুর তারিখ থেকে অন্ততপক্ষে চৌদ্দ দিন) উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	১৪/০২/২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত
৩.	উপযুক্ত ডাকদাতা হিসেবে ঘোষণা	১৭/০২/২০২৫
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণ বা অবধান (আগাম অনুমতি ব্যতীত)	দুপুর ১২ ১৮/০২/২০২৫ থেকে বিকেল ৩ টা ২৪/০২/২০২৫
৫.	উপযুক্ত ডাকদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তারিখে বায়না জমা	২৫/০২/২০২৫ বিকেল ৫ টার মধ্যে।
৬.	নিলামের তারিখ এবং সময়	২৮/০২/২০২৫, ব্লক -এ : সকাল ১১.৩০ থেকে দুপুর ১.৩০ টা (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) ব্লক - বি : দুপুর ২ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে)
৭.	লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা : ৭০০০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। **cirp.yummzfoods@gmail.com**

ব্লক নং	সম্পদের বিস্তারিত	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
এ	২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি হবে।				
	ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-চালু সংস্থা হিসেবে কোম্পানির সম্পদ বিক্রি " যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যেঅবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে। সম্পত্তির অবস্থানের ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : কামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সকাল ১১.৩০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা পর্যন্ত	৫,৩৭,০০,০০০ টাকা (পাঁচ কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ টাকা)	৫৩,৭০,০০০ টাকা (তিপান্ন লাখ সত্তর হাজার টাকা) ২৫.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে	**৫ লাখ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা)**
কোনও কারণে ব্লক-এ অধীন ই-নিলাম সফল হলে, পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়াধীন ব্লক -বি অধীন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হবে।					
বি	**যৌথভাবে সম্পদের সেট** , জমি, ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং শেয়ারসমূহ এবং আর্থিক সম্পদ -সমুদয় ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশন এর রেগুলেশন ৩২(সি) অধীনে যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত।				
	ইয়ুমজ ফুডস প্রাইভেট লিমিটেড-যৌথভাবে সম্পদের সেট-যেমন- জমি , ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি এবং শেয়ার এবং আর্থিক সম্পদ, " যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যে অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে, সম্পত্তির ঠিকানা : গ্রাম এবং পো : কামারশিমুলিয়া, কৃষ্ণনগর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১১২১	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত	৫,৩৭,০০,০০০ টাকা (পাঁচ কোটি সাঁয়ত্রিশ লাখ টাকা)	৫৩,৭০,০০০ টাকা (তিপান্ন লাখ সত্তর হাজার টাকা) ২৫.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫টার মধ্যে	**৫ লাখ টাকা (পাঁচ লাখ টাকা)**

(সম্পত্তির বিশদ বিবরণের জন্য, ই-নিলাম প্রক্রিয়া নথির পরিশিষ্ট-৬ পড়ুন)।

১. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যা কিছু আছে এবং কোনো পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" ই-নিলাম পরিচালনা করা হবে কারণ এই ধরনের বিক্রি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই হয়।
২. মেসার্স লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড **https//www.eauctions.co.in** শ্রী বিজয় পিপালিয়া **ই-অকশন এজেন্সির (লিঙ্কস্টার) পক্ষ থেকে যোগাযোগের ব্যক্তি admin@eauctions.co.in, মোবাইল নম্বর + ৯১ ৯৮৭০০৯৯৭১৩. লিকুইডেটরের পক্ষে যোগাযোগের ব্যক্তি : শ্রী ঋষি মুরারকা ইমেল cirp.yummzfoods@gmail.com, যোগাযোগ নং ৯৮৩০৬১৩৪৯৪।**
৩. কোম্পানির সম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ এবং বিশদ তথ্য, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, অনলাইন নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ শর্তাবলী "ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে" পাওয়া যায়। বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি অবশ্যই ই- নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথির সাথে পড়তে হবে যা **https//www.eauctions.co.in** এ উপলব্ধ।
৪. আগ্রহী দরদাতারা বাধ্যতামূলকভাবে প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী পড়ার এবং সম্মত হওয়ার পরে অংশগ্রহণ করবেন এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথিতে নির্ধারিত শর্তাবলী সহ।
৫. এটি স্পষ্ট করা হয় যে, এই আমন্ত্রণটি সম্ভাব্য দরদাতাদের আমন্ত্রণ জানানোর উদ্দেশ্য করে এবং বিক্রয় কার্যকর করার জন্য লিকুইডেটর বা কর্পোরেট ঋণদাতার পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটরের সম্পূর্ণ অধিকার আছে যেকোন বা সমস্ত অফার(গুলি) গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা ই-নিলাম স্থগিত/স্থগিত/বাতিল করার বা নিলামের কার্যক্রম থেকে এর কোনো সম্পদ প্রত্যাহার করার পরম অধিকার রয়েছে কোনো কারণ ব্যতিরেকে।
৬. কোডের ৩৫ এর ধারা (এফ) কারণের বিধান অনুসারে, আগ্রহী দরদাতা দর জমা দেওয়ার যোগ্য হবেন না যদি এটি কোডের ধারা ২৯এ-তে নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে ব্যর্থ হয় (যেমন সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়)।
৭. ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড এবং রেগুলেশনস সাপেক্ষে এবং এর অধীনে প্রণীত প্রবিধান সাপেক্ষে বিক্রয় সম্পাদিত।
৮. বিস্তারিতর জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
সঞ্জীব ঝুনঝুনওয়ালা
আইবিবিআই রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P00325/2017-18/10595
AFA বৈধ ৩০/০৬/২০২৫ পর্যন্ত
যোগাযোগের মেল আইডি : cirp.yummzfoods@gmail.com
নিবন্ধিত মেল আইডি : sanjeevjhunjhunwala@gmail.com
সিদ্ধা ওয়েস্টন, স্যুট নং ১৩৪, ২য় তল, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৩

তারিখ : ৩১/০১/২০২৫
স্থান : কলকাতা

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087

রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫৬৮০০; ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৪
	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১৫.০০	১২.০০	৪২.০০	৩৬.০০	৪৮.০০	১৫.০০	১৫.০০	১২.০০	৪২.০০	৩৬.০০	৪৮.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	১৩.৩৬	৯.১১	৪.২৯	১৩.৫৬	৬.৭৮	৯.২২	১৩.২৭	৯.০৭	৪.২৭	১৩.২১	৬.৪৮	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	১৩.৩৬	৯.১১	৪.২৯	১৩.৫৬	৬.৭৮	৯.২২	১৩.২৭	৯.০৭	৪.২৭	১৩.২১	৬.৪৮	৮.৯২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	১১.২৯	৯.০৬	৩.৬১	১১.৪৪	৫.৭০	৭.৭৮	১১.২০	৯.০২	৩.৫৯	১১.০৯	৫.৪০	৭.৪৮
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	১১.২৯	৯.০৬	৩.৬১	১১.৪৪	৫.৭০	৭.৭৮	১১.২০	৯.০২	৩.৫৯	১১.০৯	৫.৪০	৭.৪৮
ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৪৯৮.০৪	-	-	-	-	-	৪৯৩.৩২
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.২৩	০.১৮	০.০৭	০.২৩	০.১২	০.১৬	০.২৩	০.১৮	০.০৭	০.২৩	০.১১	০.১৫

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে :

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

adventz

CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and nine month ended 31st December, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine month ended		Year Ended
		31/12/2024	30/09/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/03/2024
		Unaudited			Unaudited		Audited
	Reveue from operations						
(i)	Interest Income	26.44	47.61	109.07	147.98	301.23	393.05
(ii)	Dividend Income	38.83	12.94	25.85	53.34	37.69	42.18
(iii)	Rental Income	10.28	10.27	10.28	30.82	328.42	338.69
(iv)	Net gain on fair value changes	53.63	40.76	(2.79)	117.33	1.98	13.92
(v)	Profit on Sale of Investments	-	0.84	4.98	0.91	14.71	15.98
(I)	**Total Revenue from Operations**	**129.18**	**112.42**	**147.39**	**350.38**	**684.03**	**803.82**
(II)	**Other Income**	**-**	**16.75**	**-**	**20.25**	**-**	**0.24**
(III)	**Total Income (I+II)**	**129.18**	**129.17**	**147.39**	**370.63**	**684.03**	**804.06**
	Expenses						
(i)	Changes in inventories of stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
(ii)	Employees benefit expenses	37.01	34.29	30.12	94.77	71.45	118.69
(iii)	Depreciation and amortisation expense	2.66	2.56	1.06	7.48	2.87	4.26
(iv)	Other Expenses	7.33	41.52	21.38	67.54	71.45	102.90
(IV)	**Total expenses**	**47.00**	**78.37**	**52.56**	**169.79**	**145.77**	**225.85**
(V)	**Profit/(Loss) before exceptional item & tax (III-IV)**	**82.18**	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**578.21**
(VI)	**Exceptional Items**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(VII)	**Profit before Tax (V-VI)**	**82.18**	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**578.21**
(VIII)	**Tax Expenses :**	**-**	**-**	**-**		**-**	
1	Current Tax	-	-	-	-	-	123.12
2	Deferred Tax	-	-	-	-	-	(4.23)
(IX)	**Net Profit/(Loss) for the period (VII-VIII)**	**82.18**	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**459.32**
(X)	**Other Comprehensive Income/(Loss)**						
(a)	Items that will not be reclassified to profit or loss	-					-
	Remeasurment of defined benefit plan	-	-	-	-	-	(3.85)
	Gain/(Loss) on Equity Instruments through OCI	(793.75)	(2,104.40)	3,300.26	2,584.39	7,647.58	6,948.07
(b)	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	181.61	481.48	(755.09)	(591.31)	(1,749.76)	(1,588.84)
(XI)	**Total Comprehensive Income for the period**	(529.96)	(1,572.12)	2,640.00	2,193.92	6,436.08	5,814.70
(XII)	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
(XIII)	Other Equity	-	-	-		-	11,934.69
(XIV)	Earning per Share (not annualised for the interim period)						
a)	Basic	1.46	0.90	1.69	3.57	9.56	8.16
b)	Diluted	1.46	0.90	1.69	3.57	9.56	8.16

Notes :

1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th January, 2025.
2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4 Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
5 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided on the same.
6 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
7 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs.25000/- per month to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against the tenant in District Court and thereafter,by them in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off.
The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 and arrear rent till 15th June, 2021 has also been received from them as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant. The outstanding dues of the arrear rent are presently not ascertsinable, and due to ongoing disputes, the respective rental income is not accounted for, till recovery thereof.
8 The company received Rs.16,75,086/- during the 2nd quarter as interest on fixed deposit created by Registrar, High Court in respect of arrear rent deposited by West Bengal State Warehousing Corporation to him for Paharpur land as per High Court Order.
9 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. The above godown has been subleased to a tenant to who has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof.
10 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

adventz

CIN : L36993WB1995PLC069510
Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter and nine month ended 31st December, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine month ended		Year Ended
		31/12/2024	30/09/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/03/2024
		Unaudited			Unaudited		Audited
	Reveue from operations						
(i)	Interest Income	26.44	47.61	109.07	147.98	301.23	393.05
(ii)	Dividend Income	38.83	12.94	25.85	53.34	37.69	42.18
(iii)	Rental Income	10.28	10.27	10.28	30.82	328.42	338.69
(iv)	Net gain on fair value changes	53.63	40.76	(2.79)	117.33	1.98	13.92
(v)	Profit on Sale of Investments	-	0.84	4.98	0.91	14.71	15.98
(I)	**Total Revenue from Operations**	**129.18**	**112.42**	**147.39**	**350.38**	**684.03**	**803.82**
(II)	**Other Income**	**-**	**16.75**	**-**	**20.25**	**-**	**0.24**
(III)	**Total Income (I+II)**	**129.18**	**129.17**	**147.39**	**370.63**	**684.03**	**804.06**
	Expenses						
(i)	Changes in inventories of stock-in-trade	-	-	-	-	-	-
(ii)	Employees benefit expenses	37.01	34.29	30.12	94.77	71.45	118.69
(iii)	Depreciation and amortisation expense	2.66	2.56	1.06	7.48	2.87	4.26
(iv)	Other Expenses	7.33	41.52	21.38	67.54	71.45	102.90
(IV)	**Total expenses**	**47.00**	**78.37**	**52.56**	**169.79**	**145.77**	**225.85**
(V)	**Profit/(Loss) before exceptional item & tax (III-IV)**	**82.18**	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**578.21**
(VI)	**Exceptional Items**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
(VII)	**Profit before Tax (V-VI)**	**82.18**	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**578.21**
(VIII)	**Tax Expenses :**	**-**	**-**	**-**		**-**	
1	Current Tax	-	-	-	-	-	123.12
2	Deferred Tax	-	-	-	-	-	(4.23)
(IX)	**Net Profit/(Loss) for the period (VII-VIII)**	**82.18**	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**459.32**
(X)	**Share of Profit/(Loss) of Associates**	**733.26**	**644.20**	**530.61**	**1,949.64**	**1,234.56**	**1,554.96**
(XI)	**Net Profit/(Loss) for the period (IX-X)**	**815.44**	**695.00**	**625.44**	**2,150.48**	**1,772.82**	**2,014.28**
(XII)	**Other Comprehensive Income/(Loss)**						
(a)	Items that will not be reclassified to profit or loss	-					-
	Remeasurment of defined benefit plan	-	-	-	-	-	(3.85)
	Gain/(Loss) on Equity Instruments through OCI	(793.75)	(2,104.40)	3,300.26	2,584.39	7,647.58	6,948.07
	Share of Other Comprehensive Income of Associates	(54.99)	(3,945.29)	16,283.38	13,076.70	28,234.44	24,630.66
(b)	Income tax relating to the above (Deferred Tax)	181.61	481.48	(755.09)	(591.31)	(1,749.76)	(1,588.84)
(XIII)	**Total Comprehensive Income for the period**	**148.31**	**(4,873.21)**	**19,453.99**	**17,220.26**	**35,905.08**	**32,000.32**
(XIV)	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
(XV)	Other Equity	-	-	-		-	65,836.56
(XVI)	Earning per Share (not annualised for the interim period)						
a)	Basic	14.49	12.35	11.11	38.21	31.50	35.79
b)	Diluted	14.49	12.35	11.11	38.21	31.50	35.79

Notes :

1 The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th January, 2025
2 In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3 The Provision for current tax and statutory reserves, expected credit loss, gratuity & leave if any, will be provided at the year end.
4 Investment in Associate namely "Adventz Finance Private Limited" has been accounted as per Equity Method as per IND AS 28.
5 Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
6 Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided on the same.
7 Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
8 Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court.
KPT claimed compensation of Rs.1.36 crore. Initially as per direction of the Court the Company deposited a sum of Rs.25 lakhs and is also remitting cheque of Rs.25000/- per month to KPT.
The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against the tenant in District Court and thereafter,by them in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off.
The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 and arrear rent till 15th June, 2021 has also been received from them as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant. The outstanding dues of the arrear rent are presently not ascertsinable, and due to ongoing disputes, the respective rental income is not accounted for, till recovery thereof.
9 The company received Rs.16,75,086/- during the 2nd quarter as interest on fixed deposit created by Registrar, High Court in respect of arrear rent deposited by West Bengal State Warehousing Corporation to him for Paharpur land as per High Court Order.
10 Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. The above godown has been subleased to a tenant to who has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof.
11 Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

"The above is an Un-audited Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 filed with the stock exchanges pursuant to the Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The full format of Un-audited Standalone Financial Results along with Auditor's Review Report for the quarter and nine months ended 31st December, 2024 is available on the stock exchange websites (https://www.cse-india.com and https:// www.msei.in) and the Company website (https://www.poddarheritage.com) and can also be accessed by scanning the Quick Response Code (QR Code) given in this publication."

Segment wise Standalone Revenue, Results and Capital Employed for the quarter and nine month ended 31st December, 2024

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year Ended
		31/12/2024	30/09/2024	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2023	31/03/2024
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	Segment Revenue						
	a) Investments Activities	118.90	102.15	137.11	319.56	355.61	465.37
	b) Rental Activities	10.28	10.27	10.28	30.82	328.42	338.69
		129.18	**112.42**	**147.39**	**350.38**	**684.03**	**804.062**
2	Segment Results						
	a) Investments Activities	118.91	102.15	113.70	312.69	329.59	431.48
	b) Rental Activities	9.49	8.53	8.11	24.11	315.31	321.63
		128.40	110.68	121.81	336.80	644.90	753.11
	Less : Unallocable Expenses	46.22	76.63	26.98	156.21	106.64	174.90
		82.18	34.05	94.83	180.59	538.26	578.21
	Add : Unallocable Revenue	-	16.75	-	20.25	-	-
		82.18	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**578.213**
3	Segment Assets						
	a) Investments Activities	19,884.21	20,577.39	17,715.10	19,884.21	17,715.10	17,076.24
	b) Rental Activities	51.62	48.19	51.62	51.62	51.62	51.93
	c) Unallocable	43.19	64.47	117.38	43.19	117.38	85.11
		19,979.02	**20,690.05**	**17,884.10**	**19,979.02**	**17,884.10**	**17,213.28**
4	Segment Liabilities						
	a) Investments Activities	13.05	13.05	13.29	13.05	13.29	13.05
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,504.32	2,502.91	2,493.63	2,504.32	2,493.63	2,508.16
		2,574.10	**2,572.69**	**2,563.65**	**2,574.10**	**2,563.65**	**2,577.94**

Place : Kolkata
Dated : 30th January, 2025

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

Segment wise Consolidated Revenue, Results and Capital Employed for the quarter and nine month ended 31st December, 2024

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months ended		Year Ended
		31/12/2024	30/09/2024	31/12/2023	31/12/2023	31/12/2023	31/03/2024
		Unaudited			Unaudited		Audited
1	Segment Revenue						
	a) Investments Activities	118.90	102.15	137.11	319.56	355.61	465.37
	b) Rental Activities	10.28	10.27	10.28	30.82	328.42	338.69
		129.18	**112.42**	**147.39**	**350.38**	**684.03**	**804.06**
2	Segment Results						
	a) Investments Activities	118.91	102.15	113.70	312.69	329.59	431.48
	b) Rental Activities	9.49	8.53	8.11	24.11	315.31	321.63
		128.40	110.68	121.81	336.80	644.90	753.11
	Less : Unallocable Expenses	46.22	76.63	26.98	156.21	106.64	174.90
		82.18	34.05	94.83	180.59	538.26	578.21
	Add : Unallocable Revenue	-	16.75	-	20.25	-	-
		82.18	**50.80**	**94.83**	**200.84**	**538.26**	**578.21**
3	Segment Assets						
	a) Investments Activities	88,812.43	88,827.34	74,386.43	88,812.43	74,386.43	70,978.11
	b) Rental Activities	51.62	48.19	51.62	51.62	51.62	51.93
	c) Unallocable	53.20	64.47	117.38	53.20	117.38	85.11
		88,917.25	**88,940.00**	**74,555.43**	**88,917.25**	**74,555.43**	**71,115.154**
4	Segment Liabilities						
	a) Investments Activities	13.05	13.05	13.29	13.05	13.29	13.05
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,504.32	2,502.91	2,493.63	2,504.32	2,493.63	2,508.16
		2,574.10	**2,572.69**	**2,563.65**	**2,574.10**	**2,563.65**	**2,577.94**

Place : Kolkata
Dated : 30th January, 2025

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

প্রচারের আড়ালে থেকেই নিঃশব্দে ইডেন-কে জিতিয়ে চলেছেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাঁদিকের ছবিতে ইডেনে ইংল্যান্ডের কোচ ও প্রাক্তন কিউয়ি ক্রিকেটার ব্রেন্ডন ম্যাককালাম ধন্যবাদ জানাচ্ছেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়কে। ডানদিকের ছবিতে ইডেনে একসময় মাঠ ও পিচের তদারকিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও অভিষেক ডালমিয়ার সঙ্গে সুজন মুখোপাধ্যায় (বাঁদিকে)।

ফ্ল্যাশব্যাক ৮ অক্টোবর, ২০১৫। ইডেনে আধঘণ্টার ছিঁচকাঁদুনে বৃষ্টি। তা-ও ম্যাচ শুরুর প্রায় ঘণ্টা পাঁচেক আগে। খুব যে ভাসিয়ে বৃষ্টি স্রোত বলা যাবে না তবু কেন একটাও বল গড়াল না ইডেনের ২২ গজে? ভেস্তে গিয়েছিল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০। সে'সময় সৌরভ জমানা বেঙ্গল ক্রিকেটে। প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল ইডেনের ক্রিকেট পরিকাঠামো নিয়েই। তিনটে পাম্প চালিয়েও মাঠ প্রস্তুত হল না! দোষারোপের আঙুল উঠেছিল একজনের দিকেই, তিনি পিচ কিউরেটর প্রবীর মুখার্জী। হতাশ হয়েছিলেন সৌরভও। বলেছিলেন, এবার সত্যি ভাবতে হবে!

তিনি ভাবলেন। প্রবীর মুখার্জী গোঁসা করে বলে দিলেন আর সম্পর্কই রাখব না ইডেনের সঙ্গে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ডাক পাঠালেন সুজন মুখোপাধ্যায়কে। তুলে দিলেন ইডেন বাঁচানোর গুরুদায়িত্ব। যা ১০ বছর ধরে সম্মান অক্ষুন্ন রেখে চলেছেন তিনি। ব্যাটারও খুশ, বোলারও খুশ! অন্যদিকে মুখে হাসি অধিনায়কের আবার কর্ণধারদেরও। আর সব থেকে বড় কথা, দর্শকরা মনপ্রাণ ভরে উপভোগ করছেন ম্যাচ। ২০২৫-এ ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের জন্য যেমন যত্ন নিয়ে মাঠ প্রস্তুত করেছিলেন, তেমনই ইডেনে ঋদ্ধিমানের শেষ ম্যাচের জন্যও পিচের যত্ন নিতে কসুর করেননি। ফলে ম্যাককালাম থেকে বাটলার, অন্যদিকে সূর্যকুমার যাদব থেকে গৌতম গম্ভীর, এমনকি ঘরোয়া ক্রিকেটে কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ খেলতে নামা ঋদ্ধিমান সাহা, ইডেনের পিচ নিয়ে সবাই খুশি। শীতের সময় ইডেনে ম্যাচ করাটা সুজন মুখোপাধ্যায়ের কাছে ছিল মস্ত চ্যালেঞ্জ। ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচের আগের দিন শিশির থেকে মাঠ বাঁচাতে অনুশীলনের পরই পিচ সহ গোটা মাঠ ঢেকে রাখেন। মোতেরার নতুন স্টেডিয়াম যেখানে বৃষ্টির জল আটকাতে ব্যর্থ, তখন শীতের রাতের শিশিরকে ফ্যাক্টর হতে দেননি আন্তর্জাতিক ম্যাচে। যা একরকম নজিরবিহীন। সুজন মুখোপাধ্যায়কে ম্যাচের আগে যেমন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন দু'দলের তারকারা, তেমনই ম্যাচের পরেও। দুর্জন বলে সিএবির অন্দরে কয়েকজন কটাক্ষ করলেও, তাঁর সুনাম দশ বছর আগেও যতটা ছিল, ততটাই এখনও আছে। তিনি যে মাঠের প্রিয় বন্ধু। তিনি শত্রুদের মুখে ছাই দিয়ে দেওয়া 'অজাতশত্রু'। এককালে ইডেন পিচ ছিল মন্থর, স্লো টার্নার। রান উঠত না, বিতর্কও হত দেদার। কিন্তু ২০১৫ সালের পর থেকে ঘাস থেকে মাটি- সব কিছু পরিবর্তন করে পুরো পাল্টে ফেলা হয় পিচ। গতি-বাউন্স দুটোকেই ফিরিয়ে আনা হয়। পেসাররা সুবিধে পেতে শুরু করেন, স্ট্রোক প্লেয়ারদের স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠে ইডেন। সুজন মুখোপাধ্যায় এই সাফল্য একা নিতে চান না। এ সম্ভব হয় মাঠকর্মীদের জন্য তা বারবার স্বীকার করে নেন। রঞ্জিত, শঙ্করদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাঠ তৈরিতে দেখা যায় তাঁকে। অতীতেও তিনি বলেছেন, 'আমার কাজ মাঠের পিচ তৈরি করা। সেটাই করে যাব। মানুষ যেন ভাল ক্রিকেট দেখতে পান, সেই চেষ্টাই করব।'

BONGAON MUNICIPALITY

Development work at different places within Bongaon Municipality. Tender reference - NIT NO : 94/B.M./2024-2025/PWD to NIT NO-96/B.M./2024-2025/ PWD, Dt. 30.01.2025. 1. Last date and time of receiving application for tender documents : 07.02.2025 at 04:00 hrs. 2. Last date and time of purchasing for tender documents : 10.02.2025 at 04:00 hrs. 3. Date, time and place for dropping of tender documents : 12.02.2025 at 03:00 hrs. 4. Date, time and place for Opening of tender document : 12.02.2025 at 04:00 hrs. All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- Chairman
Bongaon Municipality

DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY

NOTICE INVITING E-TENDAR 1st Call
WB/PMID/DAS-I/EO-10/24-25, Memo No-125, Date-29/01/2025

Tender Through inviting by the undersigned from the bonafied and experienced contractor, Registered Engineers Co-Operative societies & labour Co-Operative societies having credential of similar type of work at Daspur-I Panchayat Samity. Bid Submission Start Date- **30.01.2025.** Bid Submission end Date- **14.02.2025.** Bid Opening Date- **17.02.2025.** For Details Please Visit website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Daspur-I Panchayat Samity
Daspur :: Paschim Medinipur

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-TENDER NOTICE

Chairperson , Pujali Municipality, invites e-Tender for NIT no. **065 / PM / PWD / 2024-25,** Dated: **30/01/2025** for Permanent Road restoration work of Bituminous Road (balance part) Damaged due to Laying of Water Service Pipe Line under AMRUT 2.0 under Pujali Municipality at ward no 1, 3, 5, 11, 12 & 14. Tender submission closing date **15/02/2025 at 14:00 hrs.** For details visit: **www.wbtenders.gov.in,** website: **www.pujalimunicipality.in,** office Notice Board.

Sd/- **Tapas Biswas**
Chairperson
Pujali Municipality

The University of Burdwan, Dept. of Zoology Hiring Next-Generation Sequencing Service (Ref. ZOO/SKH/SERB/Service/24-25/02) for more details visit wbtenders.gov.in

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF SANTIPUR MUNICIPALITY
e-TENDER NOTICE

Santipur Municipality invite 2 nos online tender for 1) Tender ID: **2025_MAD_808672_1:** Construction of RCC drain with RCC cover slab starting from end of P22 drain to Dr B C Roy Road PWD Culvert Ward no 19 in Santipur Municipality Under AMRUT 2) Tender ID: **2025_MAD_808698_1:** Repairing and renovation of furnace 1 of Santipur Electric Crematorium, Ward No. 24 under Municipal Fund. Last date of BID submission for Sl. No. 1 is **08.02.2025 upto 10:00** a.m and Sl. No. 2 is **15.02.2025 upto 10:00 a.m** others details will be available in **www.santipurmunicipality.in** and **http://www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- **Chairman,**
Santipur Municipality

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **১. টেন্ডার নং ঃ এসএসই/এস/১৯/রিপেয়ার/পি। টিম-বি। ২. কাজের নাম ঃ** ০৭টি ত্রুটিযুক্ত বৈদ্যুতিকভাবে পরিচালিত হাইড্রলিক ক্রিম্পিং পাম্প টুল (সংখ্যা পাম্প মডেল নং ১৭২এ-৫০-২২০ = ০৪টি এবং পাম্প মডেল নং পিই৫৫২এস-৫০-২২০ = ০৩টি) মেরামতি নির্মাণ-এসপিএক্স পাওয়ার টিম। **৩. টেন্ডারের ধরন ঃ** ওয়ার্কস। **৪. টেন্ডার ফর্ম (নথি) (টাকা) ঃ** ₹ শূন্য। **৫. কাজের প্রাথমিক মূল্য (টেন্ডার মূল্য) (জিএসটি অন্তর্ভুক্ত) (টাকা) ঃ ₹ ১৪,২৮,৯২১/- (চোদ্দ লাখ আঠাশ হাজার নয়শো একুশ টাকা মাত্র)। ৬. প্রদেয় বায়না অর্থ (নিকটতম ১০০ তে রূপান্তরিত) (টাকা) ঃ ₹ ২৮,৬০০/- (আঠাশ হাজার ছয়শো টাকা) মাত্র। ৭. কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২০ দিন। **৮. দরপ্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৯০ দিন। **৯. টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ ১১/০২/২০২৫। ১০. টেন্ডারদাতার যোগ্যতা (দরপ্রস্তাবের সঙ্গে দাখিল বাধ্যতামূলক) সংস্থা যা দাখিল করবে ঃ** ১. কাজ সম্পূর্ণ করার শংসাপত্র/এলওএ-র কপি/ ডব্লুও-র কপি (যা কোনো সরকার/রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত) যা একই মডেলের সরঞ্জাম বা মেশিন মেরামতির বা সমতুল প্রকৃতির মেরামতি কাজের জন্য প্রাপ্ত হয়েছে। ২. প্যান কার্ড, আধার কার্ড, জিএসটি রেজিস্ট্রেশন। ৩. যথাযথ ভাবে পূরণ করা ১,২,৩ ও ৪ নং অ্যানেক্সার, ব্যাঙ্কের ক্যান্সেলড চেক সহ ব্যাঙ্ক ডিটেলস। ৪. ক্র. নং ১-এর অধীনে বাধ্যতামূলক নথি ওইএম/ওইএম অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টার (ভারত) ('এসপিএক্স পাওয়ার টিম') -এর দাখিল করতে হবে না। কিন্তু অনুমোদিত সার্ভিস ডিলার বৈধ টেন্ডার স্পেসিফিক অথরাইজেশন সার্টিফিকেট ও তৎসহ সার্ভিস সার্টিফিকেট (যা ওইএম কর্তৃক প্রদত্ত/সম্পর্কযুক্ত) এবং একটি পিও কপি (ভারতের যেকোনো স্থানে সমতুল মেশিন সরবরাহ/মেরামতির জন্য) দাখিল করবেন। **দ্রষ্টব্য ঃ** ১. দরপ্রস্তাব প্রদানের পূর্বে, সাম্প্রতিকতম জিসিসি ওয়ার্কস ২০২২ এবং সংশোধনী সহ সকল সংশোধনী স্লিপ যা **www.gem.gov.in** এই লিঙ্ক-এ আপলোড করা হয়েছে তা পড়ে নেওয়া বাধ্যতামূলক। ২. রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in/Gem** এবং **www.clw.indianrailways.gov.in** -এ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে।

PR8/784 ডেপুটি সিইই/ইএল/সিএলডব্লু/সিআরজে

আমাদের লাইক করুন : www.facebook.com/clwrailways

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টেলিকম-গিয়ারস -২৫, তারিখ ২৯.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-টেলিকম-গিয়ারস -২৫**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়াতে টেলিকম সম্পদগুলির নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য টেলিকম গিয়ারগুলির পুনর্বাসন। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ২,২৪,৫২,২২০.১৮ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৬২,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টে ৪৯ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.০২.২০২৫। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** HWH-574/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ ই-টেন্ডার/২০২৫/০৩, তারিখ ২৯.০১.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), দঃ পূঃ রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা সামগ্রীর প্রেক্ষিতে উল্লিখিত তারিখে **দুপুর ৩টার আগে** জমা করতে হবে এবং **খুলবে দুপুর ৩.৩০ মিনিটে ঃ ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; কাজের বিবরণ; টেন্ডার মূল্য; বায়না মূল্য ঃ (১) ই-কেজিপি-এইচকিউ-০৩-২০২৫;** অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/সেটলমেন্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে খড়গপুরে সেন্ট্রালাইজড টেলিকম স্টোরের জন্য গোডাউন ও অফিসের নির্মাণকাজ; ১,৯১,৫৮,২৩১.০৬ টাকা; ২,৪৫,৮০০ টাকা। **(২) ই-কেজিপি-ইস্ট-০৬-২০২৫;** ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/ইস্ট/খড়গপুরের অধিক্ষেত্রের অধীনে শালিমার স্টেশনে একটি নতুন ৬০ শয্যার রানিং রুমের নির্মাণকাজ (২য় কল); ৩,৩১,২৪,১৬৫.২৬ টাকা; ৩,১৫,৬০০ টাকা। **(৩) ই-কেজিপি-সাউথ-০৬-২০২৫;** এএক্সইএন/বিআরএল/খড়গপুরের অধীনে হাওড়া- সাঁতরাগাছি-আমতা শাখায় ব্রিজ নং ৪ (১x৩০.৫ মি), ৬ (১x৪৫.৭ মি), ২০বিএসি (১x৪৫.৭ মি), ৭৫ (১x৩০.৫ মি), খড়গপুর-রূপসা-রাজালোকা শাখার ব্রিজ নং ১৬৮আপ (১x১২.২ মি + ৩ x ৩০.৫ মি), ৪৮এসএল (২x৩০.৫ মি), ১০৫এসএল (৩x৩০.৫ মি), তমলুক-দীঘা শাখার ব্রিজ নং ৩০এসএল (১x৩০.৫ মি), ৩৫এসএল (১x৩০.৫ মি), ৮৫এসএল (১x৪৫.৭ মি), ১১০এসএল (১x৩০.৫ মি), ১২৯এসএল (২x১২.২ মি পিএসসি + (১x৩০.৫ মি), ১৩৫এসএল (১x৪৫.৭ মি), ১৬০এসএল (১x৪৫.৭ মি) এবং খড়গপুর-নিমপুরা-টাটানগর শাখায় আরওআর-৫ (১x৩০.৫ মি), আরওআর-২ (১x৪৫.৭ মি) এবং ১৩৩এ আরওআর (১x১৪.৭ মি)-এ স্টিল গার্ডার ব্রিজের পার্শ্ববর্তী পথের নির্মাণকাজ; ৪,২১,০৩,০৭৬.০১ টাকা; ৩,৬০,৫০০ টাকা। **(৪) ই-কেজিপি-ইস্ট-০৭-২০২৫;** সাঁতরাগাছির কাজের সম্পাদন ঃ ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/পূর্ব-এর অধিক্ষেত্রাধীনে সাঁতরাগাছি কোচিং ইয়ার্ডের রিসেপশন ইয়ার্ডে পিটের সম্প্রসারণ ও সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এলএইচবি রেক পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর ব্যবস্থাকরণ সমেত ০২টি লাইনের (লাইন নং ৪ ও ৫) সম্প্রসারণ। (২য় কল); ১৫,৫০,৩৬,৭৯০.৬৫ টাকা; ৯,২৫,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিটির জন্য ০.০০। **খোলার তারিখ ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ১১.০২.২০২৫, ক্রঃ নং ২-এর জন্য ১৭.০২.২০২৫, ক্রঃ নং ৩-এর জন্য ১৮.০২.২০২৫ এবং ক্রঃ নং ৪-এর জন্য ২০.০২.২০২৫। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ১২ মাস, ক্রঃ নং ২-এর জন্য ০৯ মাস এবং ক্রঃ নং ৩ ও ৪-এর জন্য ১৮ মাস। **বিড শুরুর তারিখ ঃ** ক্রঃ নং ১-এর জন্য ১৭.০১.২০২৫ থেকে ১১.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত, ক্রঃ নং ২-এর জন্য ০৩.০২.২০২৫ থেকে ১৭.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত, ক্রঃ নং ৩-এর জন্য ০৪.০২.২০২৫ থেকে ১৮.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত এবং ক্রঃ নং ৪-এর জন্য ০৬.০২.২০২৫ থেকে ২০.০২.২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **"ww.ireps.gov.in"** দেখতে পারেন। **(PR-1081)**

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিশ

ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নোক্ত কাজের জন্য অনলাইনে (ই-টেন্ডাররিং) "অবাধ" ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন :

টেন্ডার নোটিশ নং : ইএল-এমডব্লুএস-জিকেপি-২০২৪-২৫-২০, কাজের বিবরণ : গোরক্ষপুর মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপে নন এসি আরএ এস তে ফ্লেমলেস কুকিং এর ব্যবস্থাকরণ। আনুমানিক মূল্য : ১১,৯৭,৫০৭.৩০ টাকা, ইএমডি পরিমাণ : ২৪,০০০ টাকা, টেন্ডার নথি মূল্য : নেই, সম্পাদনের মেয়াদ/অ্যাকসেপটেন্স পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে মেয়াদ : ১২ মাস।

- অনলাইনে ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ২১.০২.২০২৫ বেলা ১১ টা পর্যন্ত।
- টেন্ডার দাখিলের সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানতে ভারতীয় রেলওয়ে আইআরইপিএস অফিসিয়াল ওয়েবসাইট *www.ireps.gov.in* দেখুন।

ডে. চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ডব্লুএস)

CPRO/Vidyut-227 গোরক্ষপুর

কখনও ছাদে এবং ফুট বোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY

(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-38/24-25

Exe. Engr.(Elect.) ADDA invites **Item Rate Tender** (Online Bid System) for the work **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_808952_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Elect.) ADDA.

Sd/-
Exe. Engr. (Elect.), ADDA

DUM DUM MUNICIPALITY

44, Dr. Sailen Das Sarani, Kolkata - 700028

DUM DUM MUNICIPALITY HAS PUBLISHED 02 tenders in the Govt website: "wbtenders.gov.in." related to Bituminous Road Work with Mastic Asphalt under DMA within Dum Dum Municipality vide memo no 1145/DDM/GEN/24-25 Dtd 29.01.2025 e-NIT, Last Date for Dropping Bid- 15.02.2025, technical bid opening date -17.02.2025.

Sd/-
Chairman
Dum Dum Municipality

OFFICE OF THE
NATUNGRAM GRAM PANCHAYAT

UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEVELOPMENT BLOCK
MURAGOAR, TALGACHI, MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail: natungramgp@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: NGP-09/2024-2025, Dated: 30-01-2025.** The last date for online submission of tender is **07-02-2025 (Thursday) upto 14:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Sangita Roy
(Prodhan, Natungram G.P.)

Nischinda Gram Panchayat

Bally, Howrah

Re E-TENDER & E-TENDER INVITING NOTICE

Re Electronic Tenders & Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Re e-NIT No. 59/NGP/2024-25, 62/NGP/24-25 (3rd Call) & e-NIT No. 64/NGP/2024-25, 65/NGP/24-25.** Published date: **31/01/2025 at 09 :00 AM.** Last date of Bid submission: **08/02/2025 up to 12:15 PM.** Date of opening: **10/02/2025 at 12:30 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

OFFICE OF THE
RANINAGAR-II GRAM PANCHAYAT

UNDER RANINAGAR-II DEVELOPMENT BLOCK KUPTALA,
NABIPUR, RANINAGAR, PIN-742308
e-mail: raninagar2@gmail.com

NOTICE INVITING e-Tender

e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 11/2024-25/Rani-II GP & 12/2024-25/Rani-II GP Dated:- 29/01/2025** The last date for online submission of tender is **06/02/2025 (Thursday); up to 14:00 Hours.**
For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Golam Murtaja
(Prodhan, Raninagar-II G.P.)

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad

E-tendersare invited by the authority of Beldanga Municipality for –

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Amount (in Lakh)	Last date for submission
1.	Construction of Road	WB/MAD/ULB /BEL/NIeT-13/2023-24(4th Call)	1.92	10.02.2025 at 2.00 PM
2.	Construction of Mastic Asphalt Road	WB/MAD/ULB /BEL/NIeT-02/2024-25(3rd Call)	21.12	17.02.25 at 2.00 PM
3.	Construction of Mastic Asphalt Road		15.69	
4.	Construction of Drain	WB/MAD/ULB /BEL/NIeT-08/2024-25(2nd Call)	3.22	10.02.2025 at 2.00 PM
5.	Construction of Over Head Barriers	WB/MAD/ULB /BEL/NIeT-13/2024-25	14.45	17.02.2025 at 2.00 PM
6.	Maintenance of concrete road, drain & cover slab		6.86	

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট IV { রুল ৮(১)}
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১৯.১১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা ১. মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা - গ্রাম - সাঁজুয়া পো - বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন - ৭৪৩৫১৩, ২. শ্রী ত্রিদিপ মন্ডল (অংশীদার/জামিনদাতা) (অংশীদার - মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং) ঠিকানা - গ্রাম - সাঁজুয়া পো - বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন - ৭৪৩৫১৩ ৩. শ্রীমতী টিনা মন্ডল স্বামী ত্রিদিপ মন্ডল (অংশীদার/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) (অংশীদার - মেসার্স মহারাজা প্যাকেজিং) ঠিকানা - গ্রাম - সাঁজুয়া পো - বাখরাহাট, থানা - বিষ্ণুপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা পিন - ৭৪৩৫১৩ লোন অ্যাকাউন্ট বিদ্যানগর শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ ১,৪৮,১৪,১৯৯.৪৬ টাকা (এক কোটি আটচল্লিশ লাখ চোদ্দ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ১৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত, নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন ৩০ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে।

ঋণগ্রহীতকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া ১,৪৮,১৪,১৯৯.৪৬ টাকা (এক কোটি আটচল্লিশ লাখ চোদ্দ হাজার একশ নিরানব্বই টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা) টাকা ১৮.১১.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ :

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ১০ শতক বা ৬ কাঠা এবং তদস্থিত এক ইটের তৈরি দেওয়াল অ্যাসবেস্টস শেড, গ্রাম : সাঁজুয়া, বিবিরহাট, বাকরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বিষ্ণুপুর, এডিএসআরও বিষ্ণুপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মৌজা : সাঁজুয়া খতিয়ান নং ১১৬/২৯ নতুন খতিয়ান নং ১১১০, দাগ নং ১৭২, জেএল নং৪৩, তৌজি নং ৩৯৭, রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল নং ১০৮১-২০০৬ সালের, শ্রীমতি টিনা মন্ডল, স্বামী ত্রিদীপ মন্ডলের নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি এবং ভবন দাগ নং ৫৩; **দক্ষিণে :** ৩০ ফুট চওড়া সড়ক; **পূর্বে :** জমি দাগ নং ৫৬; **পশ্চিমে :** সম্পত্তি দাগ নং ১৭২(অংশ)।

তারিখ : ৩০.০১.২০২৪, স্থান : কলকাতা **স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫৬৮০০; ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			নয় মাস সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩১.১২.২০২৪	৩০.০৯.২০২৪	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	৩১.১২.২০২২	৩১.০৩.২০২৪
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৩.৯১	৩৮৫.৬০	৩৮১.০০	৩৮২.৯৪	৭৫৭.১৬	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৩.৯১	৩৮৫.৬০	৩৮১.০০	৩৮২.৯৪	৭৫৭.১৬	৭৫৫.১৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৪০.৯১	২৭৯.১৩	২৭৫.৩৫	৩১৩.৪৭	৫৪৬.৫১	৫২৯.১৫
মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের সমন্বিত লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী))	৪০.৯১	২৭৯.১৩	২৭৫.৩৫	৩১৩.৪৭	৫৪৬.৫১	৫২৯.১৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	১,৭৬১.১০
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	১.৮৩	১২.৪৬	১২.২৯	১৩.৯৯	২৪.৩৯	২৩.৬১

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ এবং নীচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ জানুয়ারি, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড

রেজিঃ অফিস : "বিড়লা বিল্ডিং", ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
CIN : L34103WB1942PLC018967 টেলি: +৯১ ০৩৩ ২২৪২০৯৩২ ফ্যাক্স: +৯১ ০৩৩ ২২৪৮০০৫৫
ই-মেল : hmcosecy@hindmotor.com; ওয়েবসাইট: www.hindmotor.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় / অন্যান্য আয়	৬৩০	২,৩৩২	১,২৫৫
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	৪৮৬	১,৯৫৬	১,১২২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪৮৬	১,৯৫৬	১,১২২
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৩৩৪	১,৬২৮	১,১২২
মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৩৩১	১,৬২৪	১,১২৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ারের ক্ষেত্রে পরিমাণ ব্যতীত)	১০৪৩৩	১০৪৩৩	১০৪৩৩
শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু ৫/- টাকা প্রতি শেয়ার) মৌলিক এবং মিশ্রিত :	০.১৬	০.৭৮	০.৫৪

দ্রষ্টব্য :
১. ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
২. ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.hindmotor.com -তে।

তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, ২০২৫
স্থান : কলকাতা

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
(উত্তম বোস)
ডিরেক্টর

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রী শিবনারায়ন মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়), পিতা ৺যামিনী ভূষণ মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়) ওরফে যামিনী মুখোপাধ্যায়, **২) শ্রীমতি মালা মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়)** স্বামী ৺ইন্দ্র নারায়ন মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়), **৩)শ্রী সুজাত মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়)** পিতা ৺ইন্দ্র নারায়ন মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়) সকলের সাকিম ৭৮ নং গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া-৭১১২০১, **৪)শ্রীমতি কবিতা চক্রবর্ত্তী** স্বামী শ্রী শিবাজি চক্রবর্ত্তী সাকিম সতীষ চক্রবর্ত্তী লেন, বালি, হাওড়া-৭১১২০১, **৫)শ্রীমতি চ্যাটার্জ্জী দেবশ্রী** পিতা ৺সচীন্দ্রনাথ সাকিম বি/৬, যোগেশ্বর এ্যাপার্টমেন্ট, জজ্ বাংলোস রোড, বোদাকদেভ, ডি.সি.বি. আহমেদাবাদ সিটি, আহমেদাবাদ, গুজরাট-৩৮০০৫৪ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 28/09/2021 তারিখে ডি.এস.আর-II হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0091/2021 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমাকে **(শ্রী সৌরিশ মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়)** পিতা শ্রী শিবনারায়ন মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়), সাকিম ৭৮ নং গোস্বামীপাড়া রোড, বালি, হাওড়া-৭১১২০১) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 02/01/2025 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-0046/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ বসির আহম্মদ,** পিতা সেখ আবুল সামাদ সাকিম যদুপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০২ মহাশয়কে বিক্রয় করি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা যদুপুর, ১০২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩০ নং খতিয়ানে,
১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৬৯ শতক মধ্যে ৪২ শতক,
২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৬৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৫ শতক মধ্যে ০৫ শতক,
৩)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭০ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৭ শতক মধ্যে ০২ শতক,
৪)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৭৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ৩১ শতক মধ্যে ০৮ শতক,
৫)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৪৩ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৮ শতক মধ্যে ০৭ শতক,
৬)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৪৬ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৩ শতক মধ্যে ০৩ শতক,
৭)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৪ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ১৫ শতক মধ্যে ০৪ শতক,
৮)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৫ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০৩ শতক মধ্যে ০১ শতক,
৯)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১৫৬ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় ০৫ শতক মধ্যে ০১ শতক,
১০)সাবেক তথা হাল এল.আর. ১১৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২৭ শতক মধ্যে ২৭ শতক,
১১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৪৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ১৯ শতক মধ্যে ১৯ শতক,
একুনে ১টি খতিয়ানে ১১ টি দাগে মোট ১১৯ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **সেখ বসির আহম্মদ,** পিতা সেখ আবুল সামাদ, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি -শ্রী সৌরিশ মুখার্জ্জী(মুখোপাধ্যায়)
আমমোক্তার

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **০৬.১১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা **শ্রী প্রীতম ভট্টাচার্য, শ্রী ব্রজ গোপাল ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী তৃপ্তি ভট্টাচার্য** হরিশ মুখার্জি রোড শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৩,৩৮,৬৩৬.০০ টাকা (তেতাল্লিশ লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো ছত্রিশ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া ৪৪,৪৬,৪১১.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ ছেচল্লিশ হাজার চারশ এগার টাকা) ২৭.০১.২০২৫ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।

"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নিম্নোক্ত সম্পত্তির জন্য :

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সারসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৬৫৫৪৬৮৮০: সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০৬৪৬৬০৩৮৩ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, অবস্থিত চতুর্থতলে, উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ দিকে (সামনের অংশে) পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০০২ বর্গফুট, ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট এবং ১ বারান্দা এবং এক মাঝারি মাপের ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাণ ১২০ বর্গফুট কমবেশি উক্ত জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি প্রেমিসেস নং ১৪৪২ , সার্ভে পার্ক, কলকাতা ৭০০০৭০ বর্তমানে কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯ অধীন, থানা : সার্ভে পার্ক, অবস্থিত জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক ৯ বর্গফুট কমবেশি স্কিম প্লট নং ২ এবং ২/১, মৌজা : রাজাপুর, জেএল নং ২৩, আরএস নং ১৪,কালেক্টরেট তৌজি নং ১০৩, সিএস দাগ নং ৯৮১/৯৮৭স সিএস খতিয়ান নং ২৯৪, আরএস দাগ নং ১০২৭, আরএস খতিয়ান নং ২৬১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৯, প্রেমিসেস নং ১৪৪২, সার্ভে পার্ক, থানা : সার্ভে পার্ক, সাব রেজিস্ট্রি/এডিএসআর অফিস শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জোন : নন্দন কানন থেকে নন্দন কানন। সম্পত্তি শ্রী প্রিতম ভট্টাচার্য, শ্রী ব্রজ গোপাল ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি তৃপ্তি ভট্টাচার্যর নামে।	**চৌহদ্দি - উত্তরে :** জমি স্কিম প্লট নং ১ **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ **পূর্বে :** জমি স্কিম প্লট নং ১ **পশ্চিমে :** ২০ ফুট চওড়া রাজাপুর সড়ক

তারিখ : ২৭.০১.২০২৫, স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধান নগর,
কোড নং: ১৫৩৪২,জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর), ১/১৬ ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

এ/সি নং- ৩৫৭০৬০৭১৮৩৪ (এইচবিএল), এ/সি নং-৩৭৯৮০৬৬১২৭৮১ (টপ-আপ), ৩৫৭১১০৪৫৪৮০ (সুরক্ষা লোন)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর নং-৫৪) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৩** -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে **২৫.০৯.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা: শ্রী অনন্ত গোস্বামী পিতা- অমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী ঠিকানা- ২৮, প্রান্তিক সরণি, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, পোস্ট- রবীন্দ্র নগর, যুব কর্নার ক্লাবের কাছে, থানা- দমদম জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০৬৫** -কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৪,৬২,৮৯৭.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ বাষট্টি হাজার আটশ সাতানব্বই টাকা মাত্র) ২৫.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল ।

ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮ জানুয়ারি, ২০২৪** তারিখে।

বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৪,৬২,৮৯৭.০০ টাকা (চৌদ্দ লক্ষ বাষট্টি হাজার আটশ সাতানব্বই টাকা মাত্র) ২৫.০৯.২০২৪ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আরএসিপিসি, বিধান নগর শাখার ধার্য সাপেক্ষ হবে।

ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

মালিকানাধীন আবাসিক ইউনিট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সমগ্র **১ম** ফ্লোর পরিমাপ প্রায় ১৩০২ বর্গফুট, উক্ত ভবনের নীচে প্রায় ৩ কাঠা, ১০টি ছটাক কমবেশি জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার তিন তলা পাকা ভবন সহ, মৌজা-গোদুল, জে.এল. নং ১৬, রে. সা. নং ২১, তৌজি-১৭২, খতিয়ান নং ৪০১, সি.এস. খতিয়ান নং ৪০৩, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৯, আর.এস. দাগ নং ৯৪৫, এল.আর. দাগ নং ১৭৮৩, হোল্ডিং নং ৫ প্রান্তিক সরণি, থানা- দম দম, এডিএসআরও- কাসিপুর দম দম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। **২০১১ সালের দলিল নং ০৩৫০৭।**

সম্পত্তিটি শ্রী অনন্ত গোস্বামী পিতা- অমরেন্দ্র নাথ গোস্বামীর নামে আছে।

সীমানা:- উত্তর- ১৬ ফুট পৌর সড়ক, দক্ষিণ- শ্রী চন্দন বিশ্বাসের জমি, পূর্ব- শ্রীমতি আলোক বোসের প্রাক্তন বাড়ি, পশ্চিম- শ্রী সৌরভ মালাকারের বাড়ি দ্বারা।

বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ : ২৮.০১.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএসিপিসি, বিধাননগর

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

প্রেক্ষাগৃহে এখন কেবলই বিনোদিনী

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

পরিচালক রামকমল মুখার্জি সিনেমা হলে তুলে ধরলেন এক সোনালী ইতিহাস যে ইতিহাস তৈরি হয়েছিল বিনোদিনী দাসী ওরফে নটী বিনোদিনীর জীবন কাহিনী দিয়ে। সম্প্রতি মুক্তি প্রাপ্ত রাম কমল মুখার্জি পরিচালিত বিনোদিনী একটি নোটির উপাখ্যান সিনেমাটি বিনোদিনী দাসীর জীবন কাহিনীকে তুলে ধরে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেই তৈরি করা হয়েছে। শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে সেই বিনোদিনী দাসীর যিনি ১৮৭০ সালে নাট্য মঞ্চে রাজত্ব করেছেন। এক বারবনীতা কিভাবে অভিনেত্রী তথা নাট্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে সেই জীবনী নিয়েই রামকমল মুখার্জি এবং দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্সের প্রযোজনায় এই ছবি। বলাই বাহুল্য এই ছবিটি বিনোদিনী দাসীর বায়োপিক। ছবির গল্পটি আবর্তিত হয়েছে পুতি নামে একটি তরুণীকে নিয়ে যার পোশাকি নাম স্বরা ভট্টাচার্য। এই তরুণী অভিনেত্রী হতে চায়। স্বপ্ন দেখে অভিনেত্রী হওয়ার গোলাপ (যার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চান্দ্রেয়ী ঘোষ)নামে এক পতিতার কাছ থেকে বিবিধ কৌশলের সূত্রে ওই তরুণী অভিনয় করার সুযোগ পান থিয়েটারের। শীঘ্রই তিনি উচ্চ প্রশংসিত নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সান্নিধ্যে আসেন যার পরামর্শ গ্রহণ করে তিনি গিরিশচন্দ্র ঘোষের (যার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কৌশিক গাঙ্গুলী) নাটকের সুযোগ পান। এর পরের কয়েক বছরের মধ্যেই পুতি একজন পরিচিত অভিনেত্রী হয়ে ওঠেন। সেই সময় তার নাম হয়ে ওঠে নটী বিনোদিনী এবং এই নামই তিনি বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিনোদিনী দাসী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাওয়া কিছু ছবির রামকবাল মুখার্জির কাস্টিং করা অভিনেতা অভিনেত্রীদের অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। সিনেমাটিতে বিনোদিনীর ছোটবেলার বা জীবন যাপনের দৃশ্য না দেখিয়ে একেবারে সেই দৃশ্য থেকেই সিনেমাটা শুরু করা হয়েছে বা প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে বিনোদিনী দাসী সম্পূর্ণরূপে অভিনেত্রী হিসেবে সু প্রতিষ্ঠিত এবং সু পরিচিত।

এই ছবিতে বিনোদিনীর প্রথম প্রেম অর্থাৎ কুমার বাহাদুরের সঙ্গে তার সম্পর্ককে ভালোভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কুমার বাহাদুরের চরিত্রে ওম সাহানি। তার একেবারে সুনিপুন অভিনয় না হলেও এই চরিত্রটিতে তিনি মানিয়ে গিয়েছেন। রাঙা বাবুর চরিত্রে রাহুল বসুর অভিনয় চমকপ্রদক। কৌশিক গাঙ্গুলী চরিত্রাভিনেতা হিসেবে যথেষ্ট দক্ষ তারা পরিচয় দিয়েছেন এই ছবিটিতে। তিনি যথাযথভাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

টানা ৫ বছর সংগ্রামের শেষে রাম কমল মুখার্জির দাঁড় করিয়েছেন তার এই ছবিটি।বিনোদিনী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির দিনেই হাউসফুল। এই ছবিটিতে রুক্মিণীর অভিনয় কেবলমাত্র আকর্ষণীয়ই নয় বরং রুক্মিণী যেন এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণা। একটা চরিত্রে কিভাবে প্রবেশ করতে হয় কিভাবে চরিত্র টাই হয়ে উঠতে হয় রুক্মিণী, তার অভিনয়ের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে এই সিনেমাটিতে। এই সিনেমাটি ট্রেলার টি দেখলেই বোঝা যায় যে চরিত্র বাস্তবায়নে রুক্মিণী মৈত্র কতটা খেটেছেন বিশেষ করে এমন একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ক্ষেত্রে।

টানা ৫ বছর সংগ্রামের শেষে রাম কমল মুখার্জির দাঁড় করিয়েছেন তার এই ছবিটি। বিনোদিনী প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির দিনেই হাউসফুল। এই ছবিটিতে রুক্মিণীর অভিনয় কেবলমাত্র আকর্ষণীয়ই নয় বরং রুক্মিণী যেন এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণা। একটা চরিত্রে কিভাবে প্রবেশ করতে হয় কিভাবে চরিত্র টাই হয়ে উঠতে হয় রুক্মিণী, তার অভিনয়ের মাধ্যমে সেটা প্রমাণ করে দিয়েছে এই সিনেমাটিতে। এই সিনেমাটি ট্রেলারটি দেখলেই বোঝা যায় যে চরিত্র বাস্তবায়নে রুক্মিণী মৈত্র কতটা খেটেছেন বিশেষ করে এমন একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ক্ষেত্রে। সিনেমায় তার কথক নৃত্যশৈলী অনন্যভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মূলত এটা স্পষ্ট যে এই সিনেমায় কথক নৃত্যের জন্য রুক্মিণী নিত্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

সিনেমায় তার কথক নৃত্যশৈলী অনন্যভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। মূলত এটা স্পষ্ট যে এই সিনেমায় কথক নৃত্যের জন্য রুক্মিণী নিত্য প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। রুক্মিণী মৈত্রের পাশাপাশি অন্যান্য নৃত্যশিল্পীরাও তাদের দক্ষতা মিলে ধরেছে যেন কেউই কম যান না। চরিত্র বাস্তবায়নে রুক্মিণী এতটাই তৎপর ছিলেন যে তিনি বোধহয় নিজের নামটাও যে ভুলে গিয়েছিলেন সেটা স্পষ্ট।রুক্মিণী মৈত্র ছাড়াও এই ছবিতে আরেকজনের অভিনয় দর্শককে আকৃষ্ট করেছে তিনি হলেন চন্দন রায় সান্যাল রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভূমিকায় তার অভিনয় স্বল্প হলেও তিনি এই স্বল্প সময়ে চোখে জল এনেছেন দর্শকদের। তার নিপুন অভিনয়শৈলী এই ছবিতে তার যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে সেটা তাকে আরো সাফল্যমন্ডিত করতে সহায়তা করবে ভবিষ্যতে। এছাড়া মীর আফসার আলী এবং অন্যান্য পার্শ্বচরিত্ররা এই সিনেমাটির সাথে নিজেদেরকে সঠিকভাবে জুজে নিয়েছে। এই সিনেমাটি মুক্তির কয়েকদিন আগেই কলকাতার স্টার থিয়েটারের নাম বদল করে বিনোদিনী থিয়েটার রাখা হয়। এবং বিনোদিনী থিয়েটারে 'বিনোদিনী-একটি নটীর উপাখ্যান' সিনেমার মুক্তি হয়েছে এটাই সবথেকে বড় প্রাপ্তি এই ছবির। জীবনে প্রথমবার পূর্ণ দৈর্ঘের বাংলা সিনেমা বানিয়ে সাড়া ফেলে দিলেন মুম্বই নিবাসী বাঙালি পরিচালক রামকমল মুখোপাধ্যায়। সিনেমার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য রেখে এই সিনেমাটির গানগুলি নির্মাণ করা হয়েছে। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সৌমেন্দ্র-সৌমজিৎ। শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে 'কানহা' গানটি বেশ বেশ মধুময় এবং শ্রুতিমধুর হয়েছে। 'আজি বর্ষার রাতে' নামক দ্বিতীয় গানটিতে কণ্ঠ প্রদান করেছেন অন্বেষা দত্ত। এই গানটি রবীন্দ্রনাথের শাওন গগনে ঘোর ঘনাঘাটা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এছাড়াও 'হরি মন মজায়' গানটিও দুর্দান্ত। যতীশ্বর মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই গানটিতে বাস্তবিক পক্ষে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সুর প্রদান করেছিলেন এবং এই গানটিকে নতুনভাবে পুনর্জীবিত করেছেন সৌমেন্দ্র-সৌমজিৎ। সর্বস্ব মিলিয়ে বলাই বাহুল্য বিনোদিনী একটি নটির উপাখ্যান বাংলা সিনেমার ইতিহাসে একটি মাইলস্টোন হিসেবে নিজের পরিচয় গড়ে তুলছে এবং ভবিষ্যতেও যে সেই পরিচয় গড়ার রথ আরো সুদূরপ্রসারী হবে তা লক্ষ্যণীয়।

আচমকাই মানালিকে সপাটে চড়, মাচা অনুষ্ঠানে ভয়ানক অবস্থাতে নায়িকা

ছোটপর্দা থেকে শুরু করে বড়পর্দা, মানালি দে একের পর এক ভাল কাজ উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। বারে বারে প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়। দর্শকদের মাঝে এত জনপ্রিয়তার পরেও দর্শকেরা হাতে চড় খেতে হয়েছিল তাঁকে? অবাক কাণ্ড মনে হলেও এটাই সত্যি বলে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী। জি বাংলার এক টক শো অপুর সংসার-এ এসে এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছিলেন অভিনেত্রী। ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়েছিল তাঁর সেই মন্তব্য। শো সঞ্চালক শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে তিনি এই বিষয় জানিয়েছিলেন যে একটি খোলা মঞ্চে শো করতে অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে মাচা অনুষ্ঠান বলা হয়, সেই অনুষ্ঠানে গিয়ে ভয়ানক অভিজ্ঞতা হয় মানালির।

তিনি ও তাঁর সহঅভিনেতা মাথা নীচু করে হাঁটছিলেন। মানালিকে দেখতে ভিড়ও জমেছিল অনেক। যদিও মানালি তা খুব একটা গুরুত্ব দেননি। করও কথায় কান দেবেন না বলেই তিনি মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকেন। আশা করেননি হঠাৎ করে তাঁর সঙ্গে এমন কিছু ঘটবে। হঠাৎ করে এক মহিলা তাঁর গালে একটা চড় বসিয়ে দেন। চমকে সামনে তাকান মানালি। দেখেন মহিলা তাঁর উদ্দেশে বলছে মাথা তুলে হাটতে, মুখ দেখাবেন না বলে কি তিনি মাথা নীচু করে হাঁটছেন, তবে এসেছেন কেন, মুখ দেখাতেই তো।

এখানেই শেষ নয়, মানালি আরও জানান, যে তাঁকে একাই নয়, তাঁর সহঅভিনেতার গালেও সেদিন চড় বসেছিল। তিনি অবাক হয়ে গেলেও খুব একটা কিছু বলেননি মানালি। বরাবরই মানালি খুব শান্ত স্বভাবের। মিষ্টি মেয়ে বলেও টলিপাড়ায় তাঁর পরিচিতি, ফলে মানালি যে এ ঘটনার পাল্টা প্রতিবাদ করবেন, তা অনেকেই হয়তো মনে করেননি। যদিও মানালিও তেমন কিছু করেননি।

মানালির জীবনে এমন অনেক ঘটনাই রয়েছে, যা বেশ মজার। একবার নাকি তিনি ছোটবেলায় বাবার সই নকল করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। এক বন্ধুর কথায় এমনটা করেছিলেন বলে জানান মানালি, তিনি তাঁর বাবাকে বেশ ভয় পেতেন। তাই এমন কান্ড ঘটান বলে জানান তিনি, যদিও ধরা পড়ে গিয়েছিলেন পলকে।

পদ্মশ্রী তালিকায় শ্রেয়া ঘোষালের নাম নেই দেখে কটাক্ষ সোনু নিগমের

সম্প্রতি পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্তদের তালিকা ঘোষিত হয়েছে। প্রতি বছরের মতো বিশিষ্ট শিল্পীরা সম্মানও পেয়েছেন। কিন্তু মনোনয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন গায়ক সোনু নিগম। তাঁকে ২০২২ সালে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ পদ্মশ্রী দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। কিন্তু এবার ক্ষোভ প্রকাশ করে সংবাদমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাগ করেন সোনু। ওই ভিডিওতে তিনি বলেন, ক্ষ্মএমন দু'জন গায়ক আছেন, যাঁরা সারা বিশ্বে গায়কদের অনুপ্রাণিত করেছেন। আমরা তাঁদের একজনকে পদ্মশ্রী পুরস্কার দিয়ে কাজ সেরে ফেলেছি। তিনি হলেন মোহাম্মদ রফি। অন্য একজন পদ্মশ্রীও পাননি। তিনি কিশোর কুমার। এখন মরণোত্তর পুরস্কারও দেওয়া হচ্ছে, তাই না?ক্ষ্ম তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে অলকা ইয়াগনিকের এত দীর্ঘ এবং অসাধারণ কেরিয়ার তা সত্ত্বেও

এখনও পর্যন্ত কিছুই পাননি। শ্রেয়া ঘোষাল দীর্ঘদিন ধরে তাঁর প্রতিভার প্রমাণ রাখছেন। তাঁকেও সম্মানিত করা হয়নি সঠিকভাবে। সুনিধি চৌহানও যোগ্য কিন্তু তাঁদের দিকে কেউ নজর দেয় না।' সোনুর এই কথায় সম্মতি জানিয়েছেন নেটিজেনরা। কিন্তু সোনুর এই সম্মান পাওয়ার তালিকায় অরিজিৎ সিং-এর নাম কেন নেই, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে।

কলকাতা থেকে সড়কপথে প্রয়াগরাজে শ্রীমা, মহাকুম্ভে গিয়ে কী উপলব্ধি করলেন

১৯ ঘণ্টা ধরে লম্বা জার্নি। কলকাতা থেকে সড়কপথে প্রয়াগরাজ পৌঁছেছেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীমা ভট্টাচার্য। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাবার নামে সঙ্গমে ডুব। মঙ্গলবার মৌনি অমাবস্যায় মহাকুম্ভে পৌঁছে তো ছিলেন শ্রীমা, তবে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করা হয়নি।

শ্রীমা তাঁর ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন। যেখানে তাঁকে দেখা গিয়েছে, মহাকুম্ভে অংশ নিতে। সঙ্গে তাঁর পরিবার ও বন্ধু-বান্ধব।

শ্রীমা জানান, প্ল্যান ছিল ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করার। তবে হঠাৎই জানতে পারি, পদপিষ্টের ঘটনা। আমরা তাই আর ঝুঁকি নিতে চাইনি। বুঝতে পেরেছিলাম, নিরাপত্তা আরও কঠোর হবে। তাই সঙ্গমের বিপরীতে আড়িল ঘাটে ভোরবেলা পুণ্যস্নান করি। তারপর সোমেশ্বর বাবার মন্দিরে যাই। অদ্ভুত একটা উপলব্ধি।

শ্রীমা তাঁর ইনস্টাগ্রামে ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, দহর হর মহাদেব। ১৪৪ বছর পর আসা মৌনী অমাবস্যার পূর্ণ তিথিতে বাবার সাথে বাবার নামে সঙ্গমে ডুব! এই সুযোগ দেওয়ার জন্য ইউনিভার্স কে অনেক ধন্যবাদ। আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা যা মনে যত্নকরে রাখা থাকবে।দ

প্রয়াগরাজ থেকে বেনারসে উদ্দেশে গিয়েছেন শ্রীমা। বিশ্বনাথের দর্শন সেরেই কলকাতায় ফিরবেন। শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে, তাঁর ছবি অমরসঙ্গী। এই ছবিতে শ্রীমা ছাড়াও রয়েছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার।

বাবা রামদেবের সঙ্গে মহাকুম্ভে ডুব হেমার

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নানে ভাইরাল হলেন সেলেব থেকে সাধারণ সবাই। একদিকে যেমন, আইআইটিয়ান বাবা, মোনালিসারা নজর কাড়লেন। অন্যদিকে, মহাকুম্ভে পৌঁছে পুণ্যস্নানে অংশ নিয়ে খবরে এসেছে দেশের রাজনীতিকরা। এই যেমন, মৌনী আমাবস্যার তিথি উপলক্ষ্যে এবার শাহি স্নানে পৌঁছেছিলেন বাবা রামদেব। সঙ্গে ছিলেন অভিনেত্রী ও মথুরার সাংসদ হেমামালিনী। সাধুসঙ্গে মহাকুম্ভে জলে নামতেই বিপত্তি হেমার! চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটল, যা দেখে হেসেই কুপোকাত অভিনেত্রী।

সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে, পুণ্যস্নানের সময় রামদেবের ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন হেমা। সঙ্গে অন্যান্য সাধু। হেমার সামনেই টুপ করে জলে ডুব দিলেন রামদেব। তারপর ডুব দিয়ে উঠতেই রামদেবের ভেজা চুলের ঝটকায় আহত হলেন পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা এক সাধু। রামদেবের অবশ্য কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। হেমা অবশ্য এমন অবস্থা দেখে একেবারেই হেসে কুপোকাত!

প্রসঙ্গত, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ত্রিবেণীর মহাসঙ্গমে মৌনী অমাবস্যায় 'শাহি' স্নানে গিয়ে প্রাণ হারালেন বহু পুণ্যার্থী। গুরুতরভাবে আহতও হলেন অনেকে। কিন্তু কেন? রাতবিরেতে এমন কী ঘটল প্রয়াগরাজে? প্রশাসন জানাচ্ছে, উপচে পড়া ভিড়, আর তার জেরে পদপিষ্ট বহু। উত্তরপ্রদেশের প্রশাসন সূত্রে খবর, ঘটনায় কমপক্ষে মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। আহত হয়েছে জনা বিশেক পুণ্যার্থী। কিন্তু সরকারি তথ্যকে মানতে নারাজ স্থানীয়রা। রাতবিরেতে সেই ভয়াবহ কাণ্ড নিজের চোখে দেখে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, দশের বেশি পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই অচলাবস্থা ঘিরে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে কাঠগড়ায় টেনে এনেছে বিরোধী শিবির।